জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

ITN-BUET
Centre for Water Supply and Waste Management

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

ITN-BUET

Centre for Water Supply and Waste Management

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রকাশক

জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), ঢাকা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল

জুন ২০২৩

প্রণয়ন

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক-বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (আইটিএন-বুয়েট)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

অধ্যাপক ড. তানভীর আহমেদ

সম্পাদনায়

মোঃ আজিজুর রহমান
রাকিব উদ্দীন আহমেদ
মোহাম্মদ আলী
ফারিয়া তাসনিম

কৃতজ্ঞতা:

এই ম্যানুয়ালে যে সকল উৎস থেকে তথ্য, চিত্র ও বিবরণ গ্রহণ করা হয়েছে তাদের প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

ডিজাইন

আইটিএন-বুয়েট

যথাযথ কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সাপেক্ষে এই সহায়িকার যে-কোনো তথ্য, উপাত্ত বা অংশবিশেষ ব্যবহার করা যাবে
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

সূচিপত্র

	মুখবন্ধ	০৫
	অনুক্রমণী	০৭
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	০৯
	প্রশিক্ষণ সূচি	১১
	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	১৩
অধিবেশন ০০ :	প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী	১৭
অধিবেশন ০১ :	**ESMF** এর ভূমিকা, উদ্দেশ্য শেয়ারিং, **ESMF** এর পটভূমি, প্রকল্পের বর্ণনা	২৫
অধিবেশন ০২ :	মাল্টি-সেক্টরাল প্রজেক্টের জন্য প্রাসঙ্গিক **GoB** নীতিমালা ও গাইডলাইন, **WB** নির্দেশনা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি	৩৭
অধিবেশন ০৩ :	পরিবেশগত ও সামাজিক (**E&S**) বেসলাইন	৪৫
অধিবেশন ০৪ :	সামাজিক ও পরিবেশগত কার্যকরী (**E&S**) প্রভাব	৫৭
অধিবেশন ০৫ :	প্রশমন ব্যবস্থাপনা	৬৭
অধিবেশন ০৬ :	স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	৮১
অধিবেশন ০৭ :	বাছাই/স্ক্রীনিং প্রতিবেদন	৯৩
অধিবেশন ০৮ :	পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (**ESMP**)	১০৫
অধিবেশন ০৯ :	প্রশিক্ষণের সমাপনী	১২৩
	প্রেজেন্টেশন স্লাইড	১২৭

মুখবন্ধ

যে কোন দুর্যোগ বা জরুরী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবার মতো জরুরী সেবা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের একটি কাজ। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা সংকটও তার ব্যতিক্রম নয়। ঘনবসতিপূর্ণ ৩৩টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান, বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চাপে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা দুটির প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক পরিবেশসহ জীবনযাত্রার মান মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন এবং সামগ্রিকভাবে জেলার উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। কক্সবাজার জেলার সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও আশ্রয় প্রদানকারী উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলাসহ সমগ্র কক্সবাজার জেলায় 'মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জলবায়ু সহিষ্ণু নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক ও জেন্ডারভিত্তিক সমন্বিত স্বাস্থ্যবিধি প্রচারসহ নানামুখি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

উপরোল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্প অফিস, পরামর্শক, বাস্তবায়নকারী এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্টদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবিধ প্রসঙ্গিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য আটটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। "পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো" বিষয়ক ম্যানুয়াল তারই অংশ।

এই ম্যানুয়ালের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত নীতিমালা ও আইন এবং বিশ্বব্যাংক প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালা, আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়াও পরিবেশগত এবং সামাজিক বেসলাইন ও স্ক্রীনিং-এর প্রস্তুতি, সম্ভাব্য বিভিন্ন পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যা ও তার কার্যকরী প্রভাব নিরূপণ ও প্রশমণ পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ কাঠামো, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রতিবেদন তৈরিকরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণ জানতে পারবেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের শিখনকে আকর্ষণীয়, মিথস্ক্রিয়ামূলক (ইন্টার-এ্যাকটিভ), বাস্তবভিত্তিক করার জন্য বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

এই ম্যানুয়াল প্রণয়ণে আইটিএন-বুয়েটকে সুযোগ প্রদান ও সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী ও যথাযথ সহায়তা প্রদানের জন্য ইএমসিআরপি এর প্রকল্প পরিচালক মহোদয়দের-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে আইটিএন-বুয়েটের যে সকল ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছেন, তারা হলেন মোঃ আজিজুর রহমান, রাকিব উদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ আলী, আলাউদ্দিন আহমেদ, ফারিয়া তাসনিম, আব্দুল আলিম মুন্সি, তাহিয়া আফসাহ খান, শিমুল ঘোষ, মেহেদী হাসান ও সামিনা। এই ম্যানুয়ালটি শুধুমাত্র ইএমসিআরপি প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নয়, বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

T. Ahmed

অধ্যাপক ড. তানভীর আহমেদ
পরিচালক
আইটিএন-বুয়েট

অনুক্রমণী

আগস্ট ২০১৭ থেকে মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা কক্সবাজারে প্রবেশ করে বিশ্বের অন্যতম প্রধান বাস্তুচ্যুতি সংকট সৃষ্টি করেছে। উখিয়া ও টেকনাফ এই দুই উপজেলার অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহে প্রায় ১.১ মিলিয়ন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছে - যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চেয়ে প্রায় তিন গুণের বেশি। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আশ্রয়ের ফলে উক্ত এলাকা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এছাড়া সেখানকার অবকাঠামো খুবই দুর্বল, মৌলিক সেবার প্রাপ্যতার ঘাটতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার প্রবল ঝুঁকি প্রবণ।

প্রাথমিকভাবে পরিচালিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমসমূহ বিশ্লেষণ করে বিশ্ব-ব্যাংক তার সাহায্যপুষ্ট চলমান কার্যক্রমগুলিকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করেছে। এর অংশ হিসাবে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক "জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর (ইএমসিআরপি)" শীর্ষক প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি সামাজিক ও জেন্ডারভিত্তিক সমন্বিত স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করা।

এই জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন পরিষেবা প্রদান, স্বাস্থ্যবিধি ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন ও পরিচালনার সাথে যুক্ত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প কর্মকর্তা, পরামর্শক, বাস্তবায়নকারী এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী, অপারেটর ও সুপারভাইজারসহ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আটটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ণ করা হয়েছে। এই ম্যানুয়ালগুলি সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি আশা রাখি।

আমি আইটিএন-বুয়েট কর্তৃক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালগুলি প্রণয়নের জন্য যে সকল ব্যক্তি মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। "জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পে অনুদান সহায়ক অর্থায়নের জন্য আমি বিশ্বব্যাংককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ম্যানুয়্যালগুলি চূড়ান্তকরণ ও প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ইএমসিআরপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ তার সকল সহকর্মীবৃন্দকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

প্রকৌঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন

প্রধান প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আগস্ট, ২০১৭ থেকে শুরু হওয়া মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান চরম সহিংসতায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় প্রবেশ করে। বাংলাদেশ সরকার মানবিক বিবেচনায় তাদেরকে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় আশ্রয় প্রদান করে। এ বিশাল বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগণের অবস্থানের ফলে কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকা পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে এবং জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে কক্সবাজার জেলার উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং স্থানীয় মানুষের জীবন মান সংকটাপন্ন হচ্ছে। এই সংকট মোকাবিলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ে সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্বব্যাংক অনুদান সহায়তাপুষ্ট "জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন স্তরের জনবলসহ অধিদপ্তরাধীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আইটিএন-বুয়েট ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর একসাথে কাজ করছে।

এই কাজের অংশ হিসাবে ইএমসিআরপি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্প অফিস, পরামর্শক, বাস্তবায়নকারী এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী, অফিস সহকারী, অপারেটর ও সুপারভাইজারসহ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আটটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। "পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো" বিষয়ক ম্যানুয়াল তারই অংশ। এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে অংশগ্রহণকারীদের কথা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা, অধিবেশন পরিচালনার পরিকল্পনা ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ (শিখন ও রেফারেন্স উপকরণ/পঠন উপকরণ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ম্যানুয়ালটির মাধ্যমে প্রকল্পাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি নিরসন/হ্রাস করা সম্ভব হবে এবং এতদসংশ্লিষ্ট স্ক্রীনিং রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তা করবে।

আইটিএন-বুয়েটের পরিচালক অধ্যাপক ড. তানভীর আহমেদ সহ আইটিএন-বুয়েটের যে সকল ব্যক্তি তাদের মূল্যবান সময়, মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে ম্যানুয়ালটিকে ঋদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রকল্পের মূল ও অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও ম্যানুয়ালটি চূড়ান্তকরণে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ইএমসিআরপি প্রকল্পের সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অফিসার জনাব মোঃ মুকতাদির হারুন, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালকের কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরামর্শকবৃন্দ, প্রশিক্ষণ পরামর্শক জনাব মোঃ শহিদুর রহমানসহ এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করছি যে, এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মাধ্যমে উক্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্টগণ সকল বিষয়ে সঠিকভাবে অবহিত হবেন এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করবেন।

মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম

প্রকল্প পরিচালক
জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রশিক্ষণ সূচি

প্রথম দিন

সময়	অধিবেশন
৯.০০-১০.০০	**অধিবেশন ০১:** ESMF এর ভূমিকা, উদ্দেশ্য শেয়ারিং, ESMF এর পটভূমি এবং প্রকল্পের বর্ণনা
১০.০০-১১.০০	**অধিবেশন ০২:** মাল্টি-সেক্টরাল প্রজেক্টের জন্য প্রাসঙ্গিক GoB নীতি ও গাইডলাইন, WB গাইডলাইন ও নীতি এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি
১১.০০-১১.৩০	চা বিরতি
১১.৩০-১.০০	**অধিবেশন ০৩:** পরিবেশগত এবং সামাজিক (E&S) বেসলাইন প্রস্তুতি
১.০০-২.০০	মধ্যাহ্নভোজ ও নামাজের বিরতি
২.০০-৩.৩০	**অধিবেশন ০৪:** সামাজিক ও পরিবেশগত (E&S) প্রভাব
৩.০০-৪.০০	চা বিরতি
৪.০০-৫.০০	**অধিবেশন ০৫:** প্রশমন ব্যবস্থাপনা

দ্বিতীয় দিন

সময়	অধিবেশন
৯.০০-১০.৩০	**অধিবেশন ০৬:** স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
১০.৩০-১১.০০	চা বিরতি
১১.০০-১২.৩০	**অধিবেশন ০৭:** বাছাই/স্ক্রীনিং প্রতিবেদন
১২.৩০-২.০০	মধ্যাহ্নভোজ ও নামাজের বিরতি
২.০০-৩.৩০	**অধিবেশন ০৮:** পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP)
৩.৩০-৪.০০	**অধিবেশন ০৯:** কোর্সের মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ESMF এর ভূমিকা, উদ্দেশ্য শেয়ারিং, পটভূমি ও প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

GoB-এর নীতিমালা ও আইন এবং E&S ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত WB-এর নীতিমালা, আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

পরিবেশগত ও সামাজিক (E&S) বেসলাইন প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

সামাজিক ও পরিবেশগত কার্যকরী (E&S) প্রভাব কিভাবে নিরুপিত হয়, তা জানতে পারবেন ।

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ জানতে পারবেন ।

EMCRP প্রকল্পে স্টেকহোল্ডারগণের পরামর্শের দৃষ্টান্ত, অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া, স্টেকহোল্ডারগণের অংশগ্রহণের বিবিধ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

পরিবেশগত স্ক্রীনিং ফর্ম, সামাজিক স্ক্রীনিং ফর্ম প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP) এর কাঠামো, সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যা এবং প্রশমন ব্যবস্থা, পর্যবেক্ষণ কাঠামো এবং পরিকল্পনা, প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরিকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

প্রথম দিন

অধিবেশন ০০

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী

অধিবেশন ০০

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী

উদ্দেশ্য	**এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ:** ■ একে অপরের সাথে পরিচিত হবেন এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও সময়সূচি বলতে পারবেন
আলোচ্য বিষয়	■ স্বাগত ভাষণ ■ পরিচয় পর্ব ■ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও সময়সূচি
পদ্ধতি	স্বাগত ভাষণ, উদ্দীপক খেলা, আলোচনা, উপস্থাপন ও প্রশ্ন-উত্তর
উপকরণ	রেজিস্ট্রেশন শিট, নোটবুক, কলম, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৩০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	অংশগ্রহণকারীগণ রেজিস্ট্রেশন শিট-এ তাদের নাম নিবন্ধন করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-২	■ প্রশিক্ষক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানাবেন। ■ উদ্বোধনী অধিবেশনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা জনপ্রতিনিধি প্রধান/অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকলে বক্তব্য প্রদানের বিনীত অনুরোধ করবেন। ■ প্রধান/অতিথি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। ■ কোন অতিথি উপস্থিত না থাকলে, প্রশিক্ষক অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন এবং প্রশিক্ষণ শুরু করবেন।	১০ মিনিট (কোন অতিথি উপস্থিত না থাকলে ৫ মিনিট)
ধাপ-৩	■ প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীগণকে পরিচয় দেয়ার সুযোগ দিবেন। ■ প্রশিক্ষণটি প্রাণবন্ত করা ও জড়তা কাটানোর জন্য একটি উদ্দীপক খেলা বা সমবেত গানের আয়োজন করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-৪	■ প্রাসঙ্গিক ভিডিও প্রদর্শন করবেন [যদি থাকে]।	৫ মিনিট
ধাপ-৫	■ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও সময়সূচি ব্যাখ্যা করবেন। ■ প্রশিক্ষণের সময় অংশগ্রহণকারীগণ কি কি নিয়মনীতি মেনে চললে প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফল হবে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন।	৩ মিনিট
ধাপ-৬	■ আলোচনার সারসংক্ষেপ করবেন। ■ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করবেন।	২ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

ভূমিকা

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF) - বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল হচ্ছে একটি উপকরণ যা প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের জন্যই সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে।

উদ্দেশ্য

এই ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ESMF বিষয়ে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়কেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সমৃদ্ধ করা এবং প্রশিক্ষক কিভাবে সেশন পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

- অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ কৌশল অবলম্বন
- আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

কাঙ্ক্ষিত অংশগ্রহণকারী

DPHE এর বিভিন্ন স্তরের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, মনোনীত কর্মকর্তা, LGI এর প্রতিনিধি (মেয়র/চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের সচিব), EMCRP নির্বাচিত বিষয় বিশেষজ্ঞ (PMU এবং RPMU উভয়ই), নির্বাচিত পরামর্শকবৃন্দ যারা প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে মাঠ পর্যায়ের কাজ করছেন, মূল উপকারভোগী প্রতিনিধি ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ উপকরণ/সহায়তা/যন্ত্রপাতি

ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, ছবি তোলার সরঞ্জাম, পোস্টার, মার্কার, ফ্লিপ চার্ট, ভিআইপি কার্ড, প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ

- দুই (২) দিন

প্রশিক্ষণের জন্য অংশগ্রহণকারী নির্বাচন

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বপ্রস্তুতকৃত তালিকা হতে সর্বোচ্চ ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের জন্য অংশগ্রহণকারী হিসেবে নির্বাচন করা হবে।

তারিখ ও স্থান নির্ধারণ

আয়োজকবৃন্দ প্রশিক্ষণের তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করবেন এবং অংশগ্রহণকারীগণকে আমন্ত্রণ জানানোর সময় তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। প্রশিক্ষণের স্থানটি কমপক্ষে ২৫-৩০ জন বসার উপযোগী, ছোট দলে আলোচনা করা, উপকরণ ব্যবহার করা যায় এমন সুবিধাসম্পন্ন স্থান হতে হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে বিদ্যুতের সংযোগ, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, টয়লেট এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা থাকা জরুরি।

অংশগ্রহণকারীগণের সাথে যোগাযোগ

নির্বাচিত/আগ্রহী অংশগ্রহণকারীগণের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যেন তারা যথাসময়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারে। এক্ষেত্রে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কেউ নির্ধারিত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে আসতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যেকোন ভাবেই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা যেতে পারে। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে আমন্ত্রিত অতিথির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করবেন।

আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে:

- প্রশিক্ষণ কোর্সটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা।
- প্রশিক্ষণ শুরুর আগে প্রতিটি সেশনের বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা ও প্রস্তুতি নেয়া।
- প্রশিক্ষণ পরিচালনার উপকরণ: রেজিস্ট্রেশন শিট, ল্যাপটপ/কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার, ফ্লিপচার্ট, ভিআইপি কার্ড, মার্কার, স্কচ্ টেপ, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাতা ও কলম ইত্যাদি প্রশিক্ষণ আয়োজনের আগে সংগ্রহ করে রাখা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সকল প্রশিক্ষণার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। এতে প্রশিক্ষণ অনেক বেশি বাস্তবমুখী ও অংশগ্রহণমূলক হবে।
- সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি এবং সবার মতামতের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কেউ যেন মনে না করে প্রশিক্ষক কারো প্রতি বিশেষ নজর দিচ্ছেন কিংবা কারো মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না।
- কেউ অমনোযোগী হলে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে হবে; কৌশল হিসেবে প্রশিক্ষণের কোন একটি বিষয়ে তার মতামত জানতে চাওয়া যেতে পারে।
- কোন বিষয় আলোচনার সময় প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে কিংবা তারা বিব্রত বোধ করে এমন কোন বক্তব্য বা উদাহরণ দেয়া যাবে না।
- আলোচনা যেন সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কোন আলোচনা প্রসঙ্গের বাইরে চলে গেলে তা কৌশলে প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনতে হবে।
- রাজনৈতিক আলোচনা পরিহার করতে হবে।
- প্রশিক্ষণের পরিবেশকে খোলামেলা ও প্রাণবন্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বিনোদনমূলক কিছু পরিবেশন/আলোচনা করা যেতে পারে।
- প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে আলোচ্য বিষয় কি তা উল্লেখ করতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা সহজেই বুঝতে পারেন কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আলোচনার ধারাবাহিকতা বুঝতে পারেন।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে আলোচিত বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করে উপসংহার টানতে হবে।
- আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে যেন প্রশিক্ষণার্থীরা আস্থার সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন।

উপকরণ নং ০.১ উদ্দীপক খেলার বিবরণ

উদ্দীপক খেলার বিবরণ

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীগণকে উদ্দীপক খেলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলবেন যে, এই খেলাটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণে প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে যা সকলকে জড়তামুক্ত হতে সহায়তা করবে। সকলকে খেলায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাবেন এবং খেলাটি শুরু করবেন।

পদ্ধতি ১

অংশগ্রহণকারীগণকে বৃত্তাকারভাবে দাঁড়াতে বলবেন। প্রশিক্ষক ক্রিকেট বলের আকৃতির একটি নরম ছোট বল যেকোন একজন প্রশিক্ষণার্থীর কাছে দিবেন। যিনি বলটি হাতে পাবেন তিনি নিজের পরিচয় দিবেন। প্রশিক্ষক বলটি অপর একজন প্রশিক্ষণার্থীর কাছে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ছুড়ে দিতে বলবেন। এভাবে একে একে সকলের পরিচয় দেয়া শেষ হবে। খেলাটি সবার কেমন লেগেছে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষক সকলের মতামত নিবেন এবং ব্যাখ্যা করে বলবেন যে, খেলার মাধ্যমে একটি জড়তামুক্ত প্রশিক্ষণের পরিবেশ তৈরি হয়। এবারে অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাবেন।

পদ্ধতি ২

অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ কক্ষে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াবেন, সকলে মিলে ২/৩ লাইন জাতীয় সঙ্গীত গাইবেন এবং তারপরে একজন আরেকজনকে পরিচয় করিয়ে দিবেন।

পদ্ধতি ৩

প্রশিক্ষক নিজের পছন্দ অনুযায়ী অন্য কোন পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন।

পরিচয় পর্ব

পরিচয়ের মধ্যে থাকবে:

- নাম
- বর্তমান পেশা
- পেশার বাইরে অন্যান্য কাজ
- ছেলে-মেয়েরা কি করে ইত্যাদি

উপকরণ নং ০.২ প্রশিক্ষণের শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতি (নমুনা)

প্রশিক্ষণ শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতি (নমুনা)

১. নিজে কথা বলব ও অন্যকেও কথা বলার সুযোগ দেব ।

২. অন্যের কথা মনোযোগ সহকারে শুনব ।

৩. অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব ।

৪. সময়মত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করব ।

৫. পাশাপাশি কথা না বলে সকলের উদ্দেশ্যে কথা বলব ।

৬. খোলামেলা আলাপ করব ।

৭. প্রশিক্ষণ কক্ষে/আশেপাশে ধূমপান করব না ।

৮. প্রশিক্ষণ চলাকালে মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করে রাখব ।

৯. অতি প্রয়োজনে একে একে বাইরে যাব ।

অধিবেশন ০১

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা (ESMF) এর ভূমিকা, উদ্দেশ্য শেয়ারিং, পটভূমি ও প্রকল্পের বর্ণনা

অধিবেশন ০১

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF) এর ভূমিকা, উদ্দেশ্য শেয়ারিং, পটভূমি ও প্রকল্পের বর্ণনা

উদ্দেশ্য	**এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা :** ▪ ESMF এর পটভূমি যেখানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে প্রবেশ, তাদের জনসংখ্যা, DRP এর অস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সহায়তা, World Bank (WB) এর মধ্যমেয়াদী কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন । ▪ ESMF সম্পর্কে জানতে পারবেন । ▪ প্রকল্প চক্রে ESMF অপারেশনাল সিস্টেম জানতে পারবেন । ▪ ESMF এর প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন । ▪ মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবগত হবেন ।
আলোচ্য বিষয়	▪ ESMF এর ভূমিকা ▪ ESMF উদ্দেশ্য শেয়ারিং, আচরণবিধি এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ের গুরুত্ব ▪ ESMF পটভূমি ▪ প্রকল্পের বর্ণনা
পদ্ধতি	উপস্থাপনা ও প্রশ্ন উত্তর, উন্মুক্ত আলোচনা
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৬০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন ।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে আলোচনা করবেনঃ ESMF এর পটভূমি যেখানে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রবেশ, মোট বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, DRP এর অস্থায়ী বন্দোবস্ত, DRP (Displaced Rohingya Population)- এর ঝুঁকি, World Bank (WB) এর মধ্যমেয়াদী কার্যক্রম এবং DRP কমিউনিটিকে এর বিভিন্ন সহায়তা সম্পর্কে আলোচনা করবেন । এছাড়াও ESMF এর প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য আলোচনা করবেন ।	২০ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ধাপে ESMF সম্পর্কে আলোচনা করবেন যেখানে প্রকল্পের বাস্তব কিছু চিত্র তুলে ধরবেন । পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করার জন্য নিয়ম, নির্দেশিকা এবং পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীগণকে অবহিত করবেন । প্রকল্প চক্রে ESMF এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করবেন ।	১৫ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক এই ধাপে মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্পের বিভিন্ন দিক, মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্পের কার্যক্রম, মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্পের বিবরণ নিয়ে আলোচনা করবেন ।	২০ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ১.১ ESMF (এনভায়রনমেন্টাল এবং সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক) এর পটভূমি

এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (ESMF) একটি প্রতিবেদন যা কোন সংস্থা/বিভাগকে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়। সাধারণত কোন সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শকগণ বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যেমন: বিশ্বব্যাংক) কর্তৃক এটি প্রস্তুত করা হয়। ESMF সাধারণত উন্নয়ন অংশীদারের প্রয়োজনে তৈরি করা হয়। এটি বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বাধ্যতামূলক নয়।

যখন কোন প্রকল্পের বিবিধ উপ-প্রকল্প থাকে (যেমন: একটি জেলা জুড়ে ২০টি সাইক্লোন শেল্টার) এবং উপ-প্রকল্পগুলোর নকশা, ও অবস্থান প্রকল্প অনুমোদনের সময় চূড়ান্ত থাকে না, তখন সাধারণত EIA প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ESMF প্রস্তুত করা হয়। ESMF সাধারণত EIA প্রস্তুতকরণের নির্দেশনা ও গাইডলাইন দিয়ে থাকে, যার সাহায্যে পরবর্তীতে যখন উপ-প্রকল্পগুলোর নকশা ও অবস্থান চূড়ান্ত হবে তখন EIA বা EMP প্রস্তুত করা যাবে। কখনও কখনও কোন প্রকল্পের জন্য EIA প্রস্তুতি নাও লাগতে পারে। কিন্তু পরিবেশ ও মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য ESMF একটি গাইড হিসেবে কাজ করে।

সাধারণত, ESMF প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত অংশসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে:

১. **ভূমিকা-** ESMF এর কারণ ব্যাখ্যা করা এবং প্রকল্পের পটভূমি দেওয়া (কেন এটি প্রয়োজনীয়, প্রত্যাশিত অবস্থান/ অঞ্চল, অর্থায়নের উৎস ইত্যাদি)।

২. **প্রকল্পের বিবরণ** - প্রকল্প সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য দিয়ে থাকে: প্রকল্পের উদ্দেশ্য, উপাদান, সম্ভাব্য অবস্থান, প্রকল্পের উপকারভোগী ইত্যাদি।

৩. **নীতি, আইনি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো** - প্রাসঙ্গিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা, আইন এবং নিয়মের বর্ণনা

৪. **পরিবেশগত এবং সামাজিক বেসলাইন** - প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক দিকগুলোর অবস্থার উপর তথ্য উপস্থাপনা।

৫. **সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব** - সামাজিক এবং পরিবেশগত দিকগুলোর উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাবগুলো বর্ণনা করে। এটি সাধারণত প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রভাব বিবৃত করে যেমন: বাস্তবায়নপূর্ব, বাস্তবায়নকালীন এবং বাস্তবায়নের পরে।

৬. **স্ক্রীনিং এবং প্রভাব নিরসন** - কোন উপ-প্রকল্পের জন্য আরও বিস্তৃত মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলো হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো উপস্থাপন করে।

৭. **স্টেকহোল্ডার পরামর্শ** - প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা এবং গোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন মিটিং, আলোচনা এবং মিথস্ক্রিয়াগুলোর একটি সারাংশ দিয়ে থাকে।

৮. **বাস্তবায়ন ব্যবস্থা** - সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর দ্বারা ESMF-এর যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা দেয় এবং কিভাবে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা উন্নত করা যায় সেইসাথে জনসাধারণ এবং অর্থায়নকারী অংশীদারদের-কে কি কি বিষয়গুলো জানাতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়।

কক্সবাজার এলাকায়, বিশ্বব্যাংকের ইমার্জেন্সি মাল্টি-সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্টের (EMCRP) জন্য একটি ESMF প্রস্তুত করা হয়েছে।

EMCRP পটভূমি

আগস্ট ২০১৭ থেকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা কক্সবাজারে প্রবেশ করেছে। জেলায় মোট বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনসংখ্যা (DRP) আনুমানিক প্রায় ৯০০,০০০- যা বিশ্বের অন্যতম প্রধান বাস্তুচ্যুতি সংকট। উখিয়া ও টেকনাফে এই দুই উপজেলায় DRP এর সংখ্যা, (স্থানীয়) কমিউনিটি চেয়ে প্রায় চার গুণ বেশি। প্রায় ৯০% DRP (Displaced Rohingya Population) বর্তমানে অপরিকল্পিত ক্যাম্পে বসতি স্থাপন করেছে এবং বাকিরা হোস্ট কমিউনিটি মধ্যে বসবাস করছে। DRP অস্থায়ী বাসস্থান এবং অত্যন্ত ঘনবসিতপূর্ণ আশ্রয়কেন্দ্রগুলো এমন এলাকায় যেখানে অবকাঠামো খুব দুর্বল, মৌলিক সেবার প্রাপ্যতার ঘাটতি প্রকট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার ঝুঁকি রয়েছে। ক্যাম্প স্থাপন এর ফলে দ্রুত বন উজাড় করা হচ্ছে, ভূমিধ্বসের মতো বিপর্যয়ের জন্য DRP -এর ঝুঁকি আরও বাড়ছে। কুতুপালং ক্যাম্প এখন বিশ্বের বৃহত্তম আশ্রয়প্রার্থী ক্যাম্পগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। World Bank কক্সবাজার জেলার মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক মধ্যমেয়াদী (৩ বছর) কার্যক্রম চালু করেছে।

প্রাথমিকভাবে পরিচালিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমসমূহ বিশ্লেষণ করে World Bank তার সাহায্যপুষ্ট চলমান কার্যক্রমগুলোকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজনের সাথে সমন্বয় করেছে। দুটি পৃথক চলমান কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে- চলমান ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্বাস্থ্য সেবা সহায়তা প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন জুন ২৮, ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়; এবং চলমান ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রিচিং আউট স্কুল চিলড্রেন প্রকল্পে আরও ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়ন বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। একইসাথে আশ্রয় প্রদানকারী স্থানীয় জনগণ বা হোস্ট কমিউনিটিকে চলমান IDA কার্যক্রমের মাধ্যমে সহায়তা দেয়া অব্যাহত রয়েছে।

মাল্টি-সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স (EMCRP) প্রকল্প বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে উপরিল্লিখিত প্রকল্পগুলোর পরিপূরক হবে। যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (JRP) এর সাথে সঙ্গতি রেখে, ব্যাংকের মূল্যায়ন মধ্য মেয়াদের (৩ বছর) জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা চিহ্নিত করেছে। এর অন্তর্ভুক্ত: পানীয় এবং পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সেবা প্রাপ্যতা; স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি পরিষেবা প্রাপ্যতা এবং সম্ভাব্য রোগ প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা; আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবিলা; জ্বালানির অভিগম্যতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট পরিবেশগত অবনতি এবং ক্ষয় রোধ; এবং উৎপাদনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ও বিনিময়ে মৌলিক পরিষেবাদি অর্জন এবং নারী ও শিশুদের দূর্ভোগ এবং ঝুঁকি হ্রাস এবং মনোস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলোর সমাধানে সহায়তা দেয়া। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই আন্তঃসম্পর্কিত এবং সম্পদ ও সংস্থানের উপর চাপ, পরিষেবা সরবরাহের অপ্রতুলতা এবং উভয় জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত ঝুঁকির মধ্যে বসবাস। আশ্রিত ও আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের কার্যক্রম সাতটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করবে যা JRP এবং স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগিদের বিভিন্ন মূল্যায়নের ভিত্তিতে চিহ্নিত ও নির্ধারন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে: (১) স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি; (২) পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি; (৩) সামাজিক সুরক্ষা; (৪) দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা; (৫) পরিবেশ; (৬) লিঙ্গ; এবং (৭) শিক্ষা। প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রকল্পগুলোর পুনর্গঠন/অতিরিক্ত অর্থায়ন সমন্বয়ের মাধ্যমে অগ্রাধিকারভূক্ত ক্ষেত্রগুলোতে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করা সহ মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবে।

উপকরণ নং ১.২ ESMF এর প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য

ESMF এর প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য

WB সেফগার্ডস পলিসিগুলোর জন্য একটি সুরক্ষা উপকরণ হিসাবে ESMF প্রস্তুত করা প্রয়োজন, যেখানে উপ-প্রকল্পগুলোর সাইট এবং নকশা প্রকল্প প্রণয়নের সময় জানা থাকে না। ESMF প্রতিটি উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রীনিং বা বাছাই এবং সেগুলোর পরিবেশগত শ্রেণী বা ক্যাটাগরী নির্ণয়, পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনা সমূহ (যেমন: সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বা পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা) প্রণয়ণে এবং বাস্তবায়নের নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। মাল্টি-সেক্টরাল প্রজেক্ট হল WB এর পরিবেশগত শ্রেণীবিভাগের অধীনে A ক্যাটাগরি প্রজেক্ট।

ESMF এর ধারণা

যখন একটি প্রকল্পে প্রোগ্রাম এবং/অথবা উপ-প্রকল্পের সিরিজ থাকে এবং প্রোগ্রাম বা উপ-প্রকল্পের বিস্তৃতি চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত প্রভাবগুলো নির্ধারণ করা যায় না, তখন ESMF প্রস্তুত করা হয়। প্রভাবগুলো ESMF-এ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করার জন্য নীতিমালা, নিয়ম, নির্দেশিকা এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করে। নেতিবাচক প্রভাবগুলো হ্রাস, প্রশমন এবং/অথবা অফসেট এবং ইতিবাচক প্রভাবগুলো বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনা, এই জাতীয় ব্যবস্থাগুলোর ব্যয় অনুমান ও বাজেট করার বিধান এবং প্রকল্পের প্রভাবগুলো মোকাবিলার জন্য দায়ী সংস্থা বা সংস্থাগুলোর তথ্য ESMF-তে সন্নিবেশিত থাকে।

ESMF বাস্তবায়নে জড়িত পদক্ষেপসমূহ

- উপ-প্রকল্প বাছাই/স্ক্রীনিং
- EA চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন
- পৃথক উপ-প্রকল্পের জন্য EA এর সমস্ত অনুসন্ধান এবং ফলাফল পর্যালোচনা
- প্রশমন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ (যেখানে প্রযোজ্য, একটি EMP) এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশ পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করা

ESMF নথিটি প্রকল্পের সকল অংশীদারদের জন্য একটি নির্দেশিকা এবং সিদ্ধান্ত সহায়ক নথি। একটি নির্দেশিকা নথি হিসাবে, ESMF নিশ্চয়তা প্রদান করে যে:

- উপ-প্রকল্প সকল সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে গ্রহণ করা হবে, বিশেষ করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য যারা উপ-প্রকল্প দ্বারা সরাসরি (ইতিবাচক বা নেতিবাচক) প্রভাবিত হতে পারে।
- উপ-প্রকল্প সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে এমন এলাকায় পরিবেশগত মান বিবেচনা করে গ্রহণ করা হবে।
- প্রকল্প প্রণয়ন ও চলাকালীন নকশা, নির্মাণ ও বাস্তবায়নের পর্যায়গুলোর সময় পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব দেখা দিতে পারে এবং যথাযথ প্রশমন, পরিবর্ধন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সাইট-নির্দিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নত পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা নিশ্চিত করবে।
- পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ যথাযথভাবে প্রস্তুত এবং অনুসরণ করা হবে।
- সুরক্ষার ব্যবস্থাসমূহ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন কার্যকরী নীতি ও পদ্ধতি, এবং জাতীয় আইন ও প্রবিধানগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

উপকরণ নং ১.৩ মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের বিবরণ

মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের বিবরণঃ

মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পে নিম্নলিখিত উপাদান রয়েছে:

উপাদান ১: মৌলিক পরিষেবা এবং দুর্যোগ প্রতিরোধী অবকাঠামো সরবরাহকে শক্তিশালীকরণ

- উপ-উপাদান ১.A: পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি
- উপ-উপাদান ১.B: মৌলিক পরিষেবা, অবকাঠামো, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

উপাদান ২: সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালীকরণ

- উপ-উপাদান ২.A: কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার
- উপ-উপাদান ২.B: ইনক্লুসিভ কমিউনিটি সার্ভিসেস

উপাদান ৩: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

- উপ-উপাদান ৩.A: LGD, FSCD এবং LGIs-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
- উপ-উপাদান৩.B: MoDMR এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

উপাদান ৪: কন্টিনজেন্ট ইমার্জেন্সি রেসপন্স কম্পোনেন্ট (CERC)

EMCRP-তে নিম্নলিখিত কার্যক্রম রয়েছেঃ

- অচল নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং নতুন নলকূপ স্থাপন, এবং ভ্রাম্যমান পানি শোধন প্ল্যান্ট স্থাপন সহ জরুরি পানি সরবরাহ স্থাপন
- উৎপাদক নলকূপ, পাম্প হাউস, ওভারহেড ট্যাংক, পাইপলাইন নেটওয়ার্ক, জলাধার এবং সোলার পিভি পাম্পিং প্রযুক্তি সহ পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন (প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ের সাপেক্ষে কম খরচে)
- পানি সম্পদ ম্যাপিং, পর্যবেক্ষণ এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন সঞ্চালন
- টেকনাফ ও আশেপাশের এলাকায় ভূপৃষ্ঠের পানি শোধনের বিকল্পের ওপর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- পানি সম্পদের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- উন্নত পৃথক ল্যাট্রিন নির্মাণ
- খানাভিত্তিক টেকসই স্যানিটারি ল্যাট্রিনসহ, সেপটিক ট্যাংক এবং সোলার সাপোর্টসহ চেম্বার কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ
- কম্পোস্টিং বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট নির্মাণ
- স্যানিটেশন, FSM, স্বাস্থ্যবিধি এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা
- বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন
- জলবায়ু সহনশীল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- বিশেষ করে নারী ও শিশুদের সমাবেশ ও দেখা করার জন্য কমিউনিটি সেন্টার/দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

- কমিউনিটি ভিত্তিক প্রারম্ভিক-সতর্কতা ব্যবস্থা সমর্থন করা
- উচ্ছেদ এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের জন্য আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা সমর্থন করা
- রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ, ড্রেন, স্ট্রিট লাইট এবং মার্কেট এর যথাযথ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- DRP জনবসতি আছে এমন এলাকায় প্রবেশ পথের উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, গ্রামীণ (LGED) রাস্তার উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য রাস্তার উন্নতি
- কালভার্ট এবং সেতু নির্মাণ
- বন্যা, ভূমিধ্বস এবং প্রবেশযোগ্যতা প্রতিরোধে ঝড়ের পানি নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক নির্মাণ
- নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য বিদ্যমান বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্যাম্পে স্ট্রিট লাইট সিস্টেম নির্মাণ
- গ্রামীণ বাজার মেরামত, পুনর্বাসন এবং নির্মাণ
- অবকাঠামো প্রতিরক্ষামূলক কাজ
- কক্সবাজার জেলার জন্য পরিষেবা সরবরাহের জন্য নতুন সাইট প্ল্যানকে সমর্থন করার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং অবকাঠামো (অভ্যন্তরীণ রাস্তা, রাস্তার আলো, ড্রেনেজ, বাজার, এবং পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন) চিহ্নিত করা
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- ক্যাম্পের ভিতরে/বাইরে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা দেয়া (বিন, সংগ্রহের যানবাহন, ডাম্প ট্রাক, বর্জ্য শোধন এবং নিষ্পত্তি)
- প্রকল্পের প্রভাব এলাকা (PIA) উপ-প্রকল্প কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে
- যদিও কিছু ক্রিয়াকলাপ (যেমন: নলকূপ এবং ল্যাট্রিন) নির্দিষ্ট স্থানে রয়েছে, অন্যগুলো নয় (যেমন: প্রস্তাবিত মোবাইল ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট)
- এছাড়াও কিছু প্রকল্পভিত্তিক বিভিন্ন কম্পোনেন্টের আওতাধীন কার্যক্রমের পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে যা প্রত্যক্ষ প্রভাব গুলোর থেকে তুলনামুলক ভাবে বেশি

প্রকল্প প্রভাবিত এলাকা

প্রকল্প প্রভাবিত এলাকা উপ-প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হবে। যদিও কিছু কার্যক্রম (যেমন: নলকূপ, পায়খানা) নির্ধারিত স্থানে হবে, তবে অন্যান্যগুলো হবে না (যেমন: প্রস্তাবিত স্থানান্তরযোগ্য ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট)। একইসাথে, যদি শুধু প্রত্যক্ষ প্রভাব বিবেচনা করা হয় তাহলে উপ-প্রকল্পের কিছু কার্যক্রমের এমন পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে যা বৃহত্তর প্রকল্প এলাকাকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোয় প্রত্যেক উপ-প্রকল্পের নির্মাণ-পূর্ব, নির্মাণকালীন, নির্মাণত্তর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তর পর্যায়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করে প্রকল্পের প্রভাবিত এলাকার জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। নিম্নের সারণি প্রধান উপ-প্রকল্প কার্যক্রম বিবেচনা করে প্রভাবিত এলাকা নির্বাচনের জন্য পরামর্শ দান করে।

সারণী: EMCRP এর প্রকল্প প্রভাবিত এলাকা নির্দেশিকা

উপ প্রকল্প কার্যকলাপ	প্রভাব বিস্তার এলাকা নির্ধারণ করার জন্য বিবেচনা করা হবে।
নলকূপের পুনঃস্থাপন	পানির স্তর নেমে যাওয়ার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, পানির উত্তোলনের হার এবং এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সম্মিলিত প্রভাবের উপর নির্ভর করে নলকূপের গভীরতা প্রায় ৮০০ ফুট হবে।
মোবাইল ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা	নদী বা বড় খালের সাথে সংযুক্ত না থাকলে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির উৎস হ্রাস পায়। ভূতাত্ত্বিক পানীয় উৎসের স্তর নেমে যাওয়ার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং নিষ্কাশনের হার এবং অন্যান্য কার্যক্রমের সম্মিলিত প্রভাবের উপর নির্ভর করে কয়েকশ মিটার পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারে। এছাড়াও বর্জ্য লবণপানি নিষ্কাশন লবণাক্ততার মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করতে পারে, যা মৌসুমের তারতম্য এবং যে জলাশয়ে নিষ্কাশিত হবে তার অবস্থার উপর নির্ভর করে কয়েকশত মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। স্থানচ্যুতি এড়াতে অদখলি সরকারি জমিই হবে প্রধানতম অগ্রাধিকার। নারী, শিশু এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অভিগম্যতা এবং নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে, আশেপাশের এলাকায় একটি বিস্তারিত যাচাই প্রক্রিয়া চালাতে হবে।
পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (উৎপাদক নলকূপ, পাম্প হাউস, OHT, পাইপ নেটওয়ার্ক এবং সৌর প্যানেলসহ)	নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত মালামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়ে প্রভাবিত এলাকাটি ১০ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। পানির প্রবাহ কয়েক কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে। আবাসিক, বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত জমি এড়ানো প্রথম অগ্রাধিকার দিতে হবে।
পানি সম্পদ ম্যাপিং	কোন প্রভাব প্রত্যাশিত নয়
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই	স্থানীয় পর্যায়ের পরামর্শের কারণে কিছু কিছু ক্ষুদ্র সামাজিক প্রভাব ঘটতে পারে।
পানি সম্পদের প্রাপ্যতা সহ পানি মানের পর্যবেক্ষণ	নির্মাণ সামগ্রী রাখার অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। প্রভাব এলাকাটি ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ১০ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত।
পুনর্বাসন/উন্নত পৃথক ল্যাট্রিন নির্মাণ	নির্মাণ সামগ্রীর উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ১০ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। তবে যদি ল্যাট্রিনগুলো পানি-নিরোধক না হয় তবে পানি প্রবাহ ক্ষেত্রের অবস্থার উপর নির্ভর করে প্রভাবশালী এলাকা কয়েকশত মিটার বা তারও বেশি হতে পারে। নারী, শিশু এবং বিভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অভিগম্যতা এবং নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে, আশেপাশের এলাকায় একটি বিস্তারিত জরিপ অনুষ্ঠিত হবে।
কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (পানি উৎসের সঙ্গে), সেপটিক ট্যাংক এবং সৌর ব্যবস্থার সহায়তা	নির্মাণ সামগ্রীর (সৌর শক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি) উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ১০ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। তবে পানি-নিরোধক না হয় তবে পানি প্রবাহ ক্ষেত্রের অবস্থার উপর নির্ভর করে প্রভাবশালী এলাকা কয়েকশত মিটার বা তারও বেশি হতে পারে।

উপ প্রকল্প কার্যকলাপ	প্রভাব বিস্তার এলাকা নির্ধারণ করার জন্য বিবেচনা করা হবে।
কম্পোস্টিং এবং বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ	কঠিন বর্জ্যের (যে সকল পদার্থ দ্বারা জৈব-সার তৈরি করা হবে সেগুলোসহ) উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ১০ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। পরিচালনা পর্যায়ে প্রভাব এলাকা কম্পোস্ট এবং বায়োগ্যাস ব্যবহারের অবস্থান এবং বর্জ্য উৎপাদনের নিষ্পত্তি পয়েন্টের উপর নির্ভর করে কয়েক মিটার থেকে কয়েক শত কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
সমন্বিত বর্জ্য এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্মাণ	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ১০ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা বর্জ্য নিষ্পত্তি পয়েন্টের উপর নির্ভর করে কয়েক শত মিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
স্যানিটেশন, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতা কর্মসূচি	ফিল্ড ক্যাম্পেইন সময় কিছু ক্ষুদ্র সামাজিক প্রভাব।
জলবায়ু স্থিতিশীল বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ১০ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা আশ্রয়কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল এলাকা বিবেচনা করে কয়েক শত মিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
জলবায়ু স্থিতিশীল বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র / কমিউনিটি সেবাদান কেন্দ্র নির্মাণ	আশ্রয় কেন্দ্রগুলো মূলত বিদ্যমান স্কুলগুলোর মধ্যে এবং কিছু কমিউনিটি স্থানে তৈরি করা হবে, তাই শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, কমিউনিটির লোকজনের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করা উচিত।
জলবায়ু স্থিতিশীল সুগম্যতা এবং নির্বাসন রাস্তা	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ১০ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা রাস্তার সংযোগ এবং ব্যবহারকারীর যাত্রার সুচনা/ গন্তব্যের উপর নির্ভর করে কয়েক শত মিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
ক্যাম্পের অভ্যন্তরে রাস্তা এবং ফুটপাত	রাস্তা এবং ফুটপাতের বিস্তার
জলবায়ু স্থিতিশীল সুগম্যতা এবং নির্বাসন সেতু নির্মাণ	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। উজানে কিংবা ভাটিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব পানিপ্রবাহ বিন্যাসের পাশাপাশি অন্যান্য হাইড্রোলজিক বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর নির্ভর করে কয়েকশ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।
স্থানীয় বাজার উন্নয়ন	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান (বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদিসহ) প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ১০ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা বাজার ব্যবহারকারীদের উপর নির্ভর করে কয়েক শত মিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
সৌরচালিত সড়ক বাতি স্থাপন	সড়ক বাতির নির্দেশিকা দেখুন।
বজ্র সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন	ভালো আর্থিং বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যবস্থা স্থাপন করা উচিত।

উপ প্রকল্প কার্যকলাপ	প্রভাব বিস্তার এলাকা নির্ধারণ করার জন্য বিবেচনা করা হবে।
অগ্নিনির্বাপন এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জাম এর জন্য গুদাম নির্মাণ	আশ্রয়কেন্দ্রের নির্দেশিকা দেখুন।
ওয়েলফেয়ার কার্যাবলী (যেমন: পাবলিক কাজ)	ক্যাম্প এলাকা যেখানে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে
কমিউনিটি সার্ভিসগুলো ১) উপ-প্রকল্প অংশগ্রহণকারীগণের জন্য মজুরি; ২) সহায়ক সরঞ্জাম এবং উপকরণসমুহ; এবং ৩) উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ক্রিয়াকলাপ)	ক্যাম্প এলাকা যেখানে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে এবং পার্শ্ববর্তী বনভূমি এলাকায় আগুনের ঝুঁকি বিদ্যমান।

উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রীনিংয়ের অংশ হিসাবে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা সম্পন্ন জনগণের মাধ্যমে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব সম্বলিত একটি ম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে। এটি একটি হাতে আঁকা স্কেচ হতে পারে। এরূপ একটি চিত্র নিম্নে দেখানো হল-

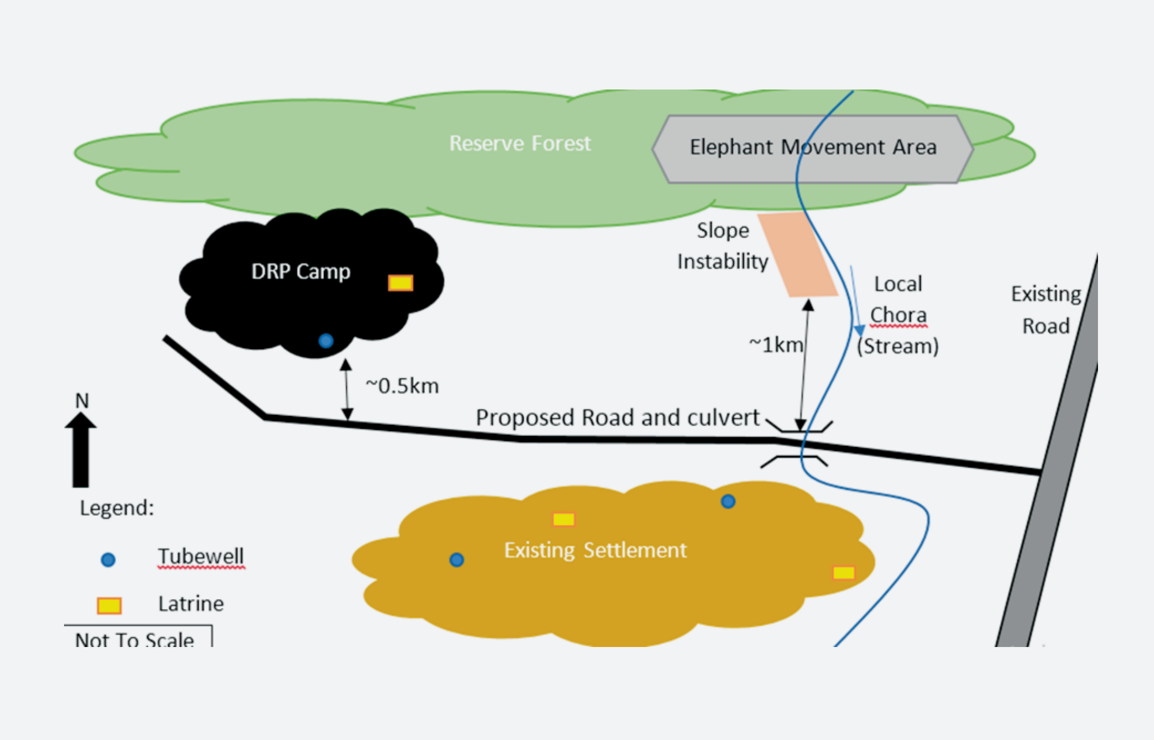

চিত্র ১: উদাহরণ: প্রকল্প প্রভাব বিস্তার স্কেচ মানচিত্র

অধিবেশন ০২

EMCRP-এর জন্য প্রাসঙ্গিক সরকারি নীতিমালা, বিশ্ব ব্যাংকের নির্দেশনা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি

অধিবেশন ০২

EMCRP- এর জন্য প্রাসঙ্গিক সরকারি নীতিমালা, বিশ্ব ব্যাংকের নির্দেশনা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি

উদ্দেশ্য	**এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:** ▪ মাল্টি-সেক্টরাল প্রজেক্টের জন্য প্রাসঙ্গিক সরকারি নীতিমালা, আইন এবং নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারবেন । ▪ মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক World Bank (WB) নির্দেশনা এবং ▪ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
আলোচ্য বিষয়	▪ GoB নীতি, আইন এবং E&S ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নিয়ম ▪ E&S ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত WB নীতি ▪ E&S ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি
পদ্ধতি	উপস্থাপনা ও প্রশ্ন উত্তর, উন্মুক্ত আলোচনা
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৬০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক মাল্টি-সেক্টরাল প্রজেক্টের জন্য প্রাসঙ্গিক GoB নীতি, আইন এবং নিয়ম, মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক World Bank (WB) নীতিগুলো আলোচনা করবেন	৩০ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করবেন	২৫ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ২.১ GoB নীতি, আইনি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত আইন এবং বিধি

বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন, বিধি, কৌশল ও নির্দেশিকার মধ্যে রয়েছেঃ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২)
২. বন আইন (১৯২৭, সংশোধিত ১৯৯০ এবং ২০০০)
৩. জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা (১৯৯২)
৪. বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালে প্রণীত এবং ১৯৯৪ সালে সংশোধিত)
৫. জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NEMAP, ১৯৯৫)
৬. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ECA, ১৯৯৫)
৭. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ECR, ১৯৯৭)
৮. জাতীয় পানি সংক্রান্ত নীতিমালা (১৯৯৯)
৯. পরিবেশ আদালত আইন (২০০০, ২০১০ সালে পরিমার্জিত)
১০. জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০১, ২০০৪ সালে অনুমোদিত)
১১. উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা (CJEDPO) (২০০৫) এবং উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল (২০০৬)
১২. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন (২০১২)
১৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (২০১২)
১৪. বাংলাদেশ পানি আইন (২০১৩)
১৫. পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৬)
১৬. বাংলাদেশ জীব বৈচিত্র্য আইন (২০১৭)
১৭. স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭
১৮. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬
১৯. বাংলাদেশ শ্রম বিধি ২০১৫

পরিবেশ সুরক্ষার সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং এ বিষয়গুলোর নিরাপত্তা যুক্ত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮-এ অনুচ্ছেদ ২০১২ সালে (১৫ তম সংশোধনী) সংশোধন করা হয়। এই অঙ্গীকার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য করা হয়।

বন আইন (১৯২৭ এবং ১৯৯০ ও ২০০০ সালে সংশোধিত) সরকারকে বনভূমির যে কোনো এলাকা সংরক্ষিত হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার দেয়, যা সরকারকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে অনুমোদন করে। বেসরকারি বন অধ্যাদেশের মাধ্যমেও সরকার বেসরকারি বনগুলোতে কিছু নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারে। সংরক্ষিত বা প্রাকৃতিক বনের প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য ক্ষতিকর যে কোনও কাজ বর্জন বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেমন: বনভূমি অপসারণ, কাঠ কেটে ফেলা, দাবানল, গাছ কাটা, চাষাবাদ বা অন্য কোনো কারণে জমি বনশূণ্য করা, শিকার করা এবং পানি দূষণ।

বাংলাদেশ জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা ১৯৯২ পরিবেশ সংরক্ষণের কাঠামো দিয়ে থাকে। এই নীতিমালাটি পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে নজর রাখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর টেকসই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও নীতিমালাটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালে আইন হিসাবে প্রণীত এবং ১৯৯৪ সালে সংশোধিত) মূলত ভারতের ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইনের অবলম্বনে প্রণীত। এই সংরক্ষণ আদেশটি প্রধানত বন সুরক্ষা এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের উপর দৃষ্টিপাত করে। একইসাথে এই আদেশ এবং আইন বন্য এলাকায় জমিতে চাষাবাদ, গাছপালার ক্ষতি/ধ্বংস করা; বন্যপ্রাণী হত্যা বা শিকার করা; পানি দূষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে নিষেধারোপ করে থাকে। এছাড়াও, সংরক্ষণ আদেশ (এবং পরবর্তী আইন) বন বিভাগের মধ্যে একটি বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত সার্কেল প্রতিষ্ঠার ভিত্তি আরোপ করে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ECA, ১৯৯৫) এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

ক) ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ এলাকা ঘোষণা, এবং উক্ত এলাকায় যে কোন কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া বা শুরু করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ।

খ) যেসকল গাড়ি থেকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া নির্গত হয় সেগুলোর জন্য প্রবিধান।

গ) সমস্ত শিল্প ইউনিট এবং প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ক্লিয়ারেন্স সনদ।

ঘ) শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ - নির্গমন অনুমতি।

ই) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বাতাস, পানি, শব্দ এবং মাটির গুণগত মান বা সীমা প্রবর্তন।

চ) বর্জ্য নির্গত করার জন্য নির্দিষ্ট মান বা সীমা প্রবর্তন।

গ) পরিবেশগত নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং ঘোষণা।

জ) বিধান মেনে না চলার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা (ECR, ১৯৯৭) তে প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

ক) বিশুদ্ধ বায়ু, বিভিন্ন ধরণের পানি, শিল্প বর্জ্য নির্গমন, শব্দ, যানবাহন নিষ্কাশন ইত্যাদির জন্য জাতীয় পরিবেশগত মান নির্ধারণ।

খ) পরিবেশগত ক্লিয়ারেন্স সনদ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এবং পদ্ধতি।

গ) শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বিভাগ অনুযায়ী প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষা (IEE) এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট, EIA) এর প্রয়োজনীয় বিষয়াদি।

জাতীয় পানি সংক্রান্ত নীতিমালা (১৯৯৯) জলাভূমির অবক্ষয় এবং বনভূমির হ্রাস; জীব বৈচিত্র্য হ্রাস, জলাভূমি ক্ষতি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের আবাসস্থলের ক্ষতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। নীতিমালাটি উপকূলীয় মোহনা অঞ্চলের বাস্তুসংস্থান যা লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে তা সংরক্ষণ করার জন্য সমুদ্র থেকে জলাভূমির চ্যানেলে উর্ধমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করার বিধান রাখে। এই নীতিটি পানি দূষণ, স্যানিটেশন এবং পানযোগ্য পানি সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রতিও আলোকপাত করে।

পরিবেশ আদালত আইন (২০০০, ২০১০ সালে সালে পরিমার্জিত) বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭) বাস্তবায়নকে সমর্থন করে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বজায় রাখার লক্ষ্যে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত অপরাধের নিষ্পত্তি করার জন্য এই আইন পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করে।

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP, ২০০১, ২০০৪ সালে অনুমোদিত) বাংলাদেশে পানি সম্পদ উন্নয়নে প্রকল্প প্রস্তুত করার জন্য প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগ, এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি কাঠামো প্রদানের জন্য প্রণীত।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা (CJEDPO) (২০০৫) সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম সংগঠন ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। CJEDPO এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল (২০০৬) মূলত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় নীতিগুলো সমন্বয় করা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের সকল উন্নয়ন কাজের জন্য একটি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল পরিচালনার কাঠামো দেয়।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন (২০১২) বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য প্রণীত সর্বোচ্চ আইন। উক্ত আইনের অধীনে কোনও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনভূমি, ভূমি বা জলাভূমিকে ইকো পার্ক, সাফারি পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা প্রজনন স্থল হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (২০১২) দেশের দুর্যোগ সম্পর্কিত প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া এবং জরুরি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আইনি কাঠামো দিয়ে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: ঝুঁকি হ্রাসের নিমিত্তে কার্যক্রম, দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়াদান প্রক্রিয়ার কার্যকর বাস্তবায়ন; পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা; সবচেয়ে অসংরক্ষিত বা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা দেয়া; কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া গড়ে তোলার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং দেশের সকল প্রকার দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, স্থানীয় সংস্থা এবং নির্দিষ্ট কমিটির দায়িত্ব এবং ভূমিকাসমূহ এই আইনের আওতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই আইনটিতে দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ (SOD) সম্পর্কিত নির্দিষ্ট নিবন্ধন রয়েছে।

বাংলাদেশ পানি সংক্রান্ত আইন (২০১৩) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত।

পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৬) পরিবেশগতভাবে দুর্বল এবং সংবেদনশীল অঞ্চল এর ক্ষেত্রে ECA ১৯৯৫ এবং ECR ১৯৯৭ এর জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে।

বাংলাদেশ জীব বৈচিত্র্য আইন (২০১৭) জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠনের জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলোকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া।

উপকরণ নং ২.২ WB এবং আন্তর্জাতিক নীতি, বিধি, আইন

মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক World Bank (WB) নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- Environmental Assessment (OP/BP 4.01)
- Natural Habitat (OP/BP 4.04)
- Pest Management (OP 4.9)
- Forest (OP/BP 4.36)
- Indigenous People (OP 4.10)
- Physical Cultural Resources (OP/BP 4.11)
- Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12)
- Project in Disputed Areas (OP 7.60)
- Safety of Dams (OP 4.37)

পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা

প্রকল্পের কার্যক্রমগুলোর আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন: প্রবেশযোগ্য সড়ক নির্মাণ, দুর্যোগ মোকাবিলায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি কাঠের উপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে বিকল্প ধরণের রান্নার চুলার অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রভৃতি কাজ করা হবে; যা সামগ্রিকভাবে DRP-র প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সম্ভাব্য অগ্নি দুর্ঘটনার প্রবণতা হ্রাস করবে। একইসাথে DRP এবং হোস্ট কমিউনিটি উভয়কেই মৌলিক সুবিধাদি দিবে এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবেশ পুনরুদ্ধারে কাজ করবে।

কার্যক্রমের ধরণের উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত ইএইচএস এবং শিল্প খাত নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবেঃ

১। সাধারণ EHS নির্দেশিকা

২। নির্মাণ উপাদানের জন্য EHS নির্দেশিকা

৩। নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন জন্য EHS নির্দেশিকা

প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির মধ্যে রয়েছে:

- Convention on Protection of birds, Paris, 1950
- International Plant Protection Convention, Rome, 1951
- International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, Brussels, 1969
- Ramsar Convention 1971
- World Heritage Convention 1972
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) 1973

- Convention Concerning the Protection of Workers Against Occupational Hazards in the Working Environment due to Air Pollution, Noise and Vibration, Geneva, 1974
- Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, Bonn, 1977
- Convention Concerning the Prevention and Control of Occupational Hazards caused by Carcinogenic Substances and Agents, Geneva, 1979
- Convention Concerning Occupational Safety and Health and the Working Environment, Geneva, 1981
- Occupational Health Services (Geneva) 1985
- Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, Vienna, 1985
- Basel Convention on the Control of Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Basel, 1989
- Civil Liability on Transport of Dangerous Goods (Geneva), 1989
- Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, London, 1990
- London Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, London, 1990
- Rio Declaration, 1992
- Bio Diversity Convention 1992
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), New York, 1992
- International Convention on Climate Changes (Kyoto Protocol), 1997
- Protocol on biological safety (Cartagena Protocol), 2000
- Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 2010
- Paris Climate Agreement, 2015
- International Health Regulation

অধিবেশন ০৩

পরিবেশগত এবং সামাজিক (E&S) বেসলাইন

অধিবেশন ০৩

পরিবেশগত এবং সামাজিক (E&S) বেসলাইন

উদ্দেশ্য	**এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:** ▪ পরিবেশের বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন । ▪ আর্থ-সামাজিক বেসলাইন সম্পর্কে জানতে পারবেন । ▪ আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
আলোচ্য বিষয়	▪ পরিবেশগত এবং সামাজিক (E&S) বেসলাইন অবস্থা নিরূপণ ▪ ভৌত পরিবেশ ▪ আর্থ-সামাজিক পরিবেশ
পদ্ধতি	উপস্থাপনা ও প্রশ্ন উত্তর, উন্মুক্ত আলোচনা
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৯০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন ।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে ভৌত পরিবেশ বেসলাইন সম্পর্কে আলোচনা করবেন ।	৩০ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ধাপে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবেন ।	৩০ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক এই ধাপে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বেসলাইন সম্পর্কে আলোচনা করবেন ।	২৫ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৩.১ পরিবেশগত বেসলাইন

একটি ESMF-এর জন্য, প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ও সমাজের প্রকল্প-পূর্ব অবস্থা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে বলা হয় E&S বেসলাইন। যা সাধারণত নিম্নলিখিত দিকগুলোকে আলোকপাত করে:

- **ভৌত পরিবেশ**
  - জলবায়ু: তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির তারতম্য।
  - জল সম্পদ: ভূপৃষ্ঠের ও ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ এবং গুণগতমান
  - বায়ুর গুণমান এবং শব্দের পরিমাপ
  - মাটির গুণমান
- **জীববৈচিত্র্য -** উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বর্ণনা।

প্রকল্প এলাকায় এবং প্রভাবিত মানুষের পরিবেশগত ও সামাজিক বেসলাইন নিম্নরূপঃ

ভৌত পরিবেশগত বেসলাইনঃ

জলবায়ু

এই অঞ্চলের জলবায়ু গ্রীষ্মমন্ডলীয়, বছরে ঋতু পরিবর্তন হয় ৪ বার - প্রাক মৌসুমী (মার্চ থেকে মে), মৌসুমী (জুন থেকে সেপ্টেম্বর), মৌসুমী পরবর্তী (অক্টোবর থেকে নভেম্বর), এবং শুষ্ক মৌসুম (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি)। প্রকল্প এলাকাটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং জোয়ারের প্রবণতার জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়গুলো সাধারণত এপ্রিল-মে এবং মাঝে মাঝে অক্টোবর-নভেম্বরে উপকূলে আঘাত করে এবং মানব বসতি, গাছপালা ও সম্পদের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে।

কক্সবাজারে বার্ষিক বৃষ্টিপাত জাতীয় গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় প্রায় ৪৫ মি.মি. বেশি। টেকনাফে বার্ষিক বৃষ্টিপাত জাতীয় গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় ৬৫ মি.মি. বেশি। উভয় স্থানেই জাতীয় গড়ের তুলনায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের তীব্রতা স্পষ্ট। আরেকটি স্পষ্ট প্যাটার্ন হল কক্সবাজারে বৃষ্টিপাত দেশের বাকি অংশের তুলনায় কিছুটা দেরিতে শুরু হয় এবং টেকনাফে আরো দেরিতে (সাধারণত জুনে) শুরু হয়।

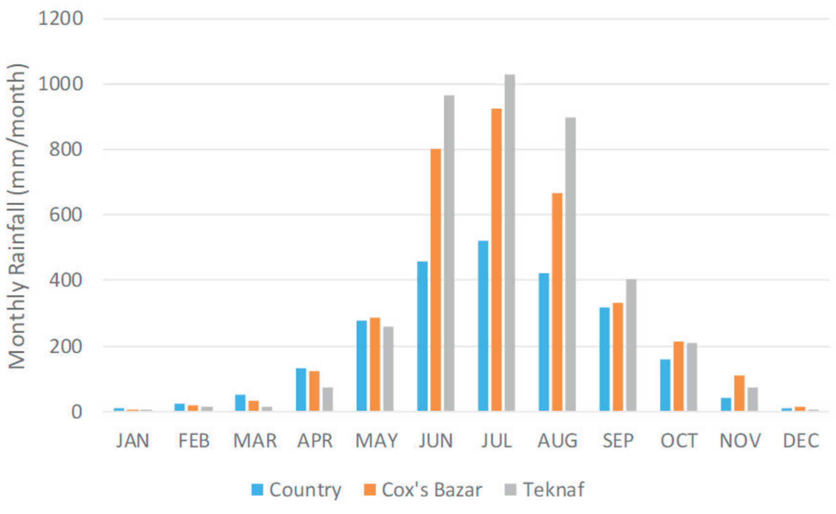

চিত্র ২: প্রকল্প এলাকা এবং দেশের সাধারণ মাসিক বৃষ্টিপাতের তুলনামূলক নমুনা দেখানো হল।

হাইড্রোলজি

পরিবর্তিত ভূমিরূপ এবং ভূসংস্থানের দরুণ প্রকল্প এলাকার হাইড্রোলজি জটিল প্রকৃতির। উপকূলীয় পাহাড়ী অঞ্চলগুলো থেকে প্রবাহিত সুপেয় পানি এবং বঙ্গোপসাগর থেকে জোয়ারের সময় প্রবাহিত পানির মধ্যে সংযোগ রয়েছে। বৃষ্টিপাত এবং উঁচুভূমি থেকে প্রবাহিত পানি এবং সমতলের মাঝে বিক্ষিপ্ত উঁচু-নিচু অবস্থান বনাঞ্চলে ভূপৃষ্ঠস্থ হাইড্রোলজির ধরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এলাকাটি উপত্যকা, সংকীর্ণ খাত বা নালা দ্বারা আবৃত এবং ১৪৯ টি পানির প্রবাহধারা দিয়ে বৈশিষ্টপূর্ণ যা পূর্ব দিকে নাফ নদীতে পতিত হয়।

প্রকল্প এলাকা পাহাড়ী ঢাল এলাকা হাইড্রোলজি দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যেখানে অনেকগুলো ঝিরি দিয়ে পানি পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগরে এবং পূর্ব দিকে নাফ নদীতে পতিত হয়। সমুদ্র উপকূলের দিকে (পশ্চিম অংশে) অনেকগুলো ছোট এবং বড় খাল রয়েছে যেগুলো পাহাড়ী ঢালুভূমি থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রধান খালগুলো হল: রেজু, ইনানী, মানখালী, রাজকোরা এবং মাঠভাঙ্গা। এখানে কিছু অগভীর খাদ এবং জলাভূমি রয়েছে যা পাখি, মাছ, এবং প্রাণীকূলের আবাসস্থল।

হাইড্রজিওলজি

এই অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির প্রকৃতি জটিল যা তলদেশের জটিল স্তরবিন্যাসকৃত টারসিয়ারি পলি দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থায় কোনও আর্সেনিক সমস্যা নেই এবং পানির উৎসগুলোর দূষণের জন্য পয়ঃনিষ্কাশনজনিত দূষণ সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়।

উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত ভূগর্ভস্থ পানিতে উচ্চ মাত্রায় লবণ বিদ্যমান। টেকনাফ এলাকাতে সাধারণত অগভীর কূয়া (৪০০ ফিটের চেয়ে কম) উপযুক্ত নয়। সামগ্রিকভাবে, টেকনাফ এলাকায় বড় পরিসরে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের সম্ভাবনা কম।

পানির উৎস

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পানির প্রধান উৎসগুলো: ভূপৃষ্ঠস্থ পানি (খাল, পুকুর, রাবার বাঁধ); ভূগর্ভস্থ পানি (নলকূপ, কুয়া) বা হস্তচালিত খনন করা এবং ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির উৎসের সমন্বয় (আর্তেজিয়ান কুয়া; খনন করা কুয়া, হাতলযুক্ত নলকূপ); ভূপৃষ্ঠের এবং ভূগর্ভস্থ পানি (ছড়া এবং কুয়া; অথবা পুকুর এবং কুয়া)। DRP-দের প্রধান পানির উৎস প্রধানত নলকূপ এবং কিছু ক্ষেত্রে খাল। যেখানে পানির উৎসগুলো সাধারণ DRP এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী উভয়ই ব্যবহার করে, সেখানে সীমিত পানির উপর যথেষ্ট চাপ রয়েছে।

বাতাসের প্রকৃতি

সার্বিকভাবে, শিল্প এলাকা বা তীব্র যানবাহনের চাপ না থাকায় প্রকল্প এলাকার বায়ু অনেকটাই দূষণমুক্ত। কিছু ধুলাজনিত দূষণ শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর থেকে মে) নির্মাণ সাইট এবং ইট ভাটার কাছাকাছি ঘটে। পর্যটন মৌসুমে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত রাস্তায় শব্দদূষণ এবং যানবাহনজনিত দূষণ বৃদ্ধি পায়। বায়ু মানের বিস্তারিত বেসলাইন তথ্যে অপ্রতুলতা রয়েছে।

মাটি এবং ভূমিরূপ

এই অঞ্চলের মাটির বিশেষত, পাহাড়ের মাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঙ্করযুক্ত এবং দেশের অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় কম পরিপক্ক, ভূমিক্ষয় এবং ভূমিধ্বস প্রবণ। এই অঞ্চলে ভূমিধ্বসের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ক্যাম্প এলাকায় এবং আশেপাশে ভূমিধ্বসের উল্লেখ রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ - ১৬ থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ এর মধ্যে ২১ টি ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটেছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রকল্প এলাকার নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক বিপদগুলোর রেকর্ড রয়েছে: নদী বন্যা, ফ্ল্যাশ বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড় এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ। প্রকল্প এলাকায় নদীর বন্যা প্রধানত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ঘটে। ফ্ল্যাশ বন্যা এবং ভূমিধ্বস এপ্রিল এবং মে মাসে ঘটে। জলোচ্ছ্বাস মে, জুন, অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে হয়। লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ ডিসেম্বর থেকে মে পর্যন্ত ঘটতে থাকে।

বেসলাইন জৈব পরিবেশ

স্থলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী

উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বনভূমি গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিরহরিৎ এবং আধা-চিরহরিৎ বন দ্বারা আচ্ছাদিত, যার প্রধান বৃক্ষ হচ্ছে গর্জন। মানব কার্যকলাপের দরুণ পাহাড় বনশুন্য হয়ে তা সান-ঘাস, গুল্ম এবং ঝোপঝাড় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এখনও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা রয়েছে, বিশেষত সুরক্ষিত এলাকায়।

গত দুই দশকে উখিয়া ও টেকনাফের বনভূমি কমে গিয়েছে অথবা মানুষের প্রয়োজনে সাফ করা হয়েছে। ১৯৮৯ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে, টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এর বনভূমি ৪৬% কমে গেছে, ৩৩০৪ হেক্টর থেকে ১৭৯৪ হেক্টরে পরিণত হয়েছে। তবে গুল্ম বনভূমি ২৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৬৩ হেক্টর থেকে ৭৮২৪ হেক্টর হয়েছে।

উপকরণ নং ৩.২ আর্থ-সামাজিক বেসলাইন

আর্থ-সামাজিক বেসলাইন

আর্থ-সামাজিক বেসলাইন কোন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জনসংখ্যা ও শিক্ষার হার এর উপর নির্ভর করে। নিচের টেবিলে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার আর্থ-সামাজিক বেসলাইন অবস্থার সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে।

পরিসংখ্যান	উখিয়া	টেকনাফ
ইউনিয়নের সংখ্যা	৫	৬
মৌজার সংখ্যা	১৩	১২
গ্রামের সংখ্যা	৫৪	৪৬
জনসংখ্যা	২০৭,৩৭৯	২৬৪,৩৮৯
এলাকা (একর)	৬৪,৬৯৪	৯৬,০৪৫
জনসংখ্যার ঘনত্ব (লোক/বর্গকিমি)	৭৯২	৬৮০
গৃহস্থদের সংখ্যা	৩৭,৯৪০	৪৬,৩২৮
পুরুষ জনসংখ্যা	১০৪,৫৬৭	১৩৩,১০৬
মহিলা জনসংখ্যা	১০২,৮১২	১৩১,২৮৩
লিঙ্গ অনুপাত	১০২	১০১
গড় পরিবারের আকার	৫.৪	৫.৭
স্বাক্ষরতার হার	৩৬.৩	২৬.৭
ভোটার সংখ্যা	১০০,০০০	১১৭,০০০

পরিসংখ্যান	উখিয়া	টেকনাফ
মুসলিম (জনসংখ্যা)	১৮৯,৮২১	২৫৮,২৪৫
হিন্দু (জনসংখ্যা)	৪,৩৪০	২,৯৬৭
বৌদ্ধ (জনসংখ্যা)	১৩,০০০	৩,০৮৯
খ্রিস্টান (জনসংখ্যা)	৩১	৯
অন্যান্য (জনসংখ্যা)	৮৭	৭৯
বিবাহিত পুরুষ (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	৫৩.১	৫২.৬
অবিবাহিত পুরুষ (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	৪৬.৪	৪৭
বিবাহিত মহিলা (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	৬০.১	৬০.৩
অবিবাহিত মহিলা (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	৩৩.৭	৩৪.২
বিধবা পুরুষ (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	০.৪	০.৪
তালাকপ্রাপ্ত পুরুষ (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	০.১	০.১
বিধবা মহিলা (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	৫.২	৪.৭
তালাকপ্রাপ্ত মহিলা (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	০.৯	০.৭
বাক অক্ষমতা (জনসংখ্যার%)	০.২	০.২
দৃষ্টি অক্ষমতা (জনসংখ্যার%)	০.২	০.৪
শ্রবণ অক্ষমতা (জনসংখ্যার%)	০.১	০.১
শারীরিক অক্ষমতা (জনসংখ্যার%)	০.৪	০.৬
মানসিক অক্ষমতা (জনসংখ্যার%)	০.১	০.২
অটিস্টিক (জনসংখ্যার%)	০.১	০.১
কুটির শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	৫১৯	৯৮
কুটির শিল্পে নিয়োজিত লোকের মোট সংখ্যা	১,০৩৮	৩০৬
বাঁশ ও বেত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	৪৮০	৩৮
বাঁশ ও বেত শিল্পে নিয়োজিত লোকের মোট সংখ্যা	১,০০০	১১৪
কাঠের আসবাবপত্র ইউনিটের সংখ্যা	১৫০	৭০
কাঠের আসবাবপত্র ইউনিটে নিযুক্ত লোকের মোট সংখ্যা	৯৭০	২৮০

২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে নিচের টেবিলে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার অবকাঠামো ও সুবিধাসমূহের সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে।

পরিসংখ্যান	উখিয়া	টেকনাফ
রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য (কিমি)	৪৫৯	৫১৩.১৪
পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিমি)	৯৪	৮০.৪৯
আধ-পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিমি)	১০৮	৭৪.৩৯
(কাচা) রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিমি)	২৮৪	৩৫৮.২৬
বাঁধ সড়কের দৈর্ঘ্য (কিমি)	০	২২
মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য (কিমি)	০	০
বর্ষায় পানিপথের দৈর্ঘ্য (নদী ও খাল, কিমি)	১৫	২৮
সারা বছর পানিপথের দৈর্ঘ্য (নদী ও খাল, কিমি)	১৫	২৮
সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা	০	০
বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা	১	৭
কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা	১৫	১২
পানীয় জলের উৎস- ট্যাপ (পরিবারের%)	০.৮	১.১
পানীয় জলের উৎস-টিউবওয়েল (পরিবারের%)	৮২.৮	৭৮.৭
বিদ্যুৎ সংযোগ	২৩.২	২৫.৫
ওয়াটার সিল সহ স্যানিটারি ল্যাট্রিন (পরিবারের%)	৬.১	৭.৭
ওয়াটার সিল ছাড়া স্যানিটারি ল্যাট্রিন (পরিবারের%)	২৮.০	৩৬.৭
নন-স্যানিটারি ল্যাট্রিন (পরিবারের%)	৪৩.৬	৪২.২
কোন স্যানিটেশন সুবিধা নেই (পরিবারের%)	২২.৩	১৩.৪

ভৌত ও সাংস্কৃতিক সম্পদ

প্রকল্প এলাকা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সমৃদ্ধ এবং জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রের অবস্থান। উখিয়া উপজেলায় জাদিমুরা বৌদ্ধ বিহার (রাজা পালং ইউনিয়নে) রয়েছে; পাইনাশিয়া জামে মসজিদ, উখিয়া জামে মসজিদ, কালী মন্দির, ১৮ কিমি দীর্ঘ ইনানী সি-বিচ এবং টেক পাথরের এর বৌদ্ধমূর্তি (পটুয়া) রয়েছে। টেকনাফ উপজেলায় একটি বৌদ্ধ মন্দির (নাইটং হিল), মাথারিন কূপ (মথিনের কূয়া, ১৮৫৪) এবং কানা রাজার সুড়ঙ্গ রয়েছে। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং পর্যটক স্থানগুলো ছাড়াও মেরিন ড্রাইভ যোগাযোগ ও পর্যটন প্রসারের জন্য একটি অনন্য অবকাঠামো। বিশ্বের সবচেয়ে অখন্ডিত সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার একটি বিখ্যাত ও জাতীয় পর্যটন কেন্দ্র। গত কয়েক বছরে কক্সবাজারের পর্যটক ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে এবং স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। পর্যটকেরা সমুদ্র সৈকত বরাবর হাঁটা, সমুদ্র স্নান এবং বার্মিজ স্টলগুলোতে কেনাকাটা করে থাকে। বেশিরভাগ পর্যটক সাধারণত লাবনী পয়েন্টে সমুদ্র সৈকত, কলাতলি পয়েন্ট এবং ইনানী ও হিমছড়ি পার্কে ভ্রমণ করে। এছাড়াও মহেশখালী দ্বীপ, টেকনাফ এবং সেন্ট মার্টিনও নিকটবর্তী পর্যটন স্থান।

অবকাঠামোর উপর প্রভাব

কক্সবাজারে রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের উপর নির্ভরতা খুব বেশি এবং কক্সবাজারে রোহিঙ্গা আগমনের পরে এই হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা আসার কারণে স্থানীয় অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব পড়েছে। শুরুর দিকে রোহিঙ্গারা সড়ক, বাঁধ এবং সেতুর উপরে আশ্রয় নিয়েছিল, যার ফলে স্থাপনাগুলোর ক্ষতিসাধন হয়েছে। সড়ক অবকাঠামোগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কারণে এবং মানবিক সাড়াদান কাজে ভারী যানবাহন ব্যবহারের কারণে অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। টেকনাফ-কক্সবাজার মহাসড়ক, বিশেষ করে রাজাপলং-উখিয়া বাজার-কুটুপালং-বালুখালী-ওয়াইকং-নোয়াপাড়া এলাকা থেকে এবং দক্ষিণ নীলা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সড়কে যানজট ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রাণ পরিবহনের জন্য যানবাহন প্রায়ই সংকীর্ণ পথের রাস্তাগুলো ব্যবহার করে যার ফলে যানজট বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক নেতাদের পরিবহনের কারণে যান চলাচল মাঝে মধ্যে স্থগিত করা হয়। টেকনাফ ও উখিয়ার বাসিন্দারা জানায় যে তাদের নিজ নিজ এলাকায় সড়কে যানজট বেড়েছে এবং দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি রাস্তার অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

শ্রম ও মজুরি উপর প্রভাব

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ সভার মাধ্যমে জানা গেছে যে, বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা প্রবেশের কারণে শ্রম বাজারে মজুরি কমে গিয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকেরা জানায় যে, মজুরির হার ৫০০ থেকে কমে ২০০ টাকা হয়ে গেছে যা জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করছে। কিছু কমিউনিটি শ্রমিকরাও দাবি করেছে যে, তারা প্রায় ৩৫০ টাকা শ্রমমজুরি পাচ্ছে। অন্যান্য উপজেলা যেখানে রোহিঙ্গা উপস্থিতি নেই সেখানে শ্রমহার আগের মতোই আছে এমনকি কিছু ক্ষেত্রে বেশি।

স্বাস্থ্য, পানি এবং স্যানিটেশন এর উপর প্রভাব

পরামর্শ সভা ও সেকেন্ডারি উৎস থেকে জানা যায় যে, কক্সবাজারের স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন অবস্থা ইতোমধ্যে দুর্বল ছিল এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবস্থান এটি আরও খারাপ করে তুলেছে। ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ জলাধারের ক্ষতিকারক দূষণের কারণে বুলুখালী-কুতুপালং মেগা ক্যাম্পের আশেপাশে এই পরিস্থিতি বিশেষত উদ্বিগ্নের। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় বৃষ্টির পানি দ্বারা যখন এই মানব বর্জ্য ধুয়ে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকেরা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা যেমনঃ কাপড় ধোয়া, রান্না এবং গোসল করার জন্য পুকুর, খাল ও কূয়ার পানি ব্যবহার করে। এই উৎসের পানি গুরুতর দূষিত হয়ে গেছে। ভূপৃষ্ঠের পানির দূষণ, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস এবং পানির উৎসগুলোর উপর প্রচণ্ড চাপ বাড়ার কারণে তাদের প্রধান পানি উৎস পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তারা আরও বলেছে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাসের ফলে তাদের কূপ, নলকূপ এবং অগভীর পাম্প শুকিয়ে যাওয়াতে উদ্ভূত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বেশকিছু সংখ্যক স্থানীয় লোকজন জানায় যে, বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করার জন্য তাদের ৩০ মিনিটেরও বেশি সময় হাঁটাতে হয়। দূষণ ও বর্জ্য এর অবশিষ্ঠাংশ সেচ কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। পানি বাহিত রোগ (উদাহরণঃ কলেরা, রক্তআমাশয়, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস ইত্যাদি) ক্যাম্প এবং স্থানীয় পরিবারগুলোর (বিশেষ করে যারা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্যাম্পের আশেপাশে বসবাস করে তাদের প্রভাবিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে) জন্য বড় ঝুঁকি।

প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবাগুলো তীব্র চাপের মুখে পড়ে। NGO/INGO গুলোর কাছ থেকে সমর্থনের ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। স্থানীয় কমিউনিটির মানুষের জন্য ক্যাম্প স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবার সুযোগ আছে। তবে জেলা জেনারেল হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে ক্রিটিকাল রোহিঙ্গা রোগীদের চিকিৎসার জন্য রোগীর চাপ অত্যধিক বেড়ে গেছে। হোস্ট কমিউনিটি লোকেদের এখন পরিষেবা পেতে আরো অপেক্ষা করতে হচ্ছে এবং গড় অপেক্ষা সময় প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষার উপর প্রভাব

রোহিঙ্গা সংকট কক্সবাজারে হোস্ট কমিউনিটির শিক্ষা খাতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। সংকটের শুরুর দিকে অস্থায়ী ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং শিক্ষার সরঞ্জাম হারিয়ে যায়। স্কুলের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমও কয়েক মাস ধরে ব্যাহত হয়। ক্যাম্পে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের পরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মিত কার্যক্রম, মেরামত ও সংস্কার পুনরায় শুরু করা যায়নি। মানবিক প্রকল্পগুলোতে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের দ্বারা কিছু স্কুল সম্পর্কিত সহায়তা / সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে এখনো পরিচালিত হচ্ছে। এই স্কুলগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম স্কুল প্রাঙ্গনে পরিচালনা করতে হচ্ছে।

অনেক NGO এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো স্কুল / কলেজে যাওয়া শিক্ষার্থীদের স্থানীয় সহায়তা প্রদানকারী এবং অনুবাদক হিসেবে নিয়োগ করছে। উচ্চ অনুপস্থিতির হার এখন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান সমস্যা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, টেকনাফ ও উখিয়া স্কুল ও কলেজগুলোতে অনুপস্থিতি ৬০ শতাংশ বেড়েছে। স্কুল/কলেজগুলোর ৭০ জন শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দিয়ে আরো লাভজনক NGO/INGO-তে চাকরি করছে। যদিও এটা কিছু লোকের আয়-উপার্জন সুযোগের ক্ষেত্রে উপকৃত করেছে, সামগ্রিকভাবে এটা স্থানীয় কমিউনিটি শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপকে ব্যাহত করছে। এসব ক্ষতিগ্রস্থ স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের রেকর্ডও খারাপ। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সভা-পরামর্শের সময়, অনেক অংশগ্রহণকারী রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে মেয়েদের এবং মহিলাদের চলাচলে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। কিছু অংশগ্রহণকারীগণের মতে, এতে স্কুলের উপস্থিতি হার এর উপর বিরূপভাবে প্রভাব ফেলেছে।

সম্ভাব্য সামাজিক সংঘাত

প্রাথমিক পর্যায়ে, হোস্ট কমিউনিটি রোহিঙ্গাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিল এবং আশ্রয়, নগদ অর্থ এবং অন্যান্য সহায়তা দিয়েছিল। তবে সময়ের সাথে সাথে অসন্তোষ বেড়েছে।

পরামর্শ সভার সময় অনেক অংশগ্রহণকারী মত পোষণ করেছিল যে, স্থানীয় মানুষের অসন্তোষ বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত হয়েছে। টেকনাফ-উখিয়া উপদ্বীপে বিশেষত দরিদ্র পরিবারগুলোর দিন-মজুরি কমে যাওয়া একটি প্রধান কারণ। টেকনাফ, উখিয়ায় অনেক বাংলাদেশী পরিবারের ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। রোহিঙ্গারা ক্রমশ স্থানীয় ব্যবসার সাথে জড়িত হচ্ছে, ফলে জীবিকা কার্যক্রমের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। টেকনাফ ও উখিয়ায়, প্রাকৃতিক সম্পদ যেমনঃ ভূপৃষ্ঠের পানি এবং বনজ সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ বেড়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় ও বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা তৈরি করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করে রোহিঙ্গা আগমনের পর থেকে অপরাধ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে গেছে। স্থানীয় লোকদের মতে তাদের এলাকায় চুরি ও ডাকাতি বেড়েছে। স্থানীয় কমিউনিটি ও রোহিঙ্গা এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষেরও খবর পাওয়া গেছে। খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে সহিংসতার ঘটনাও অন্যত্র উত্তেজনা সৃষ্টি করে। স্থানীয় কমিউনিটি অনেক পরিবার দরিদ্র। তারা এটা মনে করে যে, রোহিঙ্গাদের প্রতি সমস্ত সহায়তা ও মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং এই কারণে স্থানীয় কমিউনিটির সমস্যাগুলো অগ্রাধিকার পাচ্ছে না।

রোহিঙ্গা আগমনের কারণে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশ অবকাঠামো ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব পড়েছে। পরিবর্তিত পরিবেশ প্রকৃতপক্ষে এই প্রকল্পের বেসলাইন হিসাবে গণ্য করা হবে। রোহিঙ্গা আগমনের জন্য যে সব প্রভাব পড়েছে তা নিম্নরূপঃ

বন্য হাতির আবাসস্থলের উপর প্রভাব

IUCN (২০১৬) অনুসারে, কক্সবাজার জেলা দক্ষিণ অঞ্চলে ৫০-৭৮ বন্য হাতি রয়েছে (যার মধ্যে উখিয়ায় ৫টি বনভূমি এবং টেকনাফে ৪টি বন বিভাগের রেঞ্জ পরে)। আকস্মিক রোহিঙ্গা আগমনের কারণে ৪০টি হাতি ক্যাম্প এলাকার আশেপাশে আটকা পড়েছে। সম্প্রতি, IUCN ক্যাম্প এবং ক্যাম্পের আশেপাশে হাতির ব্যাপক উপস্থিতি নিরূপণের জন্য জরিপ সম্পন্ন করেছে।

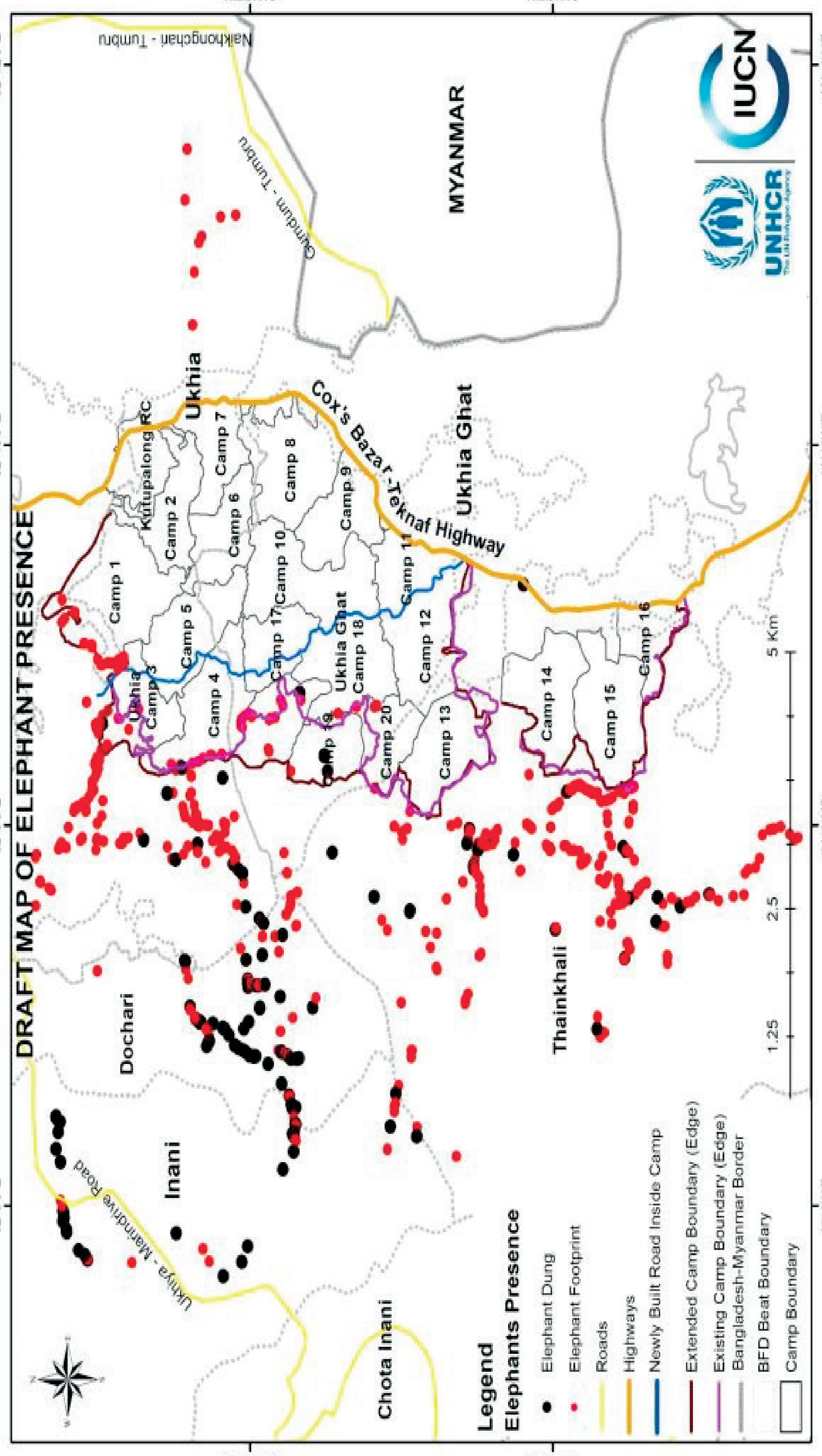

চিত্র ৩: উখিয়া এলাকায় ক্যাম্পের কাছে বন্য হাতির উপস্থিতি

টেকনাফ এলাকায় ক্যাম্পের কাছে বন্য হাতির উপস্থিতি

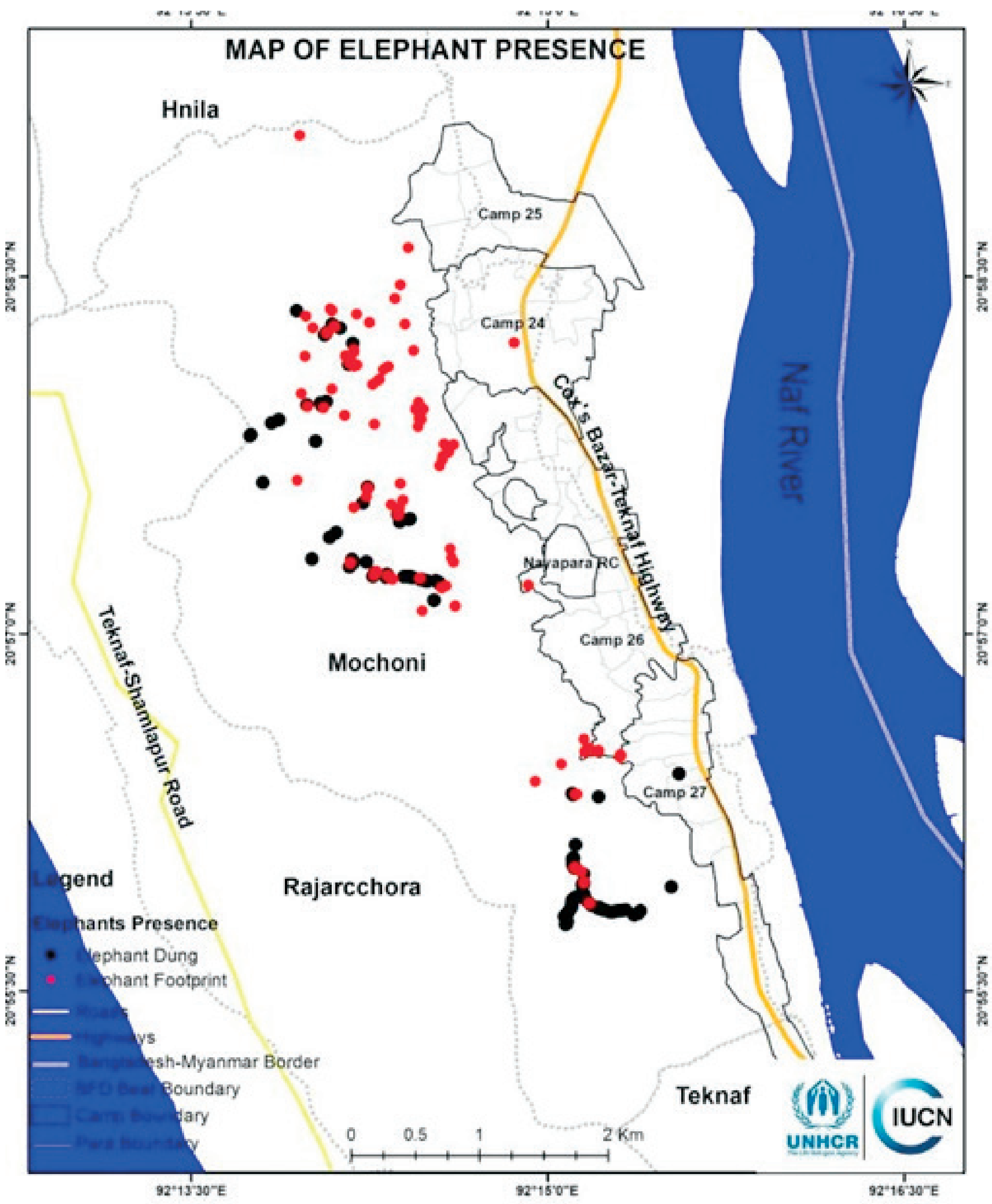

চিত্র ৪: টেকনাফ এলাকায় ক্যাম্পের কাছে বন্য হাতির উপস্থিতি

অধিবেশন ০৪

সামাজিক ও পরিবেশগত (E&S) প্রভাব

অধিবেশন ০৪

সামাজিক ও পরিবেশগত (E&S) প্রভাব

উদ্দেশ্য	**এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:** ■ জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন। ■ মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
আলোচ্য বিষয়	■ পরিবেশগত প্রভাব ■ আর্থ-সামাজিক প্রভাব
পদ্ধতি	উপস্থাপনা ও প্রশ্ন উত্তর, উন্মুক্ত আলোচনা
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৯০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন ।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবেন।	২৫ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ধাপে উপ-প্রকল্প অনুযায়ী সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবেন।	২০ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক এই ধাপে মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবেন।	৪০ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৪.১ সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব

ESMF-এ সমস্ত প্রকল্পের বিবরণ জানা না থাকায়, প্রভাবগুলো সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা এবং পরিমাপ করা কঠিন। অতএব, ESMF-এ সম্ভাব্য প্রভাবগুলো সাধারণ এবং গুণগত আকারে উপস্থাপন করা হয়। প্রভাবগুলো বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের জন্য এবং প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ এবং পরিচালনা পর্যায়ের কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও বিবেচনা করা হয়।

মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব:

শব্দ দূষণ এবং বিশৃঙ্খলা: এটি যানবাহন, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম পরিচালনার কারণে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পাইলিং বা ড্রিলিং অত্যধিক শব্দ উৎপন্ন করতে পারে যা প্রকল্পের কাছাকাছি অবস্থিত মানুষ এবং প্রাণীজগতের জন্য বিরক্তির কারণ হতে পারে।

বায়ু দূষণ: এই প্রভাব ধূলা বা বায়বীয় নির্গমনের কারণে হতে পারে। যানবাহন চলাচল এবং জমি পরিষ্কার করার কারণে সৃষ্ট ধূলা প্রাণী এবং উদ্ভিদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র থেকে নির্গত ধোয়া এবং মোটরচালিত যন্ত্রপাতি থেকে গ্যাসীয় নির্গমন স্থানীয় বায়ুর গুণমানকে সাময়িকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ল্যাট্রিন এবং পয়ঃবর্জ্য থেকে সৃষ্ট দূর্গন্ধ এবং দূষণের ফলে আশেপাশের জলাশয়, উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে অনিচ্ছাকৃত গ্যাসীয় নির্গমন পার্শ্ববর্তী প্রাণীজগতকে প্রভাবিত করতে পারে।

মাটির উপর প্রভাব: রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থের অব্যবস্থাপনা ও নিঃসরণ দ্বারা মৃত্তিকা দূষণ ঘটতে পারে। বর্জ্য উপকরণ (পয়ঃবর্জ্য) ল্যাট্রিন, নির্মাণ সামগ্রী/স্থান, বাজার ইত্যাদি থেকে নিঃসরণ হতে পারে। বর্জ্য পদার্থের প্রভাব পরিবেশের জন্য মারাত্মক বিপদজনক হতে পারে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে নিঃসৃত বর্জ্য যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা না করা গেলে মাটি দূষণ হতে পারে।

কম্পন প্রভাবঃ ড্রিলিং, পাইলিং এবং ভারী যানবাহনের চলাচলের সময় কম্পন ঘটতে পারে। খাড়া ঢালের কাছাকাছি কম্পন ভূমিধ্বসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে (বর্ষা মৌসুমে, এবং নির্মাণ স্থানে নির্মাণ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরেও)। অত্যাধিক কম্পন নির্মাণ সাইট বা কাছাকাছি বন এলাকায় বা স্থানীয় প্রাণীকূলের জন্য বিরক্তির কারণ হতে পারে।

ভূপৃষ্ঠের পানির উপর প্রভাব: ভূপৃষ্ঠের পানির উপর প্রভাব, পানির পরিমাণ বা মানের পরিবর্তনের কারণে ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাইট থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে অপরিশোধিত নিষ্কাশিত পানি আশেপাশের জলাশয়ে দূষণ ঘটাতে পারে, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়াও পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠের পানির ব্যবহার (যেমন: মোবাইল ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্টের জন্য) উৎস পানির প্রবাহের পরিবর্তন করতে পারে। এছাড়াও, প্রকল্প কার্যক্রম যেমন: সেতু এবং কালভার্ট নির্মাণ প্রাকৃতিক প্রবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে । অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত ল্যাট্রিনগুলো এবং মোবাইল ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট থেকে নিঃসৃত পানি ভূপৃষ্ঠের পানি দূষণের কারণ হতে পারে। নির্মাণ সাইট থেকে সঠিক ভাবে বর্জ্য পদার্থের অপসারণ করা না হলে পানি দূষণ হতে পারে।

ভূগর্ভস্থ পানির উপর প্রভাব: বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমের কারণে ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পানি পানের উদ্দেশ্যে অত্যাধিক পানি উত্তোলনের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যেতে পারে। এছাড়াও, বর্জ্য নিষ্কাশন স্থান থেকে চুয়ানো (Leaching) পানি দূষণের কারণ হতে পারে।

উদ্ভিদের (Flora) উপর প্রভাব: গাছপালা পরিষ্কার করা, গাছ কাটা ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্ভিদের উপর প্রভাব ঘটতে পারে।

প্রাণির আবাসস্থলের ক্ষতির মাধ্যমে প্রাণির উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে - ভূমি পরিষ্কার / রূপান্তর এবং/ অথবা গাছ কাটার কারণে প্রাণীর আবাসস্থল অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে ক্ষতি হতে পারে। সেতু/কালভার্ট নির্মাণের সময় নদীতীরস্থ এলাকা এবং জলীয় বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হতে পারে। উপ-প্রকল্প সাইট সঠিকভাবে নির্বাচিত না হলে মানুষের সাথে হাতির অবস্থানের দ্বন্দ্ব হতে পারে।

উপ-প্রকল্প অনুযায়ী প্রত্যাশিত পরিবেশগত প্রভাব

পরিবেশগত উপাদান (ভৌত এবং জৈব)	উপ-প্রকল্প								
	পানি ও স্যানিটেশন			বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র			সংযোগ ও বহিষ্করণের জন্য ব্যবহার উপযোগী রাস্তা, সেতু, স্থানীয় বাজার, রাস্তার আলো এবং বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা		
	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর
শব্দ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
বায়ু দূষণ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
মাটি	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
কম্পন	✓			✓		✓	✓	✓	
ভূপৃষ্ঠের পানি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ভূগর্ভস্থ পানি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
উদ্ভিদ	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
প্রাণী	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

সামাজিক প্রভাব

উপ-প্রকল্প কার্যক্রমের নির্মাণ কাজে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর প্রত্যাশিত বিরূপ প্রভাবসমূহঃ

- ক্যাম্পের মধ্যে নির্মাণ কাজের সময় কিছু ঘর বা তাবু অস্থায়ী ভিত্তিতে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হতে পারে।
- ক্যাম্পের মধ্যে এবং সংলগ্ন এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণের সময় কিছু পরিবারের সাময়িক অসুবিধা হতে পারে।
- কমিউনিটি লেভেলে নির্মাণ কাজের সময় প্রকল্পটির কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে হতে পারে। কমিউনিটি লেভেলে নির্মাণ কাজগুলোতে যদি জমি অধিগ্রহণ অপরিহার্য হয়, তবে শেষ বিকল্প হিসাবে জমি অধিগ্রহণ করতে হতে পারে।
- বহিরাগত শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ দ্বন্দ্ব বাড়তে পারে।
- বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রম এবং ভারী যানবাহনের চলাচলের কারণে এলাকায় দুর্ঘটনা বা দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু ঘটতে পারে।
- ভারী গাড়ির চলাচলের জন্য প্রকল্প প্রভাবিত এলাকাগুলোতে ট্র্যাফিক জ্যাম সৃষ্টি হতে পারে এবং মহিলা ও স্কুলে যাওয়া শিশুদের জন্য অনিরাপদ হতে পারে।
- উচ্চ শব্দ মাত্রা সাইট শ্রমিকদের শ্রবণ ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।
- শ্রমিক নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার ছাড়া কাজ করার ফলে সাইট কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।
- প্রকল্প এলাকার বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়ে আসলে স্থানীয় শ্রমিকদের সাথে সংঘর্ষ হতে পারে।
- দূষিত পানি এবং অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন সাইট শ্রমিকদের জন্য রোগ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

পানি এবং স্যানিটেশন অবকাঠামোর পরিচালনা পর্যায়ে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলো হলঃ

- বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের বিষাক্ত গ্যাসের প্রক্রিয়াকরণ এবং নকশা, উপকরণ বা নিয়ন্ত্রণে ভুল থাকলে আগুন, বিস্ফোরণ বা শ্বাস প্রশ্বাসে ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। প্ল্যান্ট হতে এরকম ঘটনা ঘটলে, মানুষ আহত, সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ এবং পরিবেশ (বায়ু ও পানি) দূষিত হতে পারে।
- ল্যাট্রিন এবং ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ করার সময় অনিরাপদ কর্ম পরিবেশের কারণে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

নির্মাণ পর্যায়ে কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলো হলঃ

- **দুর্ঘটনা:** সাইট থেকে ভারী যানবাহনের চলাচলের কারণে দুর্ঘটনা বা মৃত্যু ঘটতে পারে। এছাড়াও, যথাযথ সাইনবোর্ড এবং নিরাপত্তাবেষ্টনী না থাকলে, স্থানীয়/রোহিঙ্গা লোকজন নির্মাণ স্থানে প্রবেশ করতে পারে, ফলে দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর ঝুঁকি থাকতে পারে।
- **শব্দ দূষণ:** অত্যাধিক শব্দ প্রকল্প এলাকার মধ্যে জনগোষ্ঠীর বিরক্তির কারণ হতে পারে।
- **শ্রম প্রবাহ:** স্থানীয় কমিউনিটি/রোহিঙ্গা জনগণ এবং নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। জেন্ডার সংশ্লিষ্ট অপরাধের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

পরিচালনা পর্যায়ে কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সম্ভাব্য প্রভাবগুলো অন্তর্ভুক্ত:

- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে জ্বলন্ত বা বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন হতে পারে যা আগুন, বিস্ফোরণ, আশেপাশের কমিউনিটিতে বসবাসরত মানুষের আহত/মৃত্যুর এবং সম্পত্তি ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- ল্যাট্রিন থেকে বায়ু / ভূমি / পানি দূষণ, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর অবশিষ্টাংশ এবং ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট এর বর্জ্য উপকরণ স্থানীয় কমিউনিটির ক্ষতি সাধন করতে পারে।

ক্যাম্পের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ অনুমোদিত নয়। অ্যাক্সেসিবিলিটি বা সহজ অনুপ্রবেশের এবং জরুরি/দুর্যোগ পরিস্থিতির সময় আশ্রয়ের পদ এবং বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র ক্যাম্পের বাইরে নির্মাণ করা যেতে পারে। কিছু বিদ্যমান সরকারি ভবন এক্সটেনশন/পরিবর্ধন করা প্রয়োজন হতে পারে। যদিও সকল কার্যক্রম সরকারি মালিকানাধীন ভূমি এবং বিদ্যমান নির্ধারিত জমির উপর করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, তথাপি ব্যক্তিমালাকানাধীন ভূমি এবং ব্যক্তির উপর প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের বিরূপ প্রভাবের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সড়ক, সেতু এবং কালভার্ট নির্মাণের জন্য, বিদ্যমান পরিষেবা সুবিধাদি সম্প্রসারণের জন্য ব্যক্তিগত জমির প্রয়োজন হতে পারে (স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে)। যতদূর সম্ভব সরকারি মালিকানাধীন ভূমি ব্যবহার করা হবে, বাস্তবিকই প্রকল্পটির জরুরি প্রকৃতির কারণে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য দীর্ঘ সময় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। যাইহোক, যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং/অথবা স্কোয়াটার ক্ষতিগ্রস্থ হয় (সরকারি মালিকানাধীন বা ব্যক্তিমালাকানাধীন ভূমি), তাহলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ সহ অ.পি. ৪.১২ অনুসরণ করা হবে। অ.পি. ৪.১২ প্রকল্পটির জন্য প্রযোজ্য হবে।

পরিচালনা পর্যায়ে, সম্ভাব্য সামাজিক বিরূপ প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- অতিরিক্ত জনসংখ্যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাপ এবং দ্বন্দ্ব বাড়াতে পারে।
- আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময়, অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি স্থানান্তরের প্রয়োজন হতে পারে।
- বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে আশ্রয় নির্মাণের সময় ক্লাস চলাকালীন সময়ে শব্দ এবং ঝামেলা হতে পারে।
- ভয়াবহ দুর্যোগের সময় যেমন: সাইক্লোন এর সময় রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় লোকজন উভয়কেই সাইক্লোন সেন্টার ব্যবহার করতে হতে পারে। যে ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এর সম্ভাবনা আছে।

অন্যান্য প্রভাব
মানব-হাতি সংঘাত

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আকস্মিক অনুপ্রবেশের কারণে প্রায় ৪০ টি বন্য হাতি ক্যাম্প এবং আশেপাশের এলাকাতে আটকা পড়েছে। এর কারণে জনগোষ্ঠী এবং হাতির সংঘর্ষ হয়েছে যার ফলে মৃত্যুও ঘটেছে। মানব-হাতি সংঘর্ষের অবস্থান সমূহ নিম্নে দেখানো হলোঃ

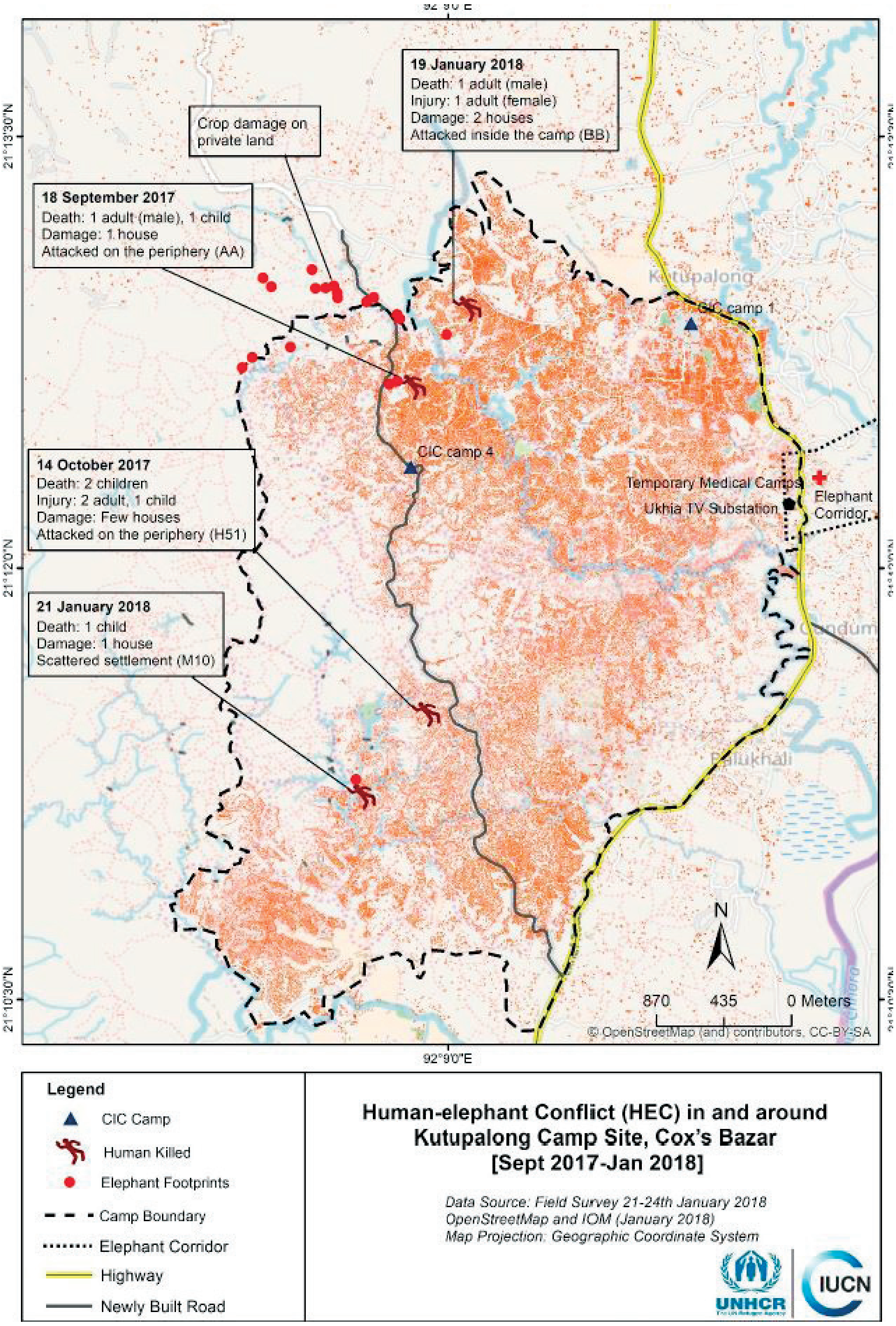

চিত্র ৫: কুতুপালং ক্যাম্প নিকটবর্তী এলাকায় মানব-হাতি সংঘর্ষের অবস্থান, উখিয়া

এপ্রিল ২০১৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোনও হাতি আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। যা মূলত IUCN কর্তৃক কয়েকটি গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল। এগুলো হচ্ছে:

- মাইগ্রেশন রুট বরাবর ২০০-৫০০ মিটার সম-দূরত্বে ওয়াচ-টাওয়ার নির্মাণ (১.৫ লাখ টাকা খরচ/ ওয়াচ-টাওয়ার) - ২ জন DRP দ্বারা প্রতি রাতে এগুলো পরিচালিত হয় (ISCG কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী IUCN দ্বারা প্রদত্ত)।
- ওয়াচ টাওয়ারগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে ভাল দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করার জন্য টাওয়ারগুলোর মাঝে প্রতি ১০০-২০০ মিটার সম-দূরত্বে সৌর চালিত বাতি স্থাপন (১ লাখ/ল্যাম্প)।
- ক্যাম্পগুলোর চারপাশে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত বৈদ্যুতিক বেষ্টনী (ব্যয় - প্রায় ৮ লাখ/কিলোমিটার) নির্মাণ।
- হাতি রেস্পনস টিম (ব্যয় - ৩ লাখ টাকা/টিম) প্রতিষ্ঠা; প্রতি টিমে ১০-১২ জন রোহিঙ্গা রয়েছে, যাদের ভূমিকা/দায়িত্বগুলো হল: নৈশ প্রহরী, হাতির উপস্থিতি বন বিভাগ ও CIC কে জানানো, ভিড় ব্যবস্থাপনা, হাতির বনে ফিরে যাওয়ার জন্য কাজ করা

উপরে উল্লেখিত প্রশমন ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা সত্ত্বেও স্থানীয় কমিউনিটির বসতি এবং নিকটবর্তী এলাকায় হিউম্যান এলিফ্যান্ট কনফ্লিক্ট এর ঝুঁকি বিদ্যমান। এই কারণে উপরে উল্লেখিত প্রশমন ব্যবস্থাগুলো স্থানীয় কমিউনিটির জন্যও প্রযোজ্য। IUCN আটকে পড়া বন্য হাতিগুলো অনুসরণ করে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থানগুলোতে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে।

চিত্র ৬: কুতুপালং ক্যাম্প নিকটবর্তী এলাকায় মানব হাতি সংঘর্ষের অবস্থান, উখিয়া

শ্রমিক অনুপ্রবেশ এর প্রভাব

প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময়ে বিভিন্ন নির্মাণ কাজে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত থাকবে। ক্যাম্প সংলগ্ন স্থানেও নির্মাণের সময়ও শ্রমিক জড়িত হবে। তাই সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক অনুপ্রবেশ জেন্ডার সংশ্লিষ্ট সহিংসতা (GBV) সৃষ্টি করতে পারে। এটি নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের কারণে ঘটে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নারী এবং মেয়ে শিশুরা তাদের অধীনস্থ অবস্থার কারণে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার স্বীকার হতে পারে। GBV যৌন, শারীরিক, এবং মানসিক নিপীড়ন সহ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে থাকে।

সামাজিক প্রভাবগুলো লক্ষ্য করা জরুরি, এমনকি একটি সাধারণ শ্রমিক অনুপ্রবেশ হোস্ট কমিউনিটির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। নির্মাণ কাজের সময় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে রোহিঙ্গা নয় এমন শ্রমিকের প্রয়োজন হতে পারে যা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং বাইরের শ্রমিকের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি করতে পারে। নিচের তালিকায় শ্রম প্রবাহের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক ঝুঁকিগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

সামাজিক সংঘাতের ঝুঁকি: ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা জাতিগত পার্থক্যের কারণে রোহিঙ্গা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, এবং নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পরামর্শসভা এবং ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাশনের মাধ্যমে পূর্বেই বাইরের শ্রমিক সম্পর্কে ধারণা দেয়া উচিত। হোস্ট কমিউনিটির মধ্যে প্রচুর রোহিঙ্গা বসবাস করে। যেহেতু এই প্রকল্পটি দীর্ঘ সময়ের জন্য চলবে, ফলে কাজের জন্য প্রকল্প এলাকার স্থানীয় লোকেরা স্থানান্তরিত হতে পারে, যার ফলে শ্রমিক অনুপ্রবেশের সমস্যাগুলো আরো বেড়ে যেতে পারে।

বাইরে থেকে আগত শ্রমিকদের সংখ্যা এবং হোস্ট কমিউনিটির সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা, স্থানীয় সমাজব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে কমিউনিটির গতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। সামাজিক দ্বন্দ্ব এমন পরিবর্তনের ফলে আরো তীব্রতর হতে পারে।

নির্মাণ শ্রমিক ও পরিষেবা প্রদানকারীর উপস্থিতি, জনসাধারণের সরকারি পরিষেবা, যেমন: পানি, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা সেবা, পরিবহন, শিক্ষা ও সামাজিক ইত্যাদি পরিষেবাগুলোর উপর অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি করতে পারে। বিশেষত এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যদি বাইরের শ্রমিকর প্রবাহ অতিরিক্ত বা পৃথক সরবরাহ ব্যবস্থা দ্বারা মেটানো হয়।

জনপ্রবাহ (রোহিঙ্গা এবং শ্রম উভয়) যৌন সংক্রামিত রোগ (STD) সহ প্রকল্প এলাকায় সংক্রামক রোগ নিয়ে আসতে পারে, আগত শ্রমিকরা নতুন রোগের মুখোমুখি হতে পারে। এটা স্থানীয় স্বাস্থ্য সংস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যেসব শ্রমিকদের ড্রাগ অপব্যবহার, মানসিক সমস্যা অথবা STD সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, তারা প্রকল্পের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেবা না নিয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করতে পারে। এভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা কাঠামোর উপর চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

নির্মাণ শ্রমিকরা প্রধানত তরুণ বয়সের। যেসব শ্রমিকরা বাড়ি থেকে দূরে কাজ করে তারা তাদের পরিবার থেকে আলাদা থাকে এবং স্বাভাবিক সামাজিক আচরণবিধি পালনে অনিহা প্রদর্শন করে যা অন্যায় এবং অপরাধমূলক আচরণ হিসেবে বহিঃপ্রকাশ হতে পারে, যেমন: নারী ও মেয়েদের যৌন হয়রানি, শোষণমূলক যৌন সম্পর্ক এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক।

স্থানীয় কমিউনিটি আগত শ্রমিকদের কাছে পণ্য ও পরিষেবাদি বিক্রি করার জন্য শিশুশ্রমকে উৎসাহিত করতে পারে যার ফলস্বরূপ স্কুল ড্রপ বেড়ে যেতে পারে।

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধির পেয়েছে। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রকল্প কর্মীর আয় এবং আবাসনের প্রয়োজনীয়তার ধরণের উপর নির্ভর করে আবাসনের জন্য চাহিদা বাড়তে পারে যা আবাসন ভাড়া বাড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে প্রকল্প এলাকার আবাসন চাহিদা ইতিমধ্যেই বেশি। উপরিক্ত শ্রম প্রবাহ আরো চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে।

নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য পণ্য সরবরাহ এবং শ্রমিকদের পরিবহন প্রকল্প এলাকায় ট্রাফিক, সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি এবং পরিবহন অবকাঠামোর উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

অধিবেশন ০৫

প্রশমন ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন ০৫

প্রশমন ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য	**এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:** ▪ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট বিরূপ/নেতিবাচক প্রভাব সনাক্তকরণ ও প্রশমন এর উপায় বাছাইকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। ▪ ঝুঁকি ও এর পূর্বাভাস এবং পরিহার সম্পর্কে জানতে পারবেন। ▪ গ্রহণযোগ্য স্তরে ঝুঁকি এবং প্রভাব হ্রাসকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। ▪ বিরূপ প্রভাব চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
আলোচ্য বিষয়	▪ প্রশমন অনুক্রম ▪ প্রভাব অগ্রাধিকারকরণ
পদ্ধতি	উপস্থাপনা ও প্রশ্ন উত্তর, উন্মুক্ত আলোচনা
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৬০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।	১০ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে প্রভাব সনাক্তকরণ ও প্রশমন এর উপাই বাছাইকরণ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।	১৫ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ঝুঁকি ও এর পূর্বাভাস, পরিহার ও গ্রহণযোগ্য স্তরে ঝুঁকি এবং প্রভাব হ্রাসকরণ সম্পর্কে অবহিত করবেন।	১০ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক প্রভাব চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং অফসেট এর ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করবেন ।	২৫ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৫.১ প্রভাব সনাক্তকরণ ও প্রশমন এর উপায় বাছাইকরণ

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা বা এড়ানোর জন্য নিরসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলো একটি নেতিবাচক প্রভাবকে ঝুঁকি নিরসন অগ্রাধিকার অনুসারে একটা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় আনতে সাহায্য করে। একটি প্রশমন ক্রমের (Mitigation Hierarchy) বিভিন্ন স্তরের ডায়াগ্রাম দেখানো হচ্ছেঃ

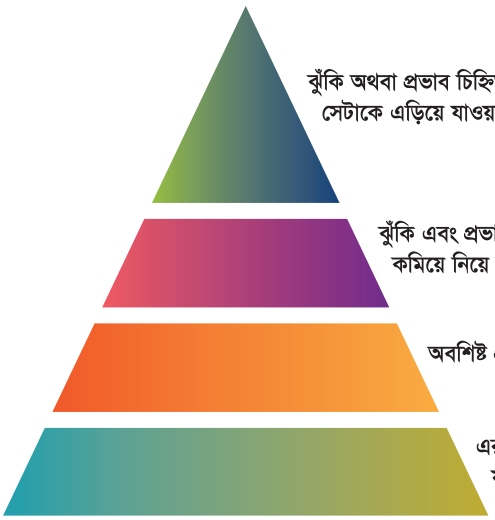

ঝুঁকি নিরসন অনুক্রমের প্রথম ধাপে উপ-প্রকল্পটি সনাক্ত করা বা এটি এমন ভাবে নকশা করা যাতে বিরূপ প্রভাব গুলো এড়ানো সম্ভব হয়। এই ক্ষেত্রে, বিকল্প উপায়সমূহের বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং এর অন্তর্ভুক্তঃ

- প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প/কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন অবস্থান/স্থান মূল্যায়ন
- বিভিন্ন বিকল্প নকশা মূল্যায়ন যাতে বড় ধরণের সামাজিক এবং পরিবেশগত ঝুঁকি/প্রভাবগুলো এড়ানো সম্ভব হয়।

কিছু পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে প্রকল্পটি পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল স্থানগুলোর কাছাকাছি ঝুঁকিপ্রবণ কমিউনিটিগুলোর এলাকায় বাস্তবায়ন হয় তাই প্রকল্পের ঝুঁকি এবং বিরূপ প্রভাব সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব নয়।

ঝুঁকি নিরসন অনুক্রমের দ্বিতীয় ধাপে বিভিন্ন বিকল্প নকশা বিবেচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প কার্যকলাপের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং প্রভাব গুলোকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রাখতে হবে।

যখন কোনও নকশাতে সমাধান পাওয়া যাবে না এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি বা প্রভাব উল্লেখযোগ্য, তখন অনুক্রমের তৃতীয় ধাপ সম্ভাব্য এবং প্রয়োজনীয় নিরসন ব্যবস্থা প্রস্তুত করবে।

ঝুঁকি নিরসন অনুক্রমের চূড়ান্ত ধাপটিতে যে কোন অনিবার্য ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রয়োগিকভাবে এবং আর্থিকভাবে সমতা বিধান বা ক্ষতিপূরণ করা হয়। এটা ক্ষতিপূরণ দেয়া বা অন্য স্থানে একই রকম পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি ও উন্নয়নের (বর্ধিতকরণ ব্যবস্থা) মাধ্যমে হতে পারে। ঝুঁকি নিরসন পদক্ষেপের ব্যয় এবং বর্ধিতকরণ ব্যবস্থার প্রত্যাশিত খরচ প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত হতে হবে। একই সাথে এই বর্ধিতকরণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সময়ের সাথে সাথে এর উপকরণগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেটার যথাযথ পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

উপকরণ নং ৫.২ বাছাইকরণ ও ঝুঁকির প্রভাব হ্রাসকরণ

প্রতিটি উপ-প্রকল্প প্রাথমিক ভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। বাছাইকরণের লক্ষ্য গুলো হল- (১) সামাজিক ও পরিবেশগত বিরূপ প্রভাবগুলো এবং উপ-প্রকল্পের ঝুঁকিগুলো প্রদর্শন করা এবং (২) নিরীক্ষণ ব্যবস্থা নির্ধারণ, মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সুরক্ষা ব্যবস্থা বাছাইকরণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়।

স্ক্রীনিং এর বিভিন্ন ধাপগুলো নিম্নরূপ:

১. উপ-প্রকল্পের বিবরণ।
২. সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব সনাক্তকরণ।
৩. প্রশমন ব্যবস্থা নির্ধারণ।
৪. অধিকতর প্রভাব বিশ্লেষণ ও নিরূপণ প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ।
৫. স্ক্রীনিং আউটপুট পর্যালোচনা।

EMCRP প্রকল্পের স্ক্রীনিং পদ্ধতি:

সারণী: বাছাইকরণ পদ্ধতি, দায়িত্ব এবং সময়কাল

বাছাইকরণ পদ্ধতি	দায়িত্ব	সময়
উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণ (পরিশিষ্ট ১-এ প্রদত্ত ফর্ম)	বাস্তবায়ন সংস্থা (PIU) এবং পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান ফর্ম পূরণ করবে।	উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য স্থানসমূহ সনাক্ত করতে পারে।
উপ-প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব বাছাইকরণ (পরিশিষ্ট ২-এ প্রদত্ত ফর্ম)	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী এবং PIU (প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং পরামর্শদাতা: পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ) প্রকল্প-স্থান পরিদর্শন এবং স্থানীয়/রোহিঙ্গা কমিউনিটির সাথে পরামর্শ সভা এবং প্রকল্প-স্থানে কাজ করে এমন অন্যান্য সংস্থার সাথে প্রাথমিক আলোচনা করে পরিবেশগত ও সামাজিক বাছাইকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে। পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বাছাইকরণ প্রক্রিয়ার রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত সুরক্ষা দল ফলাফলের নমুনা পর্যালোচনা করবে, বিশেষত এমন সব উপ-প্রকল্পের জন্য যাতে আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন/পরিকল্পনা প্রয়োজন।	উপ-প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য স্থানগুলো চিহ্নিত করার ২ সপ্তাহের মধ্যে।
উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা প্রস্তুতকরণ (যখন বিস্তারিত পরিবেশগত এবং সামাজিক মুল্যায়ন অথবা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজনীয় নয়)	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান এবং PIU (এবং পরামর্শদাতা: পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; জেন্ডার বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ) উপ-প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা মূল্যায়ণ করবে (যখন বিস্তারিত পরিবেশগত এবং সামাজিক মুল্যায়ন অথবা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজনীয় নয়)। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থার নমুনা পর্যালোচনা করবে।	প্রভাব বাছাইকরণের ১ সপ্তাহের মধ্যে।

বাছাইকরণ পদ্ধতি	দায়িত্ব	সময়
উপ-প্রকল্পগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা (পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা, পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা, সংক্ষিপ্ত পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা, ইত্যাদি) - যেখানে বিস্তারিত পরিবেশগত ও সামাজিক গবেষণা দরকার (পরিশিষ্ট ৩, ৪, ৫ এবং পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা)	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ প্রতিষ্ঠান এবং PIU (পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; জেন্ডার বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, এবং পরামর্শকদাতা) পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ণ, পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রকল্পের বাস্তুতান্ত্রিক ও পরিবেশগত প্রভাব এবং মানুষ হাতি দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গবেষণা (জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, বৃদ্ধ, শিশু, অনাথ, অক্ষম ব্যক্তিদের, ও অন্যান্য চিহ্নিত দুর্বলতার জন্য ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ণ) প্রয়োজনীয় কিনা সে সিদ্ধান্ত নিবে। নির্দিষ্ট সুরক্ষা পরিকল্পনা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা এর সাথে সংযুক্ত টার্মস অব রেফারেন্স (ToR) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল সুরক্ষা বিষয়ক নথিগুলো পর্যালোচনা এবং অনুমোদন করবে।	ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা নির্ধারণের ১ সপ্তাহের মধ্যে, কোনও দরপত্র নথি জারি, চুক্তি স্বাক্ষর, বা নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে
প্রশমন ব্যবস্থা/পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ঠিকাদাররা যাচাই বাছাই ফর্ম এবং অন্যান্য সুরক্ষা নথির ভিত্তিতে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশমন ব্যবস্থা/পরিকল্পনা/পদ্ধতি প্রস্তুত করবে যা PIU এবং ঠিকাদারের মধ্যে আইনি চুক্তির অংশ হবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা/পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা ও তত্ত্বাবধান করবে।	নির্মাণ ও পরিচালনার সময়
পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং রিপোর্টিং	PIU পরিবেশ ও সামাজিক সহায়তা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা / ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা / পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করবে। PIU মাসিক পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করবে।	নির্মাণ ও পরিচালনার সময় নিয়মিতভাবে

উপ-প্রকল্পগুলোর প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন সময়রেখা নিম্নের চিত্র-তে দেখানো হয়েছে। যেহেতু, প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের সংখ্যা অনেক, এই পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

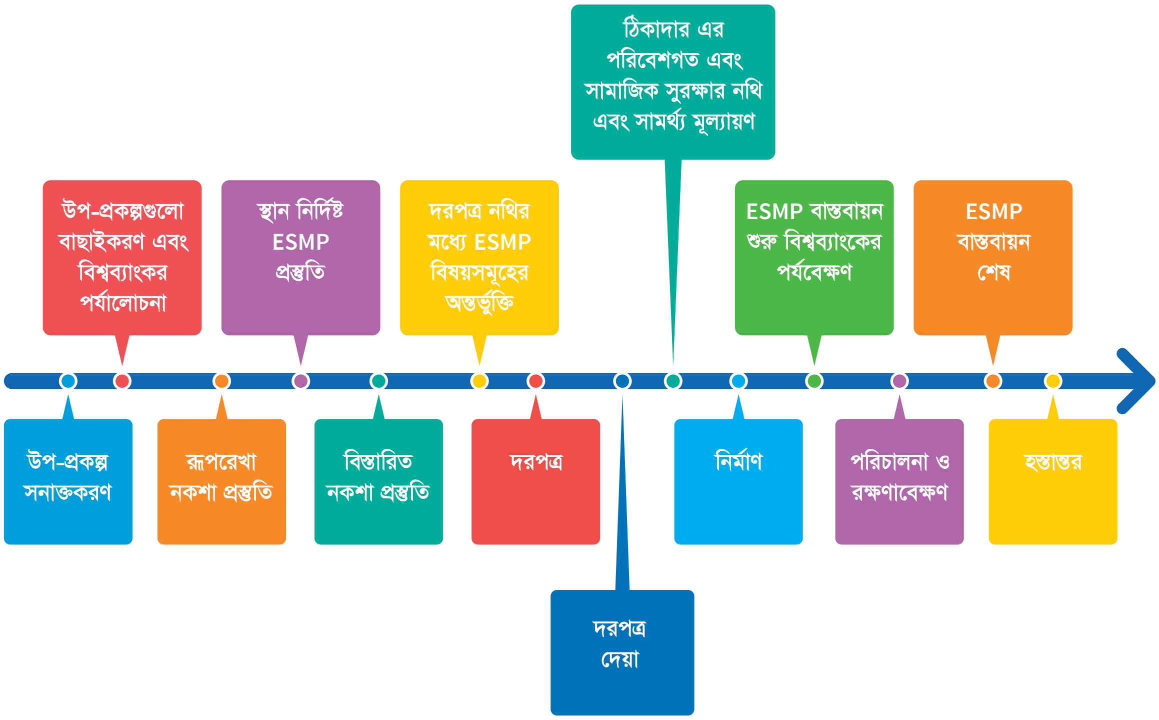

চিত্র ৭: উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়রেখা এবং সুরক্ষা কার্যক্রম

ঠিকাদারের ভূমিকা/দায়িত্ব

পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং বিরূপ প্রভাব কার্যকরভাবে কমিয়ে আনা নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদার এই প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তারা শুধুমাত্র তাদের কর্মীদের জন্য নয় বরং আশেপাশের জনগোষ্ঠীর এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ঠিকাদারের ভূমিকা এবং দায়িত্ব দরপত্র প্রস্তুতির পর্যায়ে শুরু হবে এবং সমস্ত পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, যা নির্মাণ পর্যায়ের পরেও বিদ্যমান থাকতে পারে।

এছাড়াও, প্রতিটি ঠিকাদারের প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থানে একজন পরিবেশগত তত্ত্বাবধানকারী ও একজন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকর্তা থাকবে, যারা সকল পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক সমস্যা, জেন্ডার, শ্রম ব্যবস্থাপনা, শ্রম প্রবাহ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা/পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে।

সামাজিক ও পরিবেশগত সহায়তা সংস্থা এবং সুরক্ষা বিশেষজ্ঞের সহায়তায় PIU নিশ্চিত করবে যে সকল ঠিকাদারের কর্মী এবং অংশীদার যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত তারা প্রাথমিক এবং চলমান পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা সচেতনতা এবং তাদের পরিবেশগত ও সামাজিক উভয় বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

পরিবেশগত দিক

ঠিকাদারের কার্যাবলী পরিবেশের উল্লেখযোগ্য এবং অপ্রচলিত ক্ষতির কারণ হবে-না তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাদের। বাছাইকরণ ফর্ম এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে উল্লেখিত সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা হচ্ছে এবং যথাযথ

ভার পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রাক-নির্মাণ ও নির্মাণ পর্যায়ে যখন ভারী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তখন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া, গাছপালা অপসারণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যেমন: নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, জরুরি প্রস্তুতি এবং সাড়াদান, ইত্যাদি প্রস্তুত করা ঠিকাদারের দায়িত্ব। এছাড়া সকল শ্রমিককে যথাযথ পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ দেওয়া ঠিকাদারকে নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত স্পর্শকাতর পরিবেশগত স্থানে/এর কাছাকাছি বাস্তবায়ন হবে এমন উপ-প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণ-সময়কালীন পরিবেশগত সুপারভাইজার (OHS দিকগুলোও কভার করে) নিয়োজিত থাকতে হবে।

ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থানের (ভিতরে এবং বাইরে) পরিবেশের সুরক্ষার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ জনসাধারণের সম্পত্তি দূষণ, শব্দ বা পরিচালনার পদ্ধতিগুলোর ফলে সৃষ্ট অন্যান্য অসুবিধার কারণে সৃষ্ট ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে।

ঠিকাদার কর্তৃক তার নির্মাণ বা নির্মাণ সম্পর্কিত কাজের কারণে সৃষ্ট পরিবেশের বিরূপ প্রভাবগুলোর প্রয়োজনীয় নিরসন বা প্রতিকারের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দায়ী থাকবে। পরিবেশগত কোন সমস্যা ক্ষেত্রে, ঠিকাদার অবিলম্বে PIU কে অবহিত করবে এবং সেক্ষেত্রে পরিবেশগত সুরক্ষা দল তাদেরকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করবে। এছাড়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশগত ক্ষতি, ভূমি অবনমন, ভূগর্ভস্থ পানি প্রবাহে বাঁধা, এবং ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ এসব ক্ষেত্রে কোন তৃতীয় পক্ষের অভিযোগ অথবা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে।

নির্মাণের পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে যেমন: প্রকল্প স্থান প্রস্তুতি এবং কাজ সমাপ্তির পরে পরিষ্কার করাসহ পরিবেশের ক্ষতি প্রতিরোধে ঠিকাদার যথাযথ ব্যবস্থা নিবে। ঠিকাদার কাজ পরিচালনা করার সময় পরিবেশগত প্রভাব যথাসম্ভব কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং হস্তান্তর পর্যায়ে নিয়োজিত ঠিকাদারদের জন্যও উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো প্রযোজ্য হবে।

সামাজিক দিক

স্থান নির্ধারণ পুনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা/সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার পরে, প্রয়োজন সাপেক্ষে বাস্তবায়িত হবে। সংযুক্ত পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ছাড়া কোন দরপত্র আহবান করা যাবে না এবং স্থান নির্ভর নির্দিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহারের এবং বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদারের সাথে বাধ্যবাধকতা মূলক কোনও আইনি সমঝোতা রফা ছাড়া কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে না। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের একজন সামাজিক সুরক্ষা কর্মকর্তা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, এবং পুনর্বাসন নীতি কাঠামো অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা বিষয়সমূহ, জেন্ডার ভিত্তিক সমস্যা, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, শ্রমিকের কাজের পরিবেশ, এবং শ্রম প্রবাহ ইত্যাদি নিশ্চিত করবে। সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব হ্রাস করার জন্য ঠিকাদারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দায়িত্ব রয়েছে। প্রকল্পস্থল এর কাছাকাছি বসবাসকারী এবং কর্মরত জনগোষ্ঠীর অসুবিধা নিরসন করার জন্য ঠিকাদার পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়াও, ঠিকাদারকে নিশ্চিত করতে হবে যে স্থানীয় কমিউনিটি ও রোহিঙ্গা কমিউনিটি মধ্যে তাদের কাজ/শ্রমের বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব নেই। উপযুক্ততা সাপেক্ষে, ঠিকাদার প্রাক-নির্মাণ ও নির্মাণ পর্যায়ে স্থানীয় লোকদের নিয়োগের চেষ্টা করবে। ঠিকাদার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা এবং প্রকল্প স্থানের আশেপাশে জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য দায়বদ্ধ। প্রকল্প এলাকায় সঠিক সাইনেজ এবং নিরাপত্তাবেষ্টনী সব সময় ব্যবহার করতে ঠিকাদার বাধ্য থাকবে।

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রভাব এড়ানোর জন্য ঠিকাদার নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করবে:

- স্টাফ ও শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; চুক্তির মেয়াদকালে ক্যাম্পে, শ্রমিক নিবাসস্থলে, এবং প্রকল্প সাইটে চিকিৎসা সুবিধা, প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সবসময় থাকতে হবে; মহামারী প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকতে হবে; এবং সব ধরণের কল্যাণ কর্মকাণ্ড ও স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ঠিকাদার তার কর্মীদের, সরঞ্জাম, স্থান, ক্যাম্প বা সম্পন্ন কাজের সাথে সম্পর্কিত কোনও দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব PIU কে লিখিত প্রতিবেদন দিবে। প্রতিবেদনে ঠিকাদার কর্তৃক ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের ভিত্তিতে কি

ঘটেছে (বিস্তারিত হিসাবে ব্যাখ্যামূলক স্কেচ সহ), যারা জড়িত ছিল (নাম এবং এগুলোর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সহ), ঘটনাটি কিভাবে, কখন (সময় এবং তারিখ), কোথায় এবং কেন ঘটেছিল তার বিবরণ থাকবে। কোনও প্রাণহানি বা মারাত্মক আঘাতের ক্ষেত্রে ঠিকাদার সবচেয়ে দ্রুততম উপায়ে PIU কে অবহিত করবে।

- কীটনাশক, ইঁদুর এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ থেকে স্থানটিতে নিযুক্ত সকল কর্মী এবং শ্রমিকদের সুরক্ষিত রাখার জন্য ঠিকাদার সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং স্বাস্থ্যের অবনতি এবং একই কারণে সৃষ্ট সাধারণ ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য ঠিকাদার যথাযথ প্রোফাইলেটিক্স তার কর্মীদের এবং শ্রমিকদের সরবরাহ করবে এবং জলাশয়/ পুকুরে বদ্ধ পানি না থাকা নিশ্চিত করবে।
- স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ঠিকাদার তার কর্মী এবং শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য খাবার পানি এবং ব্যবহারের জন্য অন্যান্য পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করবে।
- নির্মাণ পর্যায়ে শ্রম প্রবাহের কারণে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল যৌন সংক্রামিত রোগ (STI) যেমনঃ HIV/AIDS। ঠিকাদার সকল নির্মাণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে STI/HIV/ AIDS সচেতনতা ও প্রতিকার কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করবে। এবং নিকটবর্তী স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যেও এই সচেতনতা এবং প্রতিকার কর্মসূচি প্রসারিত করবে। এসব সচেতনতা কর্মসূচিতে শ্রমিকদের সংক্রমণ এবং সংক্রমণের ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করতে হবে।

ট্রাফিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত:

- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে সৃষ্ট ট্র্যাফিক ও সড়ক পরিবহন বিষয়ক অসুবিধাসমূহ হ্রাসে ঠিকাদার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে। নির্মাণকালীন যানবাহনের জন্য সড়ক খোলা থাকবে তা ঠিকাদার নিশ্চিত করবে।
- নির্মাণ কার্যক্রমের পূর্বে, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা দ্বারা প্রয়োজনীয় ট্রাফিক এবং পথচারীদের দ্বারা সড়কের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদার সমস্ত সংকেত, বাঁধা এবং নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম স্থাপন করবে।
- সংকেত, ক্রসিং গার্ডস এবং অন্যান্য উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রেল এবং রাস্তা ক্রসিং এ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- DRP, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অধিবাসীদের সাথে নির্মাণের জন্য যেকোন বিকল্প সড়ক প্রতিষ্ঠার আগে পরামর্শ করা হবে।
- ডিসপসাল সাইট এবং চলাচল পথগুলো স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সনাক্ত এবং সমন্বয় করা হবে।
- কৃষিজমি ও স্থানীয় প্রবেশ সড়কের ক্ষতি কমিয়ে আনতে নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনগুলো অস্থায়ী রাস্তা ব্যবহার করবে। যেখানে অস্থায়ী রাস্তা ব্যবহার করা হবে, কাজ শেষ হওয়ার পরে রাস্তা মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ঠিকাদারের কর্তব্য।

শ্রম ও শ্রম প্রবাহের বিষয়গুলো, শিশু শ্রম প্রতিরোধ পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মাধ্যমে এবং ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজগুলোর অধীনে ঠিকাদারের দায়বদ্ধতা পর্যালোচনা করে নিশ্চিত করা হবে এর মধ্যে OHS বিবেচনায় থাকবে এবং নন-কমপ্লায়েন্স প্রতিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামে নিশ্চিত করা হবে যে, ১৪-১৮ বছরের মধ্যে কোনও শিশুকে কোনও বিপজ্জনক কাজ দেওয়া হবে না এবং তাদের শিক্ষাজীবন কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না। ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশু ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামে বা অন্য কোনো শ্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

LGED এবং MoDMR কেন্দ্রীয়/স্থানীয় পর্যায়ে স্থায়ী সামাজিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে, যারা বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ/সংস্থার তত্ত্বাবধানে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর সামগ্রিক বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন দিবে। অধিকন্তু, প্রতিটি স্থানীয় অংশীদারের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, বিভিন্ন প্রকল্প কার্যকলাপের জন্য শ্রম শর্তের উপর সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য একটি সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট থাকবে। প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য ঠিকাদার এক ফোকাল পয়েন্ট/সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে, যারা সামাজিক সুরক্ষা, জেন্ডার ও শ্রম সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষিত হবে। PIU এবং প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিশ্চিত করবে যেন ঠিকাদারের ফোকাল পয়েন্ট PIU এবং প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে পারে। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং হস্তান্তর পর্যায়ে নিয়োজিত ঠিকাদারদের জন্যও উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো প্রযোজ্য হবে।

অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি

ঠিকাদার PIU-র সক্রিয় সহায়তায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার কার্যকারীতা নিশ্চিত করবে, যাতে সম্ভাব্য দ্বন্দ্বগুলো এড়ানো সম্ভব হয় এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের দাবিগুলো সঠিকভাবে সমাধান করা হয়। ঠিকাদারের ফোকাল পয়েন্টকে GRM এর উপর প্রশিক্ষিত হতে হবে।

দরপত্র এর কাগজপত্র প্রনয়ণ

PIU কে দরপত্র নথি প্রস্তুত করতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো বিল অফ কোয়ান্টিটি (BoQ)- তে অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যাচাই বাছাই ফর্ম এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো দরপত্র নথিগুলোতে সরবরাহ করতে হবে যাতে বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক খরচ প্রস্তাব সুনির্দিষ্ট থাকবে। এটি বাস্তবসম্মত দরপত্র প্রস্তুত করতে ঠিকাদারদের সহায়তা করবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিলম্ব এবং আলোচনার সময় ও কমিয়ে দেবে। উদাহরণস্বরূপ দরপত্রে যা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

- নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতি: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; স্বাস্থ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা; ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রভৃতি।
- নির্মাণ বর্জ্য উপকরণ নিরাপদ এবং সঠিক উপায়ে ব্যবস্থাপনার খরচ।
- নিরসন ব্যবস্থার খরচ (স্থান পরিচালনার জন্য; ধুলা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি)
- নিয়মিত শব্দ, বায়ুর মান, পানির গুণগত মান এবং মাটি মানের পর্যবেক্ষণ সঙ্গে যুক্ত খরচ।
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম যেমন: (পিপিই, নিরাপত্তা বেষ্টনী, ইত্যাদি)।
- সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট ও OHS ফোকাল পয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত খরচ।
- কর্মীদের জন্য আচরণবিধি সহ জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিধানসমূহঃ
    - সকল পুরুষ ও মহিলা একই ধরণের চাকরির জন্য একই মজুরি এবং সুযোগ পাবেন।
    - সকল শ্রমিককে চুক্তি/নিয়োগ পত্র পেতে হবে।
    - বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম নিয়ম ২০১৫ অনুসরণ করা আবশ্যক।
    - শিশু শ্রম নিষিদ্ধ।
    - তরুণ শ্রমিকদের কোন বিপজ্জনক জায়গায় কাজ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।
    - শ্রমিকদের জন্য পৃথক অভিযোগ প্রতিকার কমিটি থাকতে হবে। মহিলা শ্রমিক যদি সেখানে থাকে, তাহলে নারীর উপস্থিতি অবশ্যই অভিযোগ প্রতিকার কমিটিতে নিশ্চিত করতে হবে।
    - কোন GBV ক্ষেত্রে, সংস্থাগুলো শ্রম আইন এবং ব্যাংক নীতি অনুসারে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করবে; সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট বিশ্বব্যাংকে জমা দিতে হবে।
- ঠিকাদার এবং তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ।

EMCRP প্রকল্পের প্রশমন ব্যবস্থার কিছু চিত্রঃ-

চিত্র ৮: এপি ১: লেবার শেড পিটিডাব্লিউ ১৮.০২

চিত্র ৯: এপি ৩: ক্যাম্প ৫.৭বি এর শ্রমিক গুলো তাদের পরিবেশগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা (হেলমেট) এবং পোষাক সহ

চিত্র ১০: ক্যাম্প ১০ এ পাহাড়ি এলাকার উপরে মাটি ক্ষয় রক্ষা

চিত্র ১১: এপি ৮: ক্যাম্প ৯.৬.১ MPWSS এর জন্য জমি লিজ স্বাক্ষর

চিত্র ১২: এপি ৯: ক্যাম্প ২ B GRC গঠন

দ্বিতীয় দিন

অধিবেশন ০৬

স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন ০৬

স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য	**এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা স্টেকহোল্ডার/অংশীদারের পরামর্শের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানবেন।**
আলোচ্য বিষয়	▪ অংশীদার/স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ প্রক্রিয়া ▪ সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্তি ও পরিচিতি ▪ পাবলিক পার্টিসিপেশন স্পেকট্রাম ▪ স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট এর ব্যবহারিক বিষয় ▪ EMCRP প্রকল্পে স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শের দৃষ্টান্ত ▪ অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া
পদ্ধতি	উপস্থাপন ও আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৯০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে পরামর্শের কৌশল, সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ এবং পাবলিক পার্টিসিপেশন স্পেকট্রাম থেকে মূল স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভূক্তি বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করবেন।	২০ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ধাপে স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট এবং সাজেশন হ্যান্ডলিং মেকানিজম এর ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত উদাহরণ: প্রদানের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।	৩০ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক এই ধাপে প্রকল্প এর বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করবেন।	১৫ মিনিট
ধাপ-৫	প্রশিক্ষক এই ধাপে অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া, কক্সবাজার জেলায় পরিচালিত পরামর্শ কার্যক্রম ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা সুপারিশ এবং কিভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে তা আলোচনা করবেন।	২০ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৬.১ স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শের কৌশল

অংশীদার/স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য প্রভাব, উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম আলোচনা সভা এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে পরামর্শ এবং যোগাযোগ অপরিহার্য ।

মূল স্টেকহোল্ডার কারা?

- প্রকল্প কার্যক্রম হতে সরাসরি উপকারভোগী মানুষ
- প্রকল্পের প্রভাব এলাকার মধ্যে থাকা প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত মানুষ/কমিউনিটি/সংগঠনগুলো
- স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি (ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়)
- সরকারি বিভাগ/সংস্থা (যেমন: পরিবেশ ও বন বিভাগ)
- উন্নয়ন অংশীদারীরা
- স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক NGO গুলো সঙ্গে কাজ করা স্থানীয় কমিউনিটি/DRP

উপকরণ নং ৬.২ স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্টের বিভিন্ন দিক

স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার (জনসাধারণের অংশগ্রহণ) বিভিন্ন দিক রয়েছে যেমন:

প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত সমস্যা এবং প্রভাব সনাক্তকরণ:
প্রথমে কমিউনিটির জনগণের সাথে আলোচনা করে প্রকল্প সম্পর্কিত সম্ভাব্য সমস্যাগুলো এবং প্রকল্পের উপর এর প্রভাব চিহ্নিত করতে হবে ।

বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট:
বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা করার সময় প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন ।

প্রভাবের পূর্বাভাস, মূল্যায়ন এবং প্রশমন পরিকল্পনা:
প্রকল্পের প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা করার সময় জনসাধারণকেও সম্পৃক্ত করা উচিত এবং তাদের মতামতের মূল্যায়ন করা উচিত ।

বিকল্পের তুলনা:
স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিকল্প প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা এবং নকশা নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন ।

প্রস্তাবিত কর্মের সাপেক্ষে সিদ্ধান্তগ্রহণ:
জনসাধারণকেও প্রস্তাবিত প্রকল্পটির উপর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত ।

ডকুমেন্টেশন প্রস্তুতি:
জনসাধারণকে কিভাবে প্রকল্পটি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কে মতামত প্রদানসহ প্রকল্পের জন্য প্রণীত প্রতিবেদনের উপর প্রতিক্রিয়া জানানো (যেমন: ESMF)

উপকরণ নং ৬.৩ স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্টের ব্যবহারিক নির্দেশিকা

স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শের সময়, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক নির্দেশিকা রয়েছে যা প্রতিটা স্টেকহোল্ডারদের অনুসরণ করা উচিত। এছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হল-

প্রকল্পের খুঁটি-নাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হউন:

হ্যান্ডআউট উপকরণ, অংশগ্রহণকারীগণের নিবন্ধন, তাদের কথা বলার ইচ্ছা নোট করুন; প্রকল্প সম্পর্কে মিডিয়া প্রতিনিধিদের অবহিত করা; প্যানেল সদস্যদের নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছানো উচিত; অতীতে সাহায্যকারী স্থানীয় কর্মকর্তা/অধিবাসীদের ব্যক্তিগতভাবে শুভেচ্ছা জানান; সময়মত মিটিং শুরু করুন; প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিন।

মিটিং এজেন্ডা যত্ন সহকারে পরিকল্পনা করুন:

মিটিং শুরু করার আগে সর্বদা এজেন্ডা চেক করে নিতে হবে; প্রয়োজনে বক্তা সীমিত করুন; কখনই একজন বক্তাকে নামিয়ে বা উপহাস করবেন না (সৌজন্য প্রয়োজন); দ্বিধাগ্রস্ত লোকদের এগিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট সময় দিন; আলোচনা যেভাবে চলছে তা অস্বস্তিকর মনে হলে, মন্তব্যের জন্য জানতে চান এবং সরাসরি তাদের সাথে মোকাবিলা করুন; সভা খুব দীর্ঘ হলে যথাযথ ব্যবস্থা নিন; অংশগ্রহণকারীগণকে যেকোন বিষয় বা প্রশ্ন তুলে ধরতে বলুন যা তারা সমাধান করতে চায়।

ডেটা উপস্থাপনা সহজ রাখুন: উদ্দেশ্য হল জানানো, বিভ্রান্ত করা নয়। সাধারণ ভিজ্যুয়াল উপকরণ ব্যবহার করুন।

ইভেন্টের বক্তা/উপস্থাকের বক্তৃতা দক্ষতার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকতে হবে: এমন একজন বক্তা নির্বাচন করুন যিনি বিষয়বস্তুর উপর সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখাসহ ব্যক্তি যোগাযোগ দক্ষতার কারণে দ্রুত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন।

এলাকার সাথে পরিচিত হন: যে এলাকায় আলোচনা হবে, সে এলাকার বিভিন্ন বিষয় সর্ম্পকে জানতে হবে।

গোষ্ঠীর সমস্যা নিয়ে কাজ করতে আন্তরিক হন: অংশগ্রহণকারীগণের মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে এবং নিরপেক্ষ থাকতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

১. সফল যোগাযোগ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া নিশ্চিত করতে লক্ষ্য গোষ্ঠী/স্টেকহোল্ডারদের সময়মত প্রোফাইলিং অপরিহার্য।
২. পরিকল্পনা বা প্রকল্পে স্টেকহোল্ডারদের মতামতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আস্থা অর্জন করা যেতে পারে।
৩. বিষয়বস্তু উপস্থাপন সহজ, সরল ও সাবলীল হওয়া উচিত।
৪. ধৈর্য্য ধারণ করুন; অনেক গোষ্ঠীর সাথে তথ্য এবং ধারণাগুলো দেয়া নেয়া করার জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন।
৫. কাউকে ছোট করে দেখা উচিত নয়, সব সময় নিরপেক্ষ ভাবে থাকতে হবে ।

উপকরণ নং ৬.৪ EMCRP প্রকল্পে স্টেকহোল্ডাদের পরামর্শের দৃষ্টান্ত

DPHE, LGED, MoDMR PIU, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর, বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন DP, NGO, বাংলাদেশ সরকার, ISCG ইত্যাদি সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন আলোচনা সভা পরিচালনা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে একটি পরামর্শ ও যোগাযোগ কৌশল (CCS) প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্প প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগণের সাথে পরামর্শের সময় সর্বদা নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, আওতা এবং তাৎপর্য, আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং সেইসাথে খাস এবং অন্যান্য সরকারি জমির ব্যবহারকারী এবং ব্যক্তিগত ভূমি মালিকদের উপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব।

- নির্মাণ কাজ চলার সময় ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। ক্যাম্প এলাকার মধ্যে কোন ধরণের ভূমি অধিগ্রহণ চলবে না। যদি হোস্ট কমিউনিটি অধ্যুষিত এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে কেউ স্বেচ্ছায় জমি ব্যবহার করতে দেয় কিনা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সে মর্মে প্রচেষ্টা চালাবে এবং স্বেচ্ছায় জমি দানের বিষয়টি ভূমির মালিক এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার মাধ্যমে কার্যকর হবে। যদি হোস্ট কমিউনিটির মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়ে, অপি ৪.১২ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭ এর নির্দেশনা অনুসারে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারে। যদি কমিউনিটির কারো কাছ থেকে জমি নিতে হয়, তাহলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট অবশ্যই উক্ত জমি ব্যবহারের বিষয়টি প্রকাশ করবে।

- নেতিবাচক প্রভাবগুলো কিভাবে কমিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে স্থানীয় কমিউনিটি এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এর মতামত সংগ্রহ করা; এবং এজন্য স্থানীয় কমিউনিটি এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, প্রকল্প প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো, যেমন: বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক, পরামর্শদাতা ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলোর অধিকার এবং দায়িত্বগুলো নিরূপণ।

- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় কমিউনিটি-কে সহায়তার লক্ষ্যে জন্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত কাজের স্থান এবং কার্যক্রমের সাথে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব এবং তাদের উৎসগুলো নিরূপণ।

- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় কমিউনিটি-কে সহায়তার লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত কাজের সুযোগের সাথে সাথে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব এবং তাদের উৎসগুলো নিরূপণ।

- অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিকার কমিটি যা প্রকল্পের প্রাথমিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করা হবে, অভিযোগের প্রতিকার সংক্রান্ত প্রক্রিয়া এবং তার সদস্যপদ গঠন, ক্রিয়াকলাপ এবং সীমাবদ্ধতা এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগ করার প্রক্রিয়া স্থানীয় কমিউনিটি কে জানাবে।

এই প্রকল্প স্থানীয় নারী, রোহিঙ্গা নারী, ও অন্যান্য ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠীর সাথে প্রয়োজন সাপেক্ষে পৃথক আলোচনায় মিলিত হবে। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হবে স্থানীয় মহিলাদের এবং রোহিঙ্গা নারীদের উপকারের জন্য কার্যক্রম শুরু করার সম্ভাবনার অন্বেষণ করা।

DPHE, LGED এবং MoDMR পরামর্শসভার সময় নিম্নলিখিত ধাপ ও পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করবে ।

প্রকল্প পর্যায়	অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম/অংশগ্রহণকারী	দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান
প্রস্তুতিমূলক পর্যায়	স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের এবং অংশীদারদের প্রকল্পের বিষয়ে, ESMF, কর্মপরিকল্পনা, সব পর্যায়ে বিশ্বব্যাংক এর কার্যক্রম এবং পরামর্শদাতাদের কার্যক্রম জানানো ।	DPHE, LGED, MODMR এবং WB (কারিগরী দিকনির্দেশনা দেয়)
	DRP, স্থানীয় কমিউনিটি এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করুন এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং কাজের সুযোগ সম্পর্কে অবহিত করুন ।	PIU এবং পরামর্শক
	IOL-এর ফলাফল নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর সাথে প্রাথমিক প্রকাশ সভা এবং কিভাবে প্রভাবগুলো কমানো এবং প্রশমিত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ সংগ্রহ করা ।	PIU এবং পরামর্শদাতা, স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়তায়
	সমস্ত সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের কাছে প্রকল্প সুরক্ষা নথি প্রকাশ করা, বিভিন্ন উপাদানের উপর প্রকল্পের তথ্য প্রচার, বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রাথমিক পরিকল্পনার প্রকাশ, জীবিকার উপর অস্থায়ী প্রভাবের ক্ষেত্রে PAP-এর সাথে অস্থায়ী সারিবদ্ধকরণ/সাইট সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য ভাগ করে নেওয়া, রোহিঙ্গা জনগণের সাথে পৃথক পরামর্শ, প্রকল্পের কার্যক্রম হস্তক্ষেপ, সম্ভাব্য প্রভাব এবং অভিযোগের সমাধান করার পদ্ধতি ।	PIU এবং পরামর্শক
	রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের সাথে আলাদা আলোচনা, ভাষার পার্থক্যের কারণে পরামর্শের সময় রোহিঙ্গাদের যুক্ত করা এবং অভিযোগের সমাধানের পদ্ধতি অবহিত করা ।	PIU এবং পরামর্শক
বাস্তবায়ন পর্যায়	দ্বিতীয় প্রকাশের বৈঠক/ কমিউনিটির ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সাথে হালনাগাদ কৃত সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা, বাংলাদেশ সরকার ও WB-র নীতি, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ ।	PIU এবং বাস্তবায়নকারী NGO
	প্রাথমিক পর্যায়ে RAP প্রস্তুত করা হলে তাও প্রকাশ করা হবে ।	PIU এবং NGO গুলো
	কাজের সুযোগ, শ্রম সংক্রান্ত বিষয়, কমিউনিটির শ্রমিকদের আচরণবিধি, DRP শ্রমিকদের আচরণবিধি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ।	ঠিকাদার, PIU এবং NGO গুলো
	নির্মাণ কাজ এবং সম্ভাব্য প্রভাব আলোচনা	ঠিকাদার, PIU এবং NGO গুলো
	রোহিঙ্গা নারীদের সাথে আলাদাভাবে পরামর্শ করুন এবং তাদের প্রকল্পের বিভিন্ন প্রধানত উপাদান ৩ (EMCRP তিনটি সরকারি সংস্থা বাস্তবায়ন করছে) সম্পর্কে অবহিত করুন যেখানে মহিলা DRP জড়িত থাকবে ।	ঠিকাদার, PIU এবং NGO গুলো
	অভিযোগের সমাধান করার পদ্ধতি	ঠিকাদার, PIU এবং NGO গুলো

চিত্র ১৩: রোহিঙ্গা ক্যাম্প, UNO অফিস, LGED অফিসে সংঘটিত স্টেকহোল্ডার মিটিং এর কিছু চিত্র নিম্নে দেয়া হলো।

স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে যেসব সুপারিশ এসেছে তা নিম্নরূপঃ

- টেকনাফ ও উখিয়া দুটি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমবিবর্তন হচ্ছে এবং এর অব্যাহত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। বিশেষত, পণ্য মূল্যের উঠানামা ও শ্রম মজুরির পরিবর্তন এবং এগুলোর প্রভাব ভবিষ্যতের মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- শ্রমের বাজারে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বেড়ে গেলে শ্রম মজুরির উপর এই বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।
- অন্যান্য দেশের প্রেক্ষাপটে গৃহীত বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নগদ অর্থ সহায়তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবসা এবং পরিবারিক আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। সঙ্কটের প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরণের সহায়তা অপরিহার্য ছিল, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ সহায়তার প্রবর্তন স্থানীয় কমিউনিটিকে সহায়তা করার একটি পরোক্ষ উপায় হতে পারে।
- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আকস্মিক প্রবাহ সবগুলো খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। কিছু ক্ষেত্রে, পরিবেশগত সমস্যাগুলো সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ। এটি ভবিষ্যতে আরো গভীরভাবে মূল্যায়ন প্রয়োজন হবে।
- জনসাধারণের জন্য কার্যকর পরিষেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং কক্সবাজার জেলায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার জন্য বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে একটি বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা নেট কর্মসূচি বিদ্যমান। ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলের জন্য আরো গভীরভাবে এবং বিস্তৃত ও কার্যকরী কভারেজ স্থানীয় কমিউনিটির নেতিবাচক পরিণতিগুলো হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

উপকরণ নং ৬.৫ অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া

বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে অভিযোগ পরিচালনার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া রয়েছে। অভিযোগ সাধারণত জনসাধারণ, ঠিকাদার, শ্রমিক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের হতে পারে। সাধারণত অভিযোগ পরিচালনার জন্য অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ার তিনটি স্তর থাকে যা নিম্নে আলোচনা করা হল-

GRM এর প্রথম স্তর (স্থানীয় স্তর):
অভিযোগ সমাধানের প্রথম এবং সহজ মাধ্যম হলো ক্যাম্প/ কমিউনিটি পর্যায়ে দ্রুত উক্ত ক্ষোভ প্রশমন করা। যদি কোনো অভিযোগ ওঠে, ঠিকাদার এবং নির্ধারিত NGO সাইটে অভিযোগের সমাধান করার চেষ্টা করবে। NGO ফোকাল ব্যক্তি নিম্নলিখিত তথ্য সম্পূর্ণরূপে নথিভুক্ত করবে: (ক) ব্যক্তির নাম; (খ) অভিযোগ পাওয়ার তারিখ; (গ) অভিযোগের ধরণ; (ঘ) অবস্থান, এবং (ঙ) কিভাবে অভিযোগটি সমাধান করা হয়েছিল।

GRM এর দ্বিতীয় স্তর (PIU স্তর):
অভিযোগ যদি অমীমাংসিত থাকে; বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সহায়তায় NGO এবং ঠিকাদাররা প্রকল্প পরিচালকের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগের মাধ্যমে অভিযোগের সমাধান করা হবে এবং NGO-র ফোকাল ব্যক্তি পরিবেশগত বা সামাজিক প্রভাব সহ বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং অভিযোগের সমাধান করবেন। ৭ দিনের মধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা মাঠ পর্যায়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। NGO ফোকাল পারসন স্থানীয় স্তরের GRM-এ উল্লিখিত অভিযোগের সমাধান কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে নথিভুক্ত করবেন।

GRM- এর তৃতীয় স্তর:
অভিযোগ অমীমাংসিত থাকলে, প্রকল্প পরিচালক একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি (GRC) সক্রিয় করবেন, যারা অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করবে এবং PIU, ঠিকাদার, NGO এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে তাদের সমাধান করবে। GRC মাঠ পর্যায়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দেবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য স্পষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

প্রকল্পে অভিযোগ প্রতিকারের জন্য চারটি স্তর রয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

প্রথম স্তর (কমিউনিটি এবং ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ পেশ):
অভিযোগ সমাধানের প্রথম এবং সহজ মাধ্যম হলো ক্যাম্প বা কমিউনিটি পর্যায়ে দ্রুত উক্ত ক্ষোভ প্রশমন করা। কম্পোনেন্ট ১ ও ২ এর অধীনস্থ ক্ষোভ ও অভিযোগগুলো এই ধাপে গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী প্রথম ধাপে ক্ষোভ জানানোর ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

১। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা (DRP) কর্তৃক অভিযোগ:
রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অভিযোগসমূহ লিখিত কিংবা মৌখিক উভয় প্রকারেই দাখিলের জন্য মাঠপর্যায়ে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করবে। মাঠ পর্যায়ের DRP স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পাশাপাশি অভিযোগ প্রতিকারের পদ্ধতি ও কার্যধাপগুলো শেখানো হবে। সব স্বেচ্ছাসেবককে রোহিঙ্গা ভাষা ও বাংলা ভাষায় দক্ষ হতে হবে। অভিযোগ লেখা এবং নথিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে দক্ষ হতে হবে। এ বিষয়ে দক্ষ বা বিশেষায়িত সংস্থার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন গ্রুপ গঠন করা হবে। প্রতিটি গ্রুপে অন্তত ২ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবী থাকবে। অভিযোগ গ্রহণ, সমাধান করা এবং রেকর্ড করার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ ৩০০ থেকে ৫০০ DRP পরিবারকে সহযোগিতা করবে। যদি এই পর্যায়ে অভিযোগ সমাধান করা না যায়, তাহলে তা ক্যাম্প পর্যায়ে হস্তান্তর করা হবে।

২। হোস্ট কমিউনিটি কর্তৃক অভিযোগ:
ক্যাম্পের বাইরে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা এবং LGED ও এর ঠিকাদারদের দ্বারা বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে হোস্ট কমিউনিটি থেকেও অভিযোগ উঠতে পারে। বিশেষায়িত সংস্থার অভিযোগ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট, NGO/INGO এর প্রতিনিধি (যদি থাকে), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর / জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সুরক্ষা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট এবং তাদের প্রতিনিধির নিকট এসব অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে। যদি এই পর্যায়ে অভিযোগগুলো সমাধান করা না যায়, তাহলে তা ক্যাম্প পর্যায়ে হস্তান্তর করা হবে। সংশ্লিষ্ট ফোকাল পারসন নিম্নলিখিত তথ্য পরিপূর্ণরূপে নথিভুক্ত করবেন: (১) ব্যক্তির নাম; (২) অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ; (৩) অভিযোগের প্রকৃতি; (৪) অবস্থান/সংঘটনের স্থান, এবং (৫) অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।

দ্বিতীয় স্তরের GRM (ক্যাম্প পর্যায়ে):

স্থানীয় পর্যায়ে যদি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা না যায়, তাহলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধিদের সহায়তায় বিশেষায়িত সংস্থার এ সম্পর্কিত ফোকাল পয়েন্ট ক্যাম্প পর্যায়ের ক্ষোভ প্রতিকার/প্রশমন কমিটির নিকট সংশ্লিষ্ট অভিযোগ জানাবেন। এই কমিটির প্রধান থাকবেন ক্যাম্প ইন চার্জ (CIC)। মাঝিগণ (স্থানীয় রোহিঙ্গা নেতা), সংশ্লিষ্ট রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী, ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ নিরসনে বিশেষায়িত সংস্থার দায়িত্বশীল ফোকাল পয়েন্ট এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট-এর সদস্যরা এই কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন। অভিযোগের প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী প্রযোজ্য ব্যক্তিকে এই কমিটির নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রমিক পক্ষ থেকে যদি কোন অভিযোগ জানানো হয়, তাহলে শুনানির সময় ঠিকাদারের প্রতিনিধিকে ডাকা হবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে ক্ষোভের প্রতিকার করা হবে এবং ফোকাল পারসন পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যু সহ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং ক্ষোভের প্রতিকারের ব্যবস্থা নিবেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে অভিযোগ প্রক্রিয়া সহজতর করতে একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন এবং একটি হটলাইন চালু করা হবে। CIC অফিস সময়ে অভিযোগগুলো একীভূত করে তা নথিভুক্ত করবেন। প্রতিটি ক্যাম্পে একটি ক্যাম্প পর্যায়ের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (GRC) গঠন করা হবে। প্রতিটি অভিযোগ পর্যালোচনা এবং সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য উক্ত কমিটি দায়ী থাকবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী সংস্থার নিকট অধিকতর বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হবে। স্থানীয় পর্যায়ে হোস্ট কমিউনিটির অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে, পরিবেশ/সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর - প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট) LGED কক্সবাজারের নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের GRC এর নিকট উক্ত অভিযোগ তুলে ধরবে। DPHE এর হস্তক্ষেপের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে অমীমাংসিত অভিযোগগুলো জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কক্সবাজার নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট হস্তান্তর করা হবে। এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ অভিযোগ প্রতিকার কমিটির (GRC) আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করবেন। হোস্ট কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের পাশাপাশি অন্য স্টেকহোল্ডার, যেমন: স্থানীয় প্রশাসন, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা দল (পরামর্শক), এবং সুশীল সমাজের সদস্য নির্বাচন করা হবে। সেফগার্ড/ সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিম্নলিখিত তথ্য পরিপূর্ণরূপে নথিভুক্ত করবেন: (১) ব্যক্তির নাম; (২) অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ; (৩) অভিযোগের প্রকৃতি; (৪) সংঘটনের স্থান /অবস্থান, এবং (৫) অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি। GRC-র গঠন এবং এর সদস্যপদ নিচের নিয়মে হবে:

আহবায়ক	নির্বাহী প্রকৌশলী
সদস্য সচিব	এনভায়রনমেন্ট/সোশ্যাল সেইফগার্ড স্পেশালিস্ট (PIU)
সদস্য	স্থানীয় প্রশাসন থেকে প্রতিনিধি
	এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল টিম (EST) কনসালটেন্ট এর প্রতিনিধি
	সুশীল সমাজের প্রতিনিধি

তৃতীয় স্তর (জেলা পর্যায়- RRRC GRC):

ক্যাম্প পর্যায় বা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস পর্যায়ে যদি কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি করা না যায়, তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অথবা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর PIU ক্ষোভ প্রতিকার প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ অনুসরণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ লিখে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার এর কার্যালয়ের অভিযোগ প্রতিকার কমিটির নিকট তা জানাবে। এই কমিটি অভিযোগ বিবেচনা করে দেখার পরে উপ প্রকল্প পরিচালক, সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শক, কর্মসূচি পরামর্শক এবং অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত পরামর্শকের সাথে আলাপ-আলোচনা করে উক্ত অভিযোগ সমাধান করবেন। RRRC-র অফিসে কোন কমিটি থাকলে এই কমিটি তার সহায়তা নিবে এবং প্রয়োজন হলে RRRC, জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার জেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধিদেরকে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সম্পৃক্ত করবে। পর্যালোচনা এবং নিষ্পত্তির জন্য এই কমিটি জেলা পর্যায়ে গঠন করা হবে। অভিযোগের মামলাগুলো নিবন্ধিত করা এবং ফলো-আপ করার জন্য একটি সফ্টওয়্যার ভিত্তিক সিস্টেম উন্নয়ন করা হবে। এর পাশাপাশি প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ম্যানুয়াল সিস্টেম অনুসরণ করা হবে। আকস্মিক সংকটের ক্ষেত্রে বিকল্প উপায় হিসেবে এই ম্যানুয়াল সিস্টেম অনুসরণ করা হবে। GRB পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, অভিযোগের অগ্রাধিকার ঠিক করা এবং তা সমাধান করার জন্য কয়েকটি অভিযোগ ক্যাটাগরি ঠিক করা হবে। এর মধ্যে প্রকল্প সংক্রান্ত অভিযোগ, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত অভিযোগ, সুরক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত অভিযোগের তথ্য সংগ্রহ এবং সে মর্মে প্রত্যুত্তর দানের জন্য সফ্টওয়্যার ভিত্তিক হটলাইন ব্যবহার করা হবে।

চতুর্থ স্তর (জাতীয় পর্যায়):

জেলা পর্যায়ে যদি কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে উক্ত অভিযোগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে তা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর নিকট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে তা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর প্রতিটি সংস্থা তাদের কাছে বিদ্যমান অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা অনুসারে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করবেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুরক্ষা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট অভিযোগ সমাধান করার ব্যবস্থা করবেন। স্তর ১ থেকে ৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল সভার কার্যবিবরণী শুনানিতে উত্থাপন করতে হবে। শুনানি এবং প্রামাণিক দলিলের উপর ভিত্তি করে কমিটি উক্ত অভিযোগগুলো সমাধান করবেন। অধিকন্তু, শ্রম সংক্রান্ত কোন অভিযোগ আসলে শ্রমিকরা সরাসরি ঠিকাদারদের নিকট তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে ঠিকাদাররা শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। শ্রমিক, DRP এবং হোস্ট কমিউনিটি সরাসরি যে কোন স্তরে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন।

তাছাড়া যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মনে করে যে, তারা বিশ্ব ব্যাংক সমর্থিত বা পরিচালিত প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তারা প্রকল্প পর্যায়ে বিদ্যমান অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বা বিশ্ব ব্যাংকের অভিযোগ প্রতিকার সার্ভিস (GRS) ব্যবহার করে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। GRS এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করলে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকল্প পর্যায়ে পর্যালোচনা করে দেখা হয়। প্রকল্পের কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা কমিউনিটি বিশ্ব ব্যাংকের স্বাধীন অনুসন্ধানী প্যানেল এর মাধ্যমে তাদের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম এবং কার্যধাপ অনুসরণ না করার কারণে ক্ষতি হয়েছে কিনা বা ক্ষতি হতে পারে কিনা তা এই প্যানেলের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের নজরে কোন বিষয় আনার পরে এবং ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার পর যে কোন সময় অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে।

উপকরণ নং ৬.৬ স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা সুপারিশ

টেকনাফ ও উখিয়ার এই দুটি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলায় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং এর অব্যাহত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। বিশেষ করে, মূল্যের গতিবিধি এবং মজুরির পরিবর্তন এবং তাদের প্রভাব ভবিষ্যতের মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শ্রমবাজারে DRP এর অংশগ্রহণ বাড়ার কারণে শ্রম মজুরির উপর প্রভাব বাড়তে পারে। অন্যান্য দেশের প্রেক্ষাপটে গৃহীত বেশ কয়েকটি গবেষণা দেখায় যে, DRP কে নগদ সহায়তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবসা এবং পরিবারের আয়ের বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্যভাবে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। যদিও সঙ্কটের প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরণের সহায়তা অপরিহার্য ছিল, DRP এর জন্য আরো নগদ সহায়তা প্রবর্তন স্থানীয় কমিউনিটিকে সহায়তা করার একটি পরোক্ষ উপায় হতে পারে।

DRP এর আকস্মিক প্রবাহ সবগুলো খাতের মধ্যে সবচেয়ে পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। কিছু ক্ষেত্রে, পরিবশগত সমস্যাগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। এর জন্য আরো গভীরভাবে মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে।

বিশেষ করে কক্সবাজার জেলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার জন্য কার্যকর জনসেবা দেয়া এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই একটি বিস্তৃতি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার জন্য আরও গভীরভাবে বিস্তৃত ও কার্যকরী কভারেজ স্থানীয় কমিউনিটির নীতিবাচক পরিণতি প্রশমিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হবে।

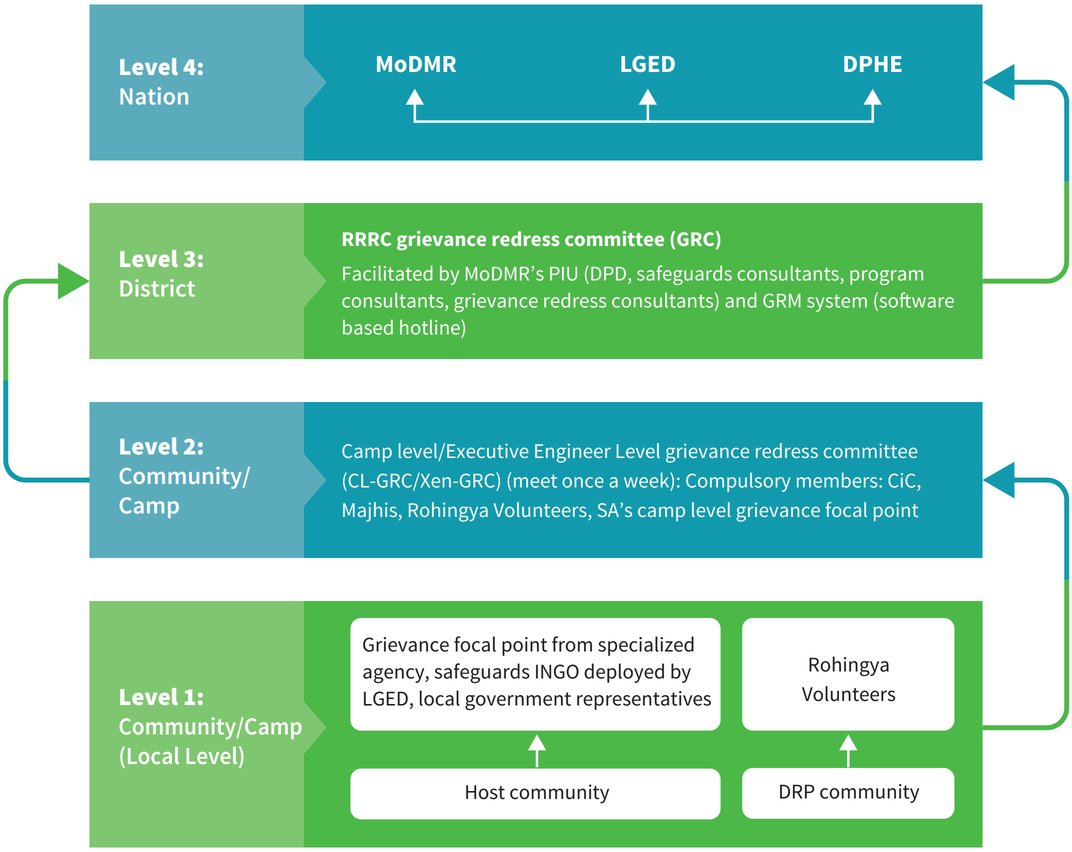

চিত্র ১৪: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

অধিবেশন ০৭

বাছাই/স্ক্রীনিং প্রতিবেদন

অধিবেশন ০৭

বাছাই/স্ক্রীনিং প্রতিবেদন

উদ্দেশ্য	এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা বাছাই/স্ক্রীনিং প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
আলোচ্য বিষয়	▪ পরিবেশগত স্ক্রীনিং ফর্ম ▪ সামাজিক স্ক্রীনিং ফর্ম
পদ্ধতি	উপস্থাপন ও আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৯০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক এই ধাপে পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং ফর্ম দেখাবেন এবং প্রকল্পে এটির ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন।	১০ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক এই ধাপে পরিবেশগত স্ক্রীনিং এর আলোচ্য বিষয়সমূহ- পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য, প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ এবং পরিচালনা পর্যায়ে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে আলোচনা করবেন।	৩০ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক এই ধাপে সামাজিক স্ক্রীনিং এর আলোচ্য বিষয়সমূহ- শ্রমিক অনুপ্রবেশ, জমি অধিগ্রহণ, স্টেকহোল্ডার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিযুক্ত কর্মকর্তাদের অর্পিত দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন।	৩০ মিনিট
ধাপ-৫	প্রশিক্ষক এই ধাপে পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং এর প্রকল্প পর্যায়ের বিভিন্ন ধাপে প্রশমন ও পর্যবেক্ষণ এর দায়িত্ব গুলোর সারসংক্ষেপ, কিভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে এবং পরবর্তী করণীয় ব্যবস্থাগুলো কি তা নিয়ে আলোচনা করবেন।	১৫ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৭.১ পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং ফর্ম

উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজ যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করতে হবে। প্রকল্পের প্রস্তুতি পর্যায়ে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বাছাইকরণ করতে হবে যখন উপ-প্রকল্পের জন্য মোটামুটিভাবে সঠিক অবস্থানগুলো সনাক্ত হয়ে যাবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক বাছাইকরণ ফর্মটি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলোর প্রাথমিক মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি নিরসনের নির্দেশনা দেয়। উপ-প্রকল্প স্থান অনুসন্ধানের সময় যাচাই করা বিষয়গুলো সনাক্ত এবং পরবর্তী পর্যায়গুলোতে পরিচালিত হওয়া পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রকৃতি, পরিমাণ এবং সময় সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দিতে সহায়তা করবে। এটি প্রকল্প চক্রের শুরুতে ঝুঁকি নিরসন/ এড়ানোর সুযোগ সনাক্ত করতে সহায়তা করবে, যা সম্ভাব্য ঝুঁকি ও বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে সচেতন নকশা প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে।

যাচাই বাছাইকরণ ফর্ম প্রয়োজন সাপেক্ষে আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন এবং অনুমোদন (যদি থাকে) প্রাপ্তির সময়সীমা নিরূপণ করতে সহায়তা করবে। যদি আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন (যেমন ESIA, ESMP, RAP, ARAP ইত্যাদি) প্রয়োজন হয় (উচ্চ ঝুঁকি উপ-প্রকল্পেগুলোর জন্য), সেক্ষেত্রে পরিকল্পনাগুলো পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং পুর্নবাসন কৌশল পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে। যদি কোনো বাছাইকরণের ফলাফল এটি নির্দেশ করে যে, বিশেষ উপ-প্রকল্প কার্যকলাপ কম নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সেক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা বাছাইকরণ সারাংশ অনুযায়ী নিরসন ব্যবস্থা নিতে হবে।

A বিভাগ: উপ-প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

উপ-প্রকল্প / অংশের কর্মকান্ডের বর্ণনাঃ

উপ-প্রকল্পের অবস্থানঃ
আনুমানিক নির্মাণকালঃ
পরিকল্পিত ডায়াগ্রাম সহ প্রকল্প এলাকা এবং প্রকল্প প্রভাব এলাকার বর্ণনা (যেখানে প্রাসঙ্গিক, সংবেদনশীল পরিবেশগত এলাকার দূরত্ব নির্দেশ করুন যেমন: বন্য হাতি করিডোর, জলাধার ইত্যাদি এবং ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক সম্পদ): এছাড়াও বিকল্প অবস্থানের সাপেক্ষে কোনো বিশ্লেষণ পরিচালিত হয়ে থাকলে দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

B বিভাগ: পরিবেশগত স্ক্রীনিং

B ১: উপ-প্রকল্পের অবস্থানের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রকল্প থেকে দূরত্ব সহ):
পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল এলাকার অবস্থান: (১) বন্য হাতি মাইগ্রেশন রুটের মধ্যে / কাছাকাছি: হ্যাঁ / না (২) ক্যাম্পে / আশেপাশের অবশিষ্ট বনভূমিতে সম্ভাব্য প্রভাব: হ্যাঁ / না (৩) অন্যান্য বিষয়: * UNHCR/IUCN কর্তৃক প্রণীত বন্য হাতি মাইগ্রেশন রুট মানচিত্রটি পরীক্ষা করে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে
বেসলাইন অনুসারে বায়ুর গুনাগুণ এবং শব্দমাত্রা:
বেসলাইন অনুসারে মাটির গুনাগুণ: ভূমিধ্বস সম্ভাব্যতা (উচ্চ/ মাঝারি / কম, ব্যাখ্যা সহ):
বেসলাইন অনুসারে ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির গুনাগুণ (FE, TDS, FC, pH):
বন্যপ্রাণী চলাচলের অবস্থা:
বনায়নের অবস্থা:
পানির ভারসাম্য বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ (শুধুমাত্র পানি সরবরাহের জন্য): অনুগ্রহ করে বিবেচনা করুন (১) গাছের প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার জন্য নতুন বনাঞ্চলীয় এলাকার পানির প্রয়োজনীয়তা (২) খাবার পানি, পরিবারের ব্যবহার, গোসল এবং স্যানিটেশনের জন্য নতুন বসতিগুলোতে পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা (৩) বার্ষিক বৃষ্টিপাত ইত্যাদি থেকে পরিপূরণের হার ।

B ২: প্রাক-নির্মাণ ধাপ

আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সম্পর্কিত তথ্য (উদাহরণ: প্রবেশ পথের অবস্থান বা উপ-প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনও সুবিধা কার্যকর হতে হবে):
নির্মাণের সময় কর্মীদের জন্য বাসস্থান বা পরিষেবা সুবিধার (টয়লেট, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ) প্রয়োজনীয়তা:
শ্রম ক্যাম্পের সম্ভাব্য অবস্থান:
উপকরণ/নির্মাণসামগ্রী প্রয়োজনীয়তা এবং ধরণ (উদাহরণ: বালি, পাথর, কাঠ ইত্যাদি):
পরিবহনের জন্য প্রবেশ পথের সনাক্তকরণ (হ্যাঁ / না):
উপকরণ/নির্মাণসামগ্রী সংরক্ষণের জন্য স্থান সনাক্তকরণ:
বর্জ্যের সম্ভাব্য ধরণ এবং পরিমাণ (কঠিন বর্জ্য, ধ্বংস সামগ্রী, পুরাতন ল্যাট্রিনগুলো থেকে স্লাজ ইত্যাদি):

B ৩: নির্মাণ ধাপ

উৎপাদিত বর্জ্যের ধরণ এবং পরিমাণ: (উদাহরণ: কঠিন বর্জ্য, তরল বর্জ্য, ইত্যাদি)
ব্যবহৃত কাঁচামালের ধরণ এবং পরিমাণ: (কাঠ, ইট, সিমেন্ট, পানি, ইত্যাদি)
চলার পথে, গর্তের ধারে, ডাস্টবিন এবং সরঞ্জাম প্রাঙ্গনে গাছপালা এবং মাটির আনুমানিক বিস্তৃতি: (বর্গমিটারে)
গর্তের ধারে বা খাদে মশার প্রজনন এবং অন্যান্য রোগের ভেক্টরগুলোর জন্য দায়ী স্থির জলাশয় থাকার সম্ভাবনা: (উচ্চ/ মাঝারি / নিম্ন ব্যাখ্যাসহ)
বিদ্যমান নিষ্কাশন চ্যানেল (নদী, খাল) বা ভূপৃষ্ঠস্থ জলাশয়গুলোর (জলাভূমি, বিল) ব্যাঘাত বা পরিবর্তন: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
সরাসরি অথবা প্রণোদিত উন্নয়নের দ্বারা স্থলজগৎ বা জলীয় বাস্তুতন্ত্র বা বিপন্ন প্রজাতির ধ্বংস বা ক্ষতি: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
রাস্তা কাটার সময় যেসব ক্রিয়াকলাপ ভূমিধ্বস, আকস্মিক পতন কিংবা মাটির স্থানচ্যুতি ঘটাতে পারে:
ড্রেনের ঘন ঘন নির্গত বহির্মুখী প্রবাহের দরুণ পেভমেন্ট বেডের নিচের ভূমিক্ষয়: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
আলো, শব্দ এবং বায়ু দূষণের উপর সম্ভাব্য ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব বর্ণনা:

উচ্চ = দীর্ঘমেয়াদী বা বৃহত্তর এলাকায় (>১ বর্গ কিঃমিঃ) প্রভাব ফেলতে পারে এমন;
মধ্যম = সাময়িক ক্ষতি বা মাঝারি এলাকায় (০.৫ থেকে ১ বর্গ কিঃমিঃ) প্রভাব ফেলতে পারে এমন;
কম = সামান্য এবং স্বল্পমেয়াদী ক্ষতি বা ছোট এলাকাতে (<০.৫ বর্গ কিঃমিঃ) প্রভাব ফেলতে পারে এমন;

B ৪: ক্রিয়াকলাপ ধাপ

ধুলোবালির কারণে স্বাস্থ্য বিপত্তি এবং সড়কের পার্শ্বে উদ্ভিদ বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ:
মৃত্তিকার গুনাগুণ দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী নষ্ট হবার সম্ভাবনা: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
গৃহস্থালি বা অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে দুর্গন্ধ হবার সম্ভাবনা এবং পানি ও মাটির গুনাগুণের প্রভাব: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
গর্তধারে বা খাদে মশার প্রজনন এবং অন্যান্য রোগের ভেক্টরগুলোর জন্য দায়ী স্থির জলাধার থাকার সম্ভাবনা: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন ব্যাখ্যাসহ)
প্রকল্প এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য সরাসরি এবং পরোক্ষ প্রভাব:
বিদ্যমান নিষ্কাশন চ্যানেল (নদী, খাল) বা ভূপৃষ্ঠস্থ জলাশয় গুলোর (জলাভূমি, বিল) ব্যাঘাত বা পরিবর্তন: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
সরাসরি অথবা পরোক্ষ উন্নয়নের দ্বারা স্থলজগৎ বা জলীয় বাস্তুতন্ত্র বা বিপন্ন প্রজাতির ধ্বংস বা ক্ষতি: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
রাস্তা কাটার সময় যেসব ক্রিয়াকলাপ ভূমিধ্বস, আকস্মিক পতন কিংবা মাটির স্থানচ্যুতি ঘটাতে পারে:
ড্রেনের ঘন ঘন নির্গত বহির্মুখী প্রবাহের দরুণ পেভমেন্ট বেডের নিচের জমি ক্ষয়: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
আলো, শব্দ এবং বায়ু দূষণের উপর সম্ভাব্য ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব বর্ণনা:

উচ্চ = দীর্ঘমেয়াদী বা বৃহত্তর এলাকায় (>১ বর্গ কিঃমিঃ) প্রভাব ফেলতে পারে এমন;
মধ্যম = সাময়িক ক্ষতি বা মাঝারি এলাকায় (০.৫ থেকে ১ বর্গ কিঃমিঃ) প্রভাব ফেলতে পারে এমন;
কম = সামান্য এবং স্বল্পমেয়াদী ক্ষতি বা ছোট এলাকাতে (<০.৫ বর্গ কিঃমিঃ) প্রভাব ফেলতে পারে এমন;

C বিভাগ: সামাজিক স্ক্রীনিং

C ১: সাধারণ শ্রমিক প্রবাহ স্ক্রীনিং

প্রধান স্ক্রীনিং প্রশ্ন	বিবেচনার ক্ষেত্র
সম্ভাব্য প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পটি কি শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করবে এবং স্থানীয় কমিউনিটির জন্য তা কি উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হবে?	প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়কালের জন্য কি ধরণের দক্ষতার, কত বিদেশী ও স্থানীয় শ্রমিকের প্রয়োজন হবে? প্রকল্পটি কি স্থানীয় কর্মীদের মধ্য থেকে শ্রমিক নিয়োগ দিতে পারে? বিদ্যমান স্থানীয় কর্মীদের আকার এবং দক্ষতা স্তর কি? যদি স্থানীয় কর্মীদের দক্ষতা স্তর প্রকল্পের প্রয়োজন গুলোর সাথে না মেলে, তবে প্রকল্পের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের কি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে? শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে? তারা কি সাইটে আসা-যাওয়া করবে নাকি ক্যাম্পের ভেতরে বা বাইরে তাদের থাকার ব্যবস্থা থাকবে? যদি তাই হয়, তাহলে ক্যাম্পের কি ধরণের আকারের প্রয়োজন হবে?
প্রকল্পটি কি গ্রামীণ বা দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত?	প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় জনসংখ্যার আকার কি? হোস্ট রোহিঙ্গা কমিউনিটির আকার কত? প্রকল্পটি কি এমন এলাকার মধ্যে অবস্থিত/ বাস্তবায়িত হচ্ছে যেখানে বহিরাগতরা ঘন ঘন ভ্রমণ করে না? স্থানীয় কমিউনিটি এবং বাইরের মধ্যে যোগাযোগের মাত্রা এবং পরিমাণ কি? প্রকল্প এলাকায় কি কোন সংবেদনশীল পরিবেশগত শর্ত আছে যা বিবেচনা করা প্রয়োজন?
স্থানীয় কমিউনিটির, রোহিঙ্গা জনসংখ্যার এবং বহিরাগত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক গুণাবলীর ভিত্তিতে, তাদের উপস্থিতি বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিথষ্ক্রিয়া কি নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে?	আগত শ্রমিক এবং স্থানীয় কমিউনিটি কি একটি সাধারণ সামাজিক-অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা জনসংখ্যার পটভূমি থেকে আসা? বর্তমান সম্পদের স্তর কি এবং আসন্ন কর্মীরা কি এই সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে নাকি ব্যবহারের জন্য প্রতিযোগিতা তৈরি করবে? স্থানীয় কমিউনিটি আগত কর্মীদের উপস্থিতিকালের সময়সীমা কত? স্থানীয় কমিউনিটির বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় রেখে কোন নির্দিষ্ট নেতিবাচক প্রভাব কি আছে যা সামনে দেখা দিতে পারে?
স্থানীয় কমিউনিটির মানুষের সাথে পরামর্শ	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদার কি স্থানীয় কমিউনিটি এবং রোহিঙ্গা জনসংখ্যার সঙ্গে কোন আলোচনা সভা পরিচালনা করেছে? স্থানীয় মানুষ কি শ্রমিক সম্পর্কে সচেতন? প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কি স্থানীয় কমিউনিটিকে প্রকল্পের সাথে জড়িত করেছে?

C ২: ভূমি অধিগ্রহণ এবং স্টেকহোল্ডার স্ক্রীনিং

সম্ভাব্য অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রভাব	হ্যাঁ	না	জানা নাই	মন্তব্য
অনৈচ্ছিক ভূমি অধিগ্রহণ/ ভূমি দান / ভূমি গ্রহণ				
১. কোন জমি অধিগ্রহণ করা হবে?				
২. ভূমি গ্রহণের জন্য কি সাইট পরিচিত?				
৩. মালিকানার স্থিতি এবং জমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা কি অস্থায়ীভাবে পরিচিত?				
৪. বিদ্যমান চলাচলের পথ অতিক্রমের কাজে ব্যবহার করা যাবে?				
৫. জমি অধিগ্রহণের কারণে আশ্রয় ও আবাসিক জমি কি ক্ষতিগ্রস্থ হবে?				
৬. ভূমি অধিগ্রহণের কারণে কি কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদের ক্ষতি হবে?				
৭. ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ফসল, গাছ, এবং স্থায়ী সম্পদের ক্ষতি হবে কি?				
৮. ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ব্যবসায় বা উদ্যোগের ক্ষতি হবে কি?				
৯. ভূমি অধিগ্রহণের কারণে আয়ের উৎস এবং জীবিকার উপায়ের ক্ষতি হবে কি?				
ভূমি ব্যবহার বা আইনিভাবে চিহ্নিত পার্ক এবং সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত বিধিনিষেধ				
১০. মানুষ কি প্রাকৃতিক সম্পদ, স্থানীয় সুবিধাদি ও সেবার সুযোগ হারিয়ে ফেলবে?				
১১. যদি ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত হয়, তাহলে কি এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে?				
১২. স্থানীয়ভাবে বা রাষ্ট্র দ্বারা মালিকানাধীন জমি এবং সম্পদে প্রবেশ কি সীমিত করা হবে?				
বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্যঃ				
আনুমানিকভাবে সম্ভাব্য কত সংখ্যক মানুষ প্রকল্পের দ্বারা স্থানান্তরিত হতে পারে? [ ] না [ ] হ্যাঁ যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কত সংখ্যক?				
তাদের মধ্যে কেউ কি দরিদ্র, মহিলা প্রধান পরিবার বা দারিদ্র্যের ঝুঁকিগ্রস্থ? [ ] না [ ] হ্যাঁ				
কোন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি কি আদিবাসী বা জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অন্তর্গত? [ ] না [ ] হ্যাঁ				

সম্ভাব্য অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রভাব	হ্যাঁ	না	জানা নাই	মন্তব্য
স্ক্রীনিং এর সময়, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ পরিচালনা করবে এবং নিম্নলিখিত বিভাগগুলোতে তাদের পর্যবেক্ষণ সরবরাহ করবে (১৩-১৮)				
১৩. প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার কারা?				
উত্তরঃ				
১৪. কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো প্রস্তাবিত নীতি বা প্রকল্পের সুফল বা স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ ক্ষমতা প্রভাবিত করে?				
উত্তরঃ				
১৫. প্রকল্প উদ্দেশ্যগুলো কি তাদের প্রয়োজন, আগ্রহ এবং ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?				
উত্তরঃ				
১৬. বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, বিশেষ করে নারী ও অবহেলিত জনগোষ্ঠী দলের উপর প্রকল্প বা উপ-প্রকল্পের প্রভাব কি হবে?				
উত্তরঃ				
১৭. কি ধরণের সামাজিক ঝুঁকি প্রকল্প বা উপ-প্রকল্পের সাফল্যকে প্রভাবিত করতে পারে?				
উত্তরঃ				
১৮. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন সংগঠন কি স্থানীয় কমিউনিটি এবং জনগণের সঙ্গে কোন আলোচনা সভা পরিচালনা করেছে? যদি হ্যাঁ হয়, একটি সারসংক্ষেপ দিবেন।				
উত্তরঃ				

C ৩: সামাজিক সম্পদ বিন্যাসের উদ্দেশ্য

সামাজিক সম্পদ বিন্যাসের উদ্দেশ্য হল ক্যাম্পে ও প্রকল্প এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন ধরণের সামাজিক প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা তালিকাবদ্ধ করা যাতে পরবর্তীতে তাদেরকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণের কাজে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত তথ্য সহ প্রদত্ত শ্রেণীবিন্যাসের অধীনে সামাজিক প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাগুলোর নাম তালিকাভুক্ত করুন। সামাজিক প্রতিষ্ঠান/ অংশের প্রতিটি বিভাগের জন্য পৃথক শীট ব্যবহার করুন। তথ্যগুলো RRRC/ জাতিসংঘের সংস্থাগুলো বা রোহিঙ্গা সংকট প্রকল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার উৎসগুলোর মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান / সংস্থার ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং ঠিকানা এবং ফোন নম্বর	কাজের প্রধান এলাকা	ক্যাম্প এবং কমিউনিটিতে অন্তর্ভুক্ত এলাকার পরিধি (জায়গার নাম লিপিবদ্ধ করুন)
সরকারি প্রতিষ্ঠান				
জাতিসংঘ সংস্থাগুলো				
জাতীয় সংগঠন				
কমিউনিটি ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলো- যার সদস্যগণ সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কমিউনিটিতে কাজ করেন।				

D বিভাগ: পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং সারসংক্ষেপ

বিভাগ	প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব	প্রভাব গুরুত্ব*	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান	পর্যবেক্ষণ পরামর্শ	
					সূচক	সময়সীমা
১। উপ-প্রকল্প ক্রিয়াকলাপ						
২। প্রাক-নির্মাণ ধাপ						
৩। নির্মাণ ধাপ						
৪। ক্রিয়াকলাপ ধাপ						

দয়া করে উপরে প্রকাশিত পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। উপ-প্রকল্পের ধরণের সাথে সম্পর্কিত ESMP নির্দেশিকা অনুসারে প্রশমন ব্যবস্থা প্রস্তাব করতে হবে (ESMPF এর ধারা ৮.২ তে প্রস্তাবিত)। এই ছক পরিবেশগত এবং সামাজিক বিশেষজ্ঞদের উভয় দ্বারা সম্পন্ন করা প্রয়োজন। প্রয়োজন হিসাবে ছকে সারি যোগ করুন। সামগ্রিক প্রভাব স্কোরঃ

উচ্চ = সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী E&S প্রভাব হতে পারে;
মাঝারি = সাময়িক প্রভাব হতে পারে;
কম = কম সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদী প্রভাব

অধিকতর পরিবেশগত এবং সামাজিক মূল্যায়ন এবং / অথবা সাইট নির্দিষ্ট পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য সুপারিশঃ হ্যাঁ / না

* যদি হ্যাঁ হয়, কি ধরণের মূল্যায়ন/পরিকল্পনা প্রয়োজন হবে দয়া করে নির্দিষ্ট করুন।

ফরম পূরণকারী (নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর, স্বাক্ষর, তারিখ)
ফরম পরীক্ষাকারী (নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর, স্বাক্ষর, তারিখ)
ফরম নিরীক্ষাকারী (নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর, স্বাক্ষর, তারিখ)
প্রকল্প পরিচালক (স্বাক্ষর ও তারিখ)

অধিবেশন ০৮

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP)

অধিবেশন ০৮

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP)

উদ্দেশ্য	**এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:** ■ ESMP কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন । ■ ওয়াশ (WASH) উপ-প্রকল্পের ESMP এর উদাহরণ: সম্পর্কে জানতে পারবেন । ■ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
আলোচ্য বিষয়	■ পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং এর কাঠামো ■ সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা এবং এর প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা ■ টেন্ডার নথির জন্য নির্দেশিকা ■ পর্যবেক্ষণ কাঠামো এবং পরিকল্পনা ■ রিপোর্টিং এর প্রয়োজনীয়তা ■ দক্ষতা তৈরিকরণ
পদ্ধতি	ঘটনার বর্ণনা, উপস্থাপন ও আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর
উপকরণ	ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া
সময়	৯০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন ।	৫ মিনিট
ধাপ-২	প্রশিক্ষক পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং তার কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করবেন ।	২০ মিনিট
ধাপ-৩	প্রশিক্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে (প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ এবং পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ) সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব ও সমস্যা নিয়ে উদহারণ প্রদানের মাধ্যমে আলোচনা করবেন ।	৩০ মিনিট
ধাপ-৪	প্রশিক্ষক টেন্ডার নথির জন্য নির্দেশিকা, অনুশীলনের পরিবেশগত কোড ও প্রাতিষ্ঠানিক এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবেন । প্রাতিষ্ঠানিক এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ নিয়ে আলোচনা করবেন- ■ পর্যবেক্ষণ কাঠামো ■ পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা ■ রিপোর্টিং এর প্রয়োজনীয়তা ■ দক্ষতা তৈরিকরণ	৩৫ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৮.১ পরিবেশ এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP)

ESMP কি?

ESMP উপ-প্রকল্প (প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাতিল করা) কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের প্রভাবগুলো গ্রহণযোগ্য স্তরে হ্রাস পেয়েছে তা নিশ্চিত করে।

নির্দেশনাগুলো কম ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প কাজের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায় হিসেবে এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প কাজের ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন পরিকল্পনা/পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রস্তুতির জন্য প্রাথমিক দলিল হিসেবে অনুসরণ করা যেতে পারে। একই নির্দেশনাগুলো প্রয়োজন সাপেক্ষে পুনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা/সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে। ESMP প্রকল্পের কাজগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতি (নির্মাণ-পূর্ব, নির্মাণকালীন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তর) আলোকপাত করে প্রস্তুত করা এবং প্রকল্পের কারণে সম্ভাব্য উদ্ভুত প্রভাবগুলো প্রকল্পের প্রভাব বিস্তারকারী অঞ্চলের (PIA) মধ্যে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসা নিশ্চিত করবে। আর তাই ESMP কে পূর্ববর্তী সকল বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব অঞ্চলের মধ্যে সামগ্রিক পরিবেশগত মানের সংরক্ষণ বা উন্নত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য লিখিত নথি বলা যেতে পারে।

ESMP-তে সুনির্দিষ্টভাবে, স্পষ্টভাবে এবং সংক্ষেপে নেতিবাচক প্রভাবগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের সময় নেতিবাচক প্রভাবগুলো গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য কিছু নির্দিষ্ট পন্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিশ্বব্যাংক এবং সরকারের পরিবেশগত ও সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালা অনুসরণ করে কর্মকাণ্ড পরিচালনা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা ESMP এর উদ্দেশ্য।

ESMP নিম্নোক্ত বিষয় গুলোর উপর নির্ভর করে গঠিত:

- সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবসমূহ সনাক্তপূর্বক গৃহীত প্রশমন ব্যবস্থাদি নির্দিষ্ট করা, যা বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি এবং একই সাথে প্রকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ের (যেমন: প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাতিল করা) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- ইতিবাচক প্রভাবের জন্য উন্নত পরিকল্পনা।
- সূচক, প্রক্রিয়া, ফ্রিকোয়েন্সি অবস্থানের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা।
- উপরের সমস্ত কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ।
- প্রতিটি কার্যক্রম এবং প্রশমন ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব চিহ্নিতকরণ।
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমার মধ্যে প্রতিটি কার্যক্রম এর জন্য বাস্তবায়নের সময়সূচীর সমন্বয়সাধন।
- পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত অভিযোগগুলোর সমাধান সম্বলিত প্রয়োজনীয় রিপোর্ট প্রস্তুতি।

উপকরণ নং ৮.২ উদাহরণ: ESMP (WASH উপ-প্রকল্পের জন্য)

উপ-প্রকল্পের পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলোর জন্য সম্ভাব্য সমস্যা/প্রভাব এবং ক্ষতি প্রতিরোধে প্রশমনমূলক পদক্ষেপগুলোর একটি সারাংশ নিম্নের সারণীতে দেয়া হল। প্রতিটি উপ-প্রকল্প কার্যকলাপের নকশা সম্পন্ন হওয়ার পরে, আরো সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন এবং সেগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে কি করণীয় তার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে তৈরি এই ESMP শুধুমাত্র একটি নির্দেশিকা দলিল এবং এটি বিশ্বব্যাংক, পরিবেশ অধিদপ্তর এর পরিবেশগত নির্দেশিকা এবং সরকারের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনি প্রয়োজনীয়তার সাপেক্ষে প্রকল্পের নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে এই নথির পরিবর্তন বা প্রশমন পদ্ধতির বিস্তৃতি বিবরণের প্রয়োজন হতে পারে।

প্রাক-নির্মাণ পর্যায়ে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থাসমূহ

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
জমি / এবং অন্যান্য ভৌত সম্পদের ক্ষতি	▪ ক্যাম্পের ভিতরে জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। ▪ জমি এবং অন্যান্য ভৌত সম্পদের অনিচ্ছাকৃত গ্রহণ এড়াতে বিকল্পগুলোর বিশ্লেষণ করা। ▪ সম্ভাব্য সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে পরামর্শ প্রয়োজন। ▪ অস্থায়ীভাবে তাবু/আশ্রয় স্থানান্তর করার প্রয়োজন হলে বাস্তুচ্যুত পুরুষ ও মহিলা রোহিঙ্গাদের সাথে পৃথক পরামর্শ করে নিতে হবে। ▪ সরকারি/খাস জমিকে প্রধান্য দিতে হবে। ▪ ক্যাম্পের বাইরে ভূমি অধিগ্রহণ এড়াতে সক্ষম না হলে ক্ষতিপূরণ দেবার মাধ্যমে তা করতে হবে।	PIU	PIU, PSC - র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ
জীবন-জীবিকার হানি	▪ ক্ষতিগ্রস্থ অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ঠিকাদার অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। ▪ হোস্ট কমিউনিটির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে এমন কার্যকলাপগুলো এড়িয়ে চলুন। ▪ বাইরে থেকে আসা রোহিঙ্গা শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি। ▪ পুষ্টির জন্য সচেতনতা তৈরি করা, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, রান্নার জন্য দূষণহীন শক্তির উৎস সন্ধান। ▪ বিকল্প দূষণহীন রান্না প্রযুক্তির উপর গৃহস্থালী প্রশিক্ষণ। ▪ কমিউনিটি বৃক্ষরোপণে রোহিঙ্গা নারীদের সম্পৃক্তকরণ। ▪ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিকল্প জীবিকার সংস্থান এবং প্রশিক্ষণ। ▪ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য ক্রেডিট সিস্টেম পেমেন্ট সহ নির্মাণের সময় রোহিঙ্গা শ্রমিকদের নিযুক্ত করা। রোহিঙ্গা শ্রমিকদের নগদ অর্থ প্রদানের অনুমতি নেই।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ	▪ প্রকল্পের সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করা হবে । ▪ সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ HH থেকে পৃথক কমিউনিটি স্তরের পরামর্শ সভা । ▪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং কাজের সুযোগ সম্পর্কে DRP-র সাথে পরামর্শ সভা । ▪ সমস্ত সুরক্ষা নথি প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশ করা হবে । ▪ হোস্ট কমিউনিটি এবং ক্যাম্পের লোকদের জানানো হবে এবং GRM এর সাথে জড়িত হবে ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ
প্রবেশাধিকার হারানো	▪ স্থানীয় জনগণ অভ্যস্ত এমন যাতায়াত ব্যবস্থা/ প্রবেশাধিকারের বিকল্পগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটি নিশ্চিত করবে । ▪ অনিবার্য পরিস্থিতিতে, বিকল্প প্রবেশাধিকার দেয়া হবে ।	PIU	PIU, PSC - র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ
সাইট প্রস্তুতি: মাটি ক্ষয়; পানি নিষ্কাশন পথ পরিবর্তন	▪ নির্মাণ সুবিধা জলাশয়, প্রাকৃতিক প্রবাহ পথ থেকে ১০০ মিটার দূরে (যেখানে সম্ভব) স্থাপন করা হবে । ▪ কাট এবং পূরণকরণ অপারেশন মিনিমাইজ করুন, সাইট ক্লিয়ারিং এবং গ্রাবিং অপারেশন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত । ▪ সামাজিকভাবে সংবেদনশীল এলাকায় যেখানে মানুষের আবাসস্থল এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে । ▪ সাইটে বিদ্যমান ঢাল এবং প্রাকৃতিক নিষ্কাশন প্যাটার্ন উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা উচিত নয় । ▪ নির্মাণ কাজের সময় ব্যক্তিগত জমিতে গাছ কাটা বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে বন/উদ্যান বিভাগ দ্বারা নির্ধারিত মালিককে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে । ▪ সাইট প্রস্তুতি কার্যক্রম যেন স্থানীয় বাসিন্দাদের কার্যকলাপে ব্যাঘাত না ঘটায় তা ঠিকাদার নিশ্চিত করবে ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

নির্মাণ পর্যায়ে সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থাসমূহ

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
ধুলা	▪ CO, PM (SPM, PM ২.৫, ১০) এবং হাইড্রোকার্বনের নির্গমন কমাতে নির্মাণ যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে । ▪ ক্লিয়ারিং, লেভেলিং এবং সাইট গ্রেডিং অপারেশনের ফলে উৎপন্ন ধুলা পানি ছিটানোর মাধ্যমে দমন করা হবে । ▪ প্রবেশের রাস্তায় যানবাহনের চলাচলের কারণে ধূলিকণা নিয়মিত পানি ছিটিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
নিরাপত্তা সমস্যা	▪ অনুমোদিত নয় এমন কর্মীদের প্রবেশ রোধ করুন এবং সাইটে বিপজ্জনক সামগ্রীর যথাযথ স্টোরেজ এবং নিয়ন্ত্রণকরণ । ▪ রোহিঙ্গা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ । ▪ ক্যাম্পের সকল শ্রমিকদের আইডি কার্ড পরতে হবে । ▪ শিশু শ্রমিকদের কোনো ধরণের কার্যক্রমের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না । ▪ সাইট(গুলো) বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করা হবে এবং প্রবেশের পয়েন্টে ম্যানেজ করা হবে ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা	▪ ঠিকাদাররা ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান দিবে যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হবে । ▪ মটরযান চালক ও পথচারীদের উপর প্রভাব কমানোর জন্য পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে । ▪ যানবাহনের গতি সীমিত করার জন্য প্রবেশের রাস্তায় পর্যাপ্ত রাস্তার চিহ্ন লাগাতে হবে । ▪ প্রবেশের রাস্তাগুলোতে সঠিকভাবে ডিজাইন করা গতির র‍্যাম্প তৈরি করুন । ▪ ট্রাফিক সংকেত বাংলা ও রোহিঙ্গা উভয় ভাষাতেই হতে হবে ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
রিসোর্স বেস স্বল্পতার কারণে বিদ্যমান ব্যবহারকারীদের সাথে বিরোধ ।	▪ বিদ্যমান ভূপৃষ্ঠের পানির উৎস থেকে পানি উত্তোলনের জন্য স্থানীয় প্রতিনিধির সম্মতি নেওয়া হবে । ▪ যদি ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হয়, তাহলে বোরওয়েল স্থাপনের আগে যথাযথ বিভাগ থেকে পর্যাপ্ত অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন । ▪ নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে স্থানীয় কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করা আবশ্যক	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
সড়ক দূর্ঘটনা বৃদ্ধি	■ ভারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের চলাচল সংজ্ঞায়িত রুটে সীমাবদ্ধ থাকবে । ■ প্রধান জংশনে সঠিক সাইনবোর্ড প্রদর্শন করতে হবে । ■ রাস্তার পরিবর্তন এবং বন্ধের বিষয়ে স্থানীয় কমিউনিটিকে আগে থেকেই অবহিত করতে হবে । ■ সংবেদনশীল এলাকাগুলোর কাছাকাছি যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেমন: স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও শরণার্থী ক্যাম্পগুলো । ■ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
লেবার বেস ক্যাম্প: স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিরোধ	■ শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পে জ্বালানী কাঠ এবং রান্নার বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে । ■ ক্যাম্পে বসবাসকারী HH দের জন্য বিকল্প রান্নার ব্যবস্থা থাকতে হবে । ■ পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগের ঝুঁকির স্থিতিস্থাপকতা বা প্রশমন, রান্নার জন্য দূষণহীন শক্তির উৎস গ্রহণ; এবং শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, GBV, যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু পাচারের পাশাপাশি অবৈধ মাদক ব্যবসা প্রতিরোধ । ■ শ্রমশক্তিকে প্রাণী শিকার, বন্যপ্রাণী শিকার, এবং গাছ কাটা সহ উদ্ভিদকুল, প্রাণীজগতের ক্ষতি করা থেকে নিষিদ্ধ করতে হবে । ■ শ্রম ক্যাম্পের জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকতে হবে । ■ শ্রম পানীয় উদ্দেশ্যে শোধিত পানি সাইটে থাকতে হবে । ■ শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে । ■ শ্রম আচরণবিধি পরামর্শ এবং FGD-র মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র সামাজিক উন্নয় বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: নির্মাণের সময় ক্ষতিকর এবং অ-বিপজ্জনক বর্জ্যের অনুপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ।	■ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনা উল্লেখপূর্বক একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে । ■ শ্রমিকদের জন্য অস্থায়ী আবাসন থেকে নির্গত বর্জ্য ■ সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ/সাইটে যানবাহন থেকে নির্গত বর্জ্য ■ অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কার্যক্রম থেকে উৎপন্ন অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পৃথক স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে ও স্থানীয় পুনর্ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রি করতে হবে । ■ বিপজ্জনক বর্জ্য (যেমন: বর্জ্য তেল ইত্যাদি) সংগ্রহ করে পাকা ও আবদ্ধ এলাকায় সংরক্ষণ করা হবে এবং পরবর্তীতে অনুমোদিত পুনর্ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রি করা হবে ■ বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত নিয়মের প্রয়োগ থাকতে হবে ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC- র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি: ট্রিপিং, উচ্চতায় কাজ করা, গরম কাজ থেকে আগুন, ধূমপান, বৈদ্যুতিক স্থাপনে ব্যর্থতা, মোবাইল প্ল্যান্ট এবং যানবাহন এবং বৈদ্যুতিক শকগুলোর মতো নিরাপত্তা ঘটনাগুলোর প্রকটের সম্ভাবনা	■ প্রকল্প কাজ সম্পাদনে ব্যবহৃত সকল নির্মাণ সরঞ্জামের উপযুক্ত হবে এবং বৈধ পরিদর্শন প্রশংসাপত্র এবং প্রয়োজনীয় বীমার কাগজপত্র সাথে থাকতে হবে । ■ সাইটে সমস্ত ধরণের কাজ শুরু করার আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রস্তুত করতে হবে এবং সে অনুসারে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে । ■ হাটার রাস্তা বা হাটার জন্য নির্ধারিত স্থান প্রতিবন্ধকতামুক্ত রাখতে হবে, সবগুলো হাটার রাস্তা হাটার জন্য উপযুক্ত হতে হবে; সাইনপোস্ট এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে । ■ যেকোনো পিচ্ছিল এলাকায় সঠিক সাইনপোস্ট থাকতে হবে, আর পিচ্ছিল এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা যথাযথ জুতা পরে কাজ করেন তা নিশ্চিত করতে হবে । ■ নির্মাণ এলাকার জন্য অগ্নি ঝুঁকি মূল্যায়ন করা, জ্বালানী এবং ইগনিশনের উৎস সনাক্তকরণ এবং সাধারণ অগ্নি সতর্কতা স্থাপন করুন, যার মধ্যে পালানোর উপায়, সতর্কতা এবং আগুন লাগলে অগ্নিনির্বাপনের উপায়সহ অগ্নি সতর্কতার দিকগুলোর নির্দেশনা থাকতে হবে । ■ সাইটে কর্মীদের সতর্ক করার জন্য একটি ব্যবস্থা পদ্ধতি থাকতে হবে । এটি আগুন লাগলে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে কেন্দ্র হতে সতর্কসংকেত বেজে উঠার মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে । ■ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলো সাইটের চারপাশে চিহ্নিত ফায়ার পয়েন্টগুলোতে হওয়া উচিত । নির্বাপক যন্ত্রগুলো সম্ভাব্য আগুনের প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত হতে হবে । ■ সকল পক্ষের সাথে ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্ল্যান (ERP) প্রতিষ্ঠা এবং অবহিত করতে হবে, ERP অধীনে মূলত নির্দিষ্ট কিছু পূর্বাভাসমূলক জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা, সাংগঠনিক ভূমিকা এবং কর্তৃপক্ষ, দায়িত্ব এবং দক্ষতা, জরুরি প্রতিক্রিয়া এবং নিরাপদ নির্গমন প্রক্রিয়া, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের মহড়ার ব্যবস্থা থাকবে । ■ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নিরাপদ এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক; খোলা সিস্টেমে কাজ করা যাবে না । ■ কেবলমাত্র উপযুক্ত অনুমোদিত ব্যক্তিরা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, বৈদ্যুতিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) সরবরাহ করতে হবে । ■ বাংলাদেশের শ্রম আইনের বিধি অনুযায়ী প্রতিটি সাইটে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী থাকবে ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC-এর পরিবেশ পরামর্শদাতার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন ও জেন্ডার বিশেষজ্ঞ

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
নির্মাণ কাজের সময় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি পূর্ণ কাজ যেমন: কায়িক শ্রম জনিত কাজ এবং মাংশপেশীর সমস্যা, হাত-বাহুর কম্পন, অস্থায়ী বা স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাস, তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত শারিরিক সমস্যা এবং চর্মরোগ	▪ আঠালো ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিবায়োটিক মলম, অ্যান্টিসেপটিক ওয়াইপস, অ্যাসপিরিন, নন-ল্যাটেক্স গ্লাভস, কাঁচি, থার্মোমিটার, ইত্যাদি সহ প্রাথমিক চিকিৎসা কিট ঠিকাদারকে সাইটে রাখতে হবে । ▪ জরুরি উচ্ছেদ প্রতিক্রিয়া ঠিকাদার দ্বারা প্রস্তুতি করা হবে এবং প্রাসঙ্গিক কর্মীদের মক-আপ ড্রিলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে । ▪ সমস্ত সরঞ্জামাদি কাজের জন্য উপযুক্ত তা নিশ্চিত করতে হবে (নিরাপত্তা, আকার, শক্তি, দক্ষতা, কর্ম-উপযোগিতা, খরচ, ব্যবহারকারীর গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি), নিম্ন কম্পন সৃষ্টিকারী সরঞ্জাম যেটা কাজের জন্য উপযুক্ত তা নিশ্চিত করতে হবে । ▪ সমস্ত সরঞ্জাম এবং অন্যান্য কাজের সরঞ্জামগুলো রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচি এবং প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন । ▪ নিয়মিত কাজের কারণে সৃষ্ট শব্দ কতটা দূষণ প্রবণ তা মূল্যায়ন এবং শব্দ দূষণের ক্ষেত্র কারণ এবং দূষণ সৃষ্টিকারী সরঞ্জামগুলোর সৃষ্ট শব্দের মাত্রার সমীক্ষা করা হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । ▪ অত্যধিক গরমের কারণে সৃষ্ট অসুস্থতা যেমন: হিট ক্র্যাম্প, অত্যধিক তাপের কারণে ক্লান্তি, হিট স্ট্রোক, পানিশুন্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্মাণের পর্যায়ে জড়িত সমস্ত কর্মীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং অবহিত করতে হবে । ▪ সাইটের বিভিন্ন স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করুন, ▪ যতদূর সম্ভব এক্সপোজারের ঝুঁকি দূর করুন, যেখানে প্রয়োজন সেখানে যথাযথ PPE সরবরাহ করুন এবং সন্তোষজনক ওয়াশিং এবং পরিবর্তনের সুবিধা রয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে । ▪ ঝুঁকিতে থাকা সমস্ত কর্মী সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন তা নিশ্চিত করুন । কিভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হয় সে বিষয়ে তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত এবং সঠিক পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর তদারকি করা উচিত ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC- এর পরিবেশগত পরামর্শদাতার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয় ও জেন্ডার বিশেষজ্ঞ

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থাসমূহ

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
প্রাণিকূলের জন্য শব্দের ব্যাঘাত	■ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামগুলোতে নয়েজ ড্যাম্পেনার রয়েছে তা নিশ্চিতকরণ। ■ যতটা সম্ভব রাতের কার্যকলাপ এড়িয়ে চলুন। ■ নিয়মিত তৃতীয় পক্ষ দ্বারা শব্দের মাত্রা পর্যবেক্ষণ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ
বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে অনিচ্ছাকৃত গ্যাসীয় নির্গমন পার্শ্ববর্তী পশুপাখি ও মানুষের ক্ষতি করতে পারে	■ প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচি অনুসরণ করা হয় তা নিশ্চিতকরণ। ■ সম্ভাব্য গ্যাস নির্গমন পয়েন্টের নিয়মিত পরিদর্শন।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ
ল্যাট্রিন এর লিকেজ থেকে দূর্গন্ধ এবং দূষণ এবং মানব বর্জ্যর কারণে আশেপাশের জলাশয়, উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতকে প্রভাবিত করে	■ প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচি অনুসরণ করা হয় তা নিশ্চিতকরণ। ■ সম্ভাব্য লিকিং পয়েন্টগুলোর নিয়মিত পরিদর্শন।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC র পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ
বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে অনিচ্ছাকৃত গ্যাস নির্গমন যা চারপাশের প্রাণীকূলের জন্য ক্ষতিকর	■ কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা নিশ্চিতকরণ। ■ প্রাপ্ত ভূমি এবং জলাশয়ের নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষণ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ
অত্যধিক প্রত্যাহার কারণে ভূগর্ভস্থ পানির ড্রপ	■ নিষ্কাশন হার পর্যবেক্ষণ ■ অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার সাথে সমন্বয় ■ ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের নিয়মিত তৃতীয় পক্ষ পর্যবেক্ষণ	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC র পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ
মোবাইল ডিস্যালিনেশন প্যান্ট থেকে পানি উত্তলনের কারণে পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন	■ মোবাইল প্ল্যান্ট স্থাপনের আগে উপযুক্ত পানির উৎসের অবস্থান চিহ্নিত করুন ■ নিষ্কাশন হার পর্যবেক্ষণ ■ ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষণ	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
মোবাইল ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট থেকে ব্রাইন/লবনাক্ত ওয়াটার নিঃসরণের কারণে দূষণ হয়	■ লবণাক্ত পানি যাতে খোলা জলাশয়ে সরাসরি নিষ্কাশিত না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে ■ লবণাক্ত পানি কোন আধারে সংরক্ষণ করে এবং পানি বাষ্পীভূত করে লবণকে পৃথক করতে হবে	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
সৌর চালিত সিস্টেম থেকে কঠিন বর্জ্যের অনুপযুক্ত নিস্পত্তি ভূমি এবং জল দূষণের কারণ হতে পারে	▪ কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ ▪ ভূমি এবং জলাশয় গ্রহণের নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে হবে	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

বহিরাগত শ্রমিক ব্যবস্থাপনা

নির্মাণ কাজের সময় DRP-র বাইরেও অন্যান্য এলাকার শ্রমিক কাজে লাগতে পারে, তাই শ্রমিক নিয়োগের তথা আবাসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সম্ভাব্য সমস্যাগুলো নিরসনের ধাপগুলো সঠিকভাবে প্রতিটি ক্রয় প্যাকেজে ঠিকাদার বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করেছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। শিশু শ্রমের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে শ্রমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বয়স যাচাই করতে হবে। সেই সাথে, ওয়েলফেয়ার কর্মসূচির আওতায় নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য আলাদা সুযোগ থাকায় তাঁদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিকাদারকে পরিবেশ এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতাগুলোও মেনে চলতে হবে (যেমন: OHS) এবং মেনে না চললে সেক্ষেত্রে প্রতিকার কি হবে তা চুক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকবে। সামগ্রিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বিধিমালা মেনে চলা হচ্ছে কিনা তার দায়িত্বে থাকবে ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত একজন সামাজিক সুরক্ষা অফিসার; যিনি PIU/ সামাজিক সুরক্ষা দল কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার জেন্ডার এবং শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা সংস্থা (ফার্ম) এবং/ অথবা PIU এর সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ ঠিকাদারদেরকে শ্রমিকদের কাজের অবস্থা এবং বহিরাগত শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দিবে। ঠিকাদারগণ প্রতি মাসে স্থানীয় এবং বহিরাগত (প্রকল্প প্রভাব অঞ্চলের বাইরে থেকে আগত) শ্রমিকদের সংখ্যা উল্লেখ করে এবং শ্রমিক ও বহিরাগত শ্রমিকদের প্রবেশের কারণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা তা উল্লেখ করে PIU কে একটি রিপোর্ট জমা দিবে।

নির্মাণ কাজের সময়, এক ধরণের স্ক্রীনিং/বাছাই পরিচালনা করতে হবে এবং বিশ্বব্যাংকের কাছে তা জমা দিতে হবে। MoDMR এবং DPHE ঠিকাদারদের সহায়তায় যত বেশি সম্ভব স্থানীয় শ্রমিকদের কাজে যুক্ত করবে। শ্রমিকদের কাজে যুক্ত করার আগে, স্থানীয় কমিউনিটির মানুষদের সাথে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ সভা করে নিতে হবে। সে সকল শ্রমিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁদের জন্য আলাদা আচরণবিধি তৈরি করে রাখতে হবে। MoDMR এবং DPHE উভয়েই ঠিকাদারদের সহায়তায় একটি সাধারণ স্ক্রীনিং পরিচালনা করবে। যদি আরও বিস্তৃতি তথ্যের দরকার হয়, তবে বিস্তৃতি স্ক্রীনিং পরিচালনা করতে হবে। এই স্ক্রীনিং রিপোর্ট বিশ্বব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে।

কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে প্রকল্প সংলগ্ন এলাকা থেকে স্টাফ এবং শ্রমিক নিয়োগ করার জন্য ঠিকাদারকে প্রাধান্য দিতে হবে। শ্রমিক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঠিকাদার স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার, হাসপাতালে ভর্তি, এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রভৃতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে। ঠিকাদার স্বাস্থ্যবিধি (হাইজিন) অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং শ্রমিকদের বা আশেপাশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটলে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবে। HIV / AIDS সহ যৌনবাহিত রোগের (STD) বিষয়ে ঠিকাদার নিয়মিত ভাবে তার কর্মীদের এবং স্থানীয়দের মাঝে যোগ্যতাসম্পন্ন পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করবে। সাইটে বা সাইটের আশেপাশের জনগোষ্ঠী, সম্পদের শান্তি এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদার প্রয়োজনীয় সব ধরণের পদক্ষেপ এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কর্মক্ষেত্র এবং শ্রম বাসস্থান এলাকা যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী দিতে হবে, যাতে আশেপাশে বসবাসকারীদের কোন ধরণের বিরক্তির অবস্থার মধ্যে না পড়তে হয়।

ঠিকাদার সাইটে শ্রমিক নিয়োগের একটি সম্পূর্ণ এবং সঠিক প্রতিবেদন প্রতি মাসে MoDMR এবং DPHE এর কাছে জমা দিবে। এই রিপোর্টে শ্রমিকদের নাম, বয়স, জেন্ডার, কত ঘণ্টা কাজ করেছেন এবং কত টাকা মজুরি দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ থাকবে।

উপকরণ নং ৮.৩ ঠিকাদারের দরপত্র তৈরির জন্য নির্দেশিকা

আগ্রহী ঠিকাদারদের প্রস্তুত করা বিড ডকুমেন্টগুলোতে (নথিগুলো) ESMP এর পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাই দরপত্র নথি প্রস্তুত করার সময় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (PIU) নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেঃ

- ঠিকাদারদের জন্য প্রাসঙ্গিক সকল প্রাসঙ্গিক ESMP আইটেম দরপত্র নথি (স্পেসিফিকেশন্স এবং BoQ) তে উল্লেখ করা থাকবে
- নির্মাণ কাজের জন্য নির্ধারিত চুক্তিগুলোতে পরিবেশগত, সামাজিক এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের কাছে স্পষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে হবে
- পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং ESMP বাস্তবায়নের পূর্বকার রেকর্ড দেখানোর জন্য সহায়ক নথি/ উপকরণ দরদাতাদের জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশাবলীতে থাকবে
- জমা দেওয়া বিড মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ESMP মেনে চলার জন্য কি প্রতিক্রিয়া এবং তার জন্য কেমন খরচ রাখা হয়েছে সেটার একটা মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

উপকরণ নং ৮.৪ প্রাতিষ্ঠানিক এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা

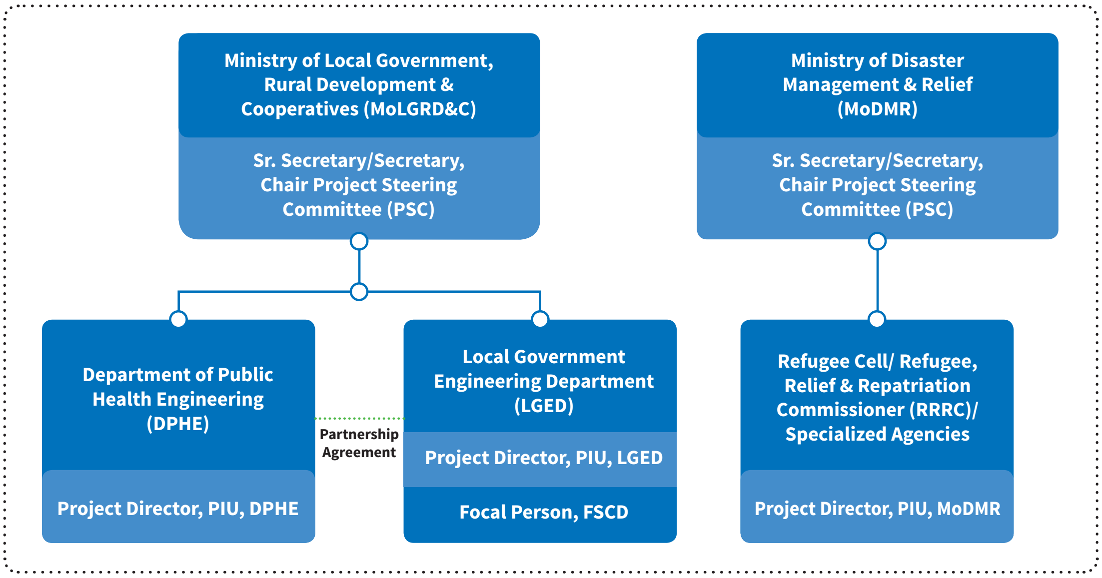

চিত্র ১৫: সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

এ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পরিচালনার জন্য সরকারের সার্বিক দায়িত্বে থাকবে স্থানীয় সরকার, পল্লী ও সমবায় উন্নয়ন মন্ত্রনালয় (MOLGRD&C) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MODMR).

প্রকল্পটি তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর -LGED, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর DPHE, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়- MODMR) বাস্তবায়ন করবে। সমস্ত কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে রেফিউজি, রিলিফ অ্যান্ড রিপ্রেটিশন কমিশনার (RRRC) দ্বারা সমন্বয় করা হবে।

সরকারের কার্যপ্রণালি বিধি অনুসারে, PIU তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির কাছে (PSC) রিপোর্ট করবে। একটি PSC এর সভাপতিত্ব করবেন সিনিয়র সচিব/সচিব, LGD, MOLGRD&C এবং আরেকটি PSC এর সভাপতিত্ব করবেন সিনিয়র সচিব/সচিব, MODMR।

সামগ্রিক বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং কৌশল এর অংশ হিসেবে দুটি PSC নিজ নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভাগ/সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের অর্ন্তভুক্ত করবে।

PSC এর দায়িত্ব হবে- (১) বাস্তবায়ন পরামর্শ এবং পরিচালনামূলক নির্দেশনা দেয়া; (২) আর্থিক এবং ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা; (৩) যে কোন বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধান করা; (৪) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অন্য কোন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া।

প্রকল্পের অধীনে সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব পালন করবেন। LGED, DPHE, MODMR যৌথ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করবে। LGED, DPHE, MODMR – PIU গুলোকে প্রয়োজন অনুসারে ব্যাংকের সম্মতি সাপেক্ষে অতিরিক্ত কর্মীদের দ্বারা শক্তিশালী করা যেতে পারে । LGD (DPHE থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অর্ন্তভুক্ত করে) এবং MODMR পৃথক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং বিশ্ব ব্যাংককে ত্রৈমাসিক ভাবে দিবে।

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান বাস্তবায়ন সংস্থা অনুসরণ করবে এবং বিদ্যমান সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।

নির্মাণ পর্ব

PIU এর সিনিয়র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

ESMP এবং অন্যান্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য PIU পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করবে। তারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিশ্ব ব্যাংকের সেফগার্ডস টিম, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখবে। বিশেষজ্ঞরা পরিবেশ দূষণ ব্যবস্থা যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে।

PIU এর বন বিশেষজ্ঞ

PIU তে একজন বন বিশেষজ্ঞ থাকবে যার দায়িত্বের মধ্যে বন গ্রাসের বিরূপ প্রভাবগুলো হ্রাস এবং বনায়নের সুবিধাগুলো বৃদ্ধি করা। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিনি বন বিভাগ, বিশ্ব ব্যাংকের সেফগার্ড টিম, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

PIU এর সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞগণ

ESMP এবং অন্যান্য সামাজিক পরিচালনার দায়িত্বগুলো বাস্তবায়নের জন্য PIU এর ডেডিকেটেড সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ থাকবে। তারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিশ্ব ব্যাংকের সামাজিক সুরক্ষা দল, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখবে। বিশেষজ্ঞরা সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নির্মাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে।

PIU এর মধ্যে জেন্ডার বিশেষজ্ঞ

জেন্ডার ভিত্তিক সকল প্রকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য PIU একজন জেন্ডার ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিবে। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিশ্ব ব্যাংকের সেফগার্ডস দল, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে। বিশেষজ্ঞরা নির্মাণ কার্যক্রমগুলোর সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার সংক্রান্ত দিকগুলোও নিরীক্ষণ করবে এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করবে।

ঠিকাদার এর পরিবেশগত সুরক্ষা সুপারভাইজার

ঠিকাদার একটি নির্মাণ সাইটে একজন ডেডিকেটেড, যোগ্য এবং অভিজ্ঞ, সাইট ভিত্তিক পরিবেশ সুপারভাইজার নিয়োগ করবে। এই পরিবেশগত সুরক্ষা সুপারভাইজার এর দায়িত্ব হবে ESMP এর বিভিন্ন দিকগুলো বাস্তবায়ন করা যাতে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলোর পাশাপাশি নির্মাণ কাজগুলোর সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকে। পরিবেশ সুপারভাইজার নির্মাণ কর্মীদের জন্য পরিবেশগত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে। তাকে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞ এবং পরিবেশ বিজ্ঞান/প্রকৌশলে স্নাতক হতে হবে।

ঠিকাদারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকর্তা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকর্তা সামাজিক নিরাপত্তা, জেন্ডার ও শ্রম সম্পর্কিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবেন। ESMP এর অধীনে PIU সোস্যাল সুরক্ষা ফার্মগুলোকে সাথে নিয়ে নিশ্চিত করবে যে সকল ঠিকাদার এবং যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত রয়েছে তাদের প্রাথমিক এবং চলমান সামাজিক সুরক্ষা ও জেন্ডার সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ যথেষ্ট।

পরিবেশগত ও সামাজিক সহায়তা সংস্থা

এই সংস্থাগুলো PIU (এবং তাদের পরামর্শকগণ) মাঠ পর্যায়ের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত কার্যকলাপগুলো স্বাধীনভাবে তত্ত্বাবধান করবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি ঠিকাদারদের সকল প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিবে।

তত্ত্বাবধায়ন পরামর্শক

এই কনসালট্যান্ট নিশ্চিত করবে যে সমস্ত ভৌত কাজের নকশা পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিবেচনার ভিত্তিতে করা হয়েছে।

নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরামর্শদাতা

এই পরামর্শদাতাকে নিরীক্ষণের জন্য স্বাধীন ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পরিচালনা করতে হবে। বিশেষত, পরামর্শদাতা প্রশিক্ষণ রেকর্ড, GRM নিবন্ধন এবং ESMP পর্যবেক্ষণ নথি মূল্যায়ন করবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE): যেখানে প্রাসঙ্গিক, পরিবেশ অধিদপ্তর সাইট ক্লিয়ারেন্স এবং এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (ECC) দিবে।

পরিচালন পর্ব

LGED ও DPHE অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাসমূহ পরিচালনা করবে। ডেডিকেটেড ইঞ্জিনিয়ার (নির্বাহী প্রকৌশলী গ্রেডে) অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ডের অংশ হবে এবং প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষতিকারক পদক্ষেপগুলো নিরসন করবেন।

পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) বার্ষিক পরিবেশগত ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অবস্থার নিরীক্ষণ ও প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

মনিটরিং এবং রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক
মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক

পর্যবেক্ষণ কাঠামোর উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের পুরোটা সময় জুড়েই পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলোর যে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিকূলতা প্রতিরোধ, হ্রাস করা এবং যেখানে সম্ভব সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব নিরসনে কার্যকর সমতাবিধান করার যে সকল উপায়সমূহ নির্দেশিত হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ।

পরিমাণগত পর্যবেক্ষণ ফলাফল সংরক্ষণের জন্য PSC-র সহায়তায় PIU দ্বারা একটি ডাটাবেস তৈরি করা হবে । এটি নিম্নলিখিত তথ্য সম্বলিত তালিকা আকারে সাপ্তাহিক এবং মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম হবে:

- নমুনা সংগ্রহের স্থান
- নমুনা সংগ্রহে তারিখ এবং সময়
- পরীক্ষার ফলাফল
- নিয়ন্ত্রণ সীমা
- কর্মসীমা- নিয়ন্ত্রণসীমা লঙ্ঘন প্রতিরোধে যে পর্যন্ত পদক্ষেপ নেয়া উচিত
- নিয়ন্ত্রণসীমার কোনো লঙ্ঘন ঘটলে তার ব্যাখ্যা, যদি থাকে

নিরীক্ষণের তথ্য PIU প্রতিনিয়ত যাচাই করবে, যাতে এটি অযাচাইকৃত তথ্যসংরক্ষণ এড়াতে পারে । প্রশমন ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনাগুলো নিয়মিত এবং কার্যকরীভাবে যাতে প্রয়োগ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য ESMF পর্যবেক্ষণ করা হবে । PIU-র পরিবেশ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরা প্রশমন পরিকল্পনাগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ESMF পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিয়মিতভাবে মাঠ পরিদর্শন করবে ।

পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা ঃ

প্রকল্পের পর্যায়	কি	কখন	কে	কিভাবে
প্রস্তুতি	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	টেন্ডার নথি প্রস্তুত করার আগে	PD	প্রশিক্ষণ রেকর্ড পর্যালোচনা
প্রস্তুতি	পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর স্ক্রীনিং নিশ্চিতকরণ	অবস্থান এবং প্রান্তিককরণ PD দ্বারা নিশ্চিত হওয়ার পরে	পরিবেশ ও সামাজিক পরামর্শদাতাদের সাথে PIU	সম্পন্ন স্ক্রীনিং শীট পর্যালোচনাকরণ
নির্মাণ	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	মাসিক	PD	প্রশিক্ষণ রেকর্ড পর্যালোচনা
নির্মাণ	অভিযোগ রেকর্ড	মাসিক	PD	GRM রেজিস্টার পর্যালোচনা করুন
নির্মাণ	ESMP-তে বর্ণিত পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশমন/বর্ধিতকরণ ব্যবস্থা (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ) এবং দরপত্র দলিল এবং অনুমোদিত চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কিনা ।	মাসিক	PD	ESMP পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করুন
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	অভিযোগ রেকর্ড	মাসিক	PD	GRM রেজিস্টার পর্যালোচনা করুন
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশমন/ বর্ধিতকরণ ব্যবস্থা (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ) ESMP-তে বর্ণিত	মাসিক	PD	ESMP পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করুন

ESMP এর রিপোর্টিংঃ

প্রতিবেদন/ নথিপত্র	বর্ণনা	প্রস্তুতকারক	যার কাছে জমা দিতে হবে	কবে
প্রশিক্ষণের রেকর্ড	প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত সমস্ত প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের নিবন্ধন	PIU বা পরামর্শদাতাদের পরিবেশ ও সামাজিক সেল	PD	যেকোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ৩ সপ্তাহের মধ্যে
পূরণকৃত সেফগার্ড স্ক্রীনিং ফর্ম	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করে	PIU বা পরামর্শদাতাদের পরিবেশ ও সামাজিক সেল	PD	ফরম পূরণ করার পর
GRM রেকর্ডস	প্রাপ্ত অভিযোগের রেজিস্টার এবং গৃহীত পদক্ষেপ	নির্মাণ পর্বের সময় GRC বা পরামর্শদাতা এবং তারপরে প্রাসঙ্গিক বাস্তবায়ন সংস্থার কর্মকর্তা	PD	মাসিক
ESMP পর্যবেক্ষণ রেকর্ড	ESMP-তে সংজ্ঞায়িত হিসাবে ডেটা পর্যবেক্ষণ করা	ঠিকাদার, PIU এর পরিবেশ এবং সামাজিক সেল এবং/অথবা পরামর্শদাতা	PD	মাসিক বা ESMP প্রয়োজন অনুযায়ী

দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ঃ

বিষয়বস্তু	অংশগ্রহণকারী	দায়বদ্ধতা	সময়সূচি
সাধারণ পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা; প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা; ESIA-এর মূল ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); প্রশমন ব্যবস্থা; ESMP; স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ	নির্বাচিত LGI প্রতিনিধি এবং DPHE এবং PMU; PSC; PIU, ঠিকাদার	PSC	প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার আগে (প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করতে হবে)

বিষয়বস্তু	অংশগ্রহণকারী	দায়বদ্ধতা	সময়সূচি
সাধারণ পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক সচেতনতা; প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা; E&S স্ক্রীনিং; ESIA-এর মূল ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); ESMP; স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ	PSC; PIU; নির্বাচিত ঠিকাদারদের দল	PSC	মাঠ কার্যক্রম শুরু করার আগে (প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করতে হবে)
ESMP; আবর্জনার ব্যবস্থাপনা; HSE	ঠিকাদার, নির্মাণ দল	PIU	নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করার আগে (প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করতে হবে)
সড়ক নিরাপত্তা; আত্মরক্ষামূলক ড্রাইভিং; আবর্জনার ব্যবস্থাপনা; সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা।	চালক	ঠিকাদার	প্রকল্প পরিচালনার আগে এবং সময় (প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করতে হবে)
পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা আবর্জনার নিষ্পত্তি।	পুনরুদ্ধারকারী দল	ঠিকাদার	পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু করার আগেই
অপারেশন পর্যায়ের HSE	নির্বাচিত LGED, DPHE এবং MoDMR কর্মী	PSC	প্রকল্প পরিচালনার আগে এবং সময়

PSC-কে জমা দেয়ার জন্য PIU মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। এই রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে:

- ESMF এবং পরবর্তী ESIA, ESMP, ইত্যাদি বাস্তবায়নে অগ্রগতি।
- পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির ফলাফল, বিশেষত নিয়ন্ত্রণ মান, কর্মের মাত্রা, বা সাধারণ সাইট পরিচালনার মানমাত্রার বিচ্যুতির উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত।
- যে কোনো উদ্ভূত বিষয়সমূহ, যেখানে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা উপাত্ত পরিবেশগত/সামাজিক মূল্যায়নের সময় সংগৃহীত তথ্য বা উপাত্ত থেকে যথেষ্ট প্রকারেই ভিন্ন।
- বহিরাগত সংস্থাগুলোর দ্বারা গৃহীত কোন অভিযোগের সারসংক্ষেপ এবং গৃহীত পদক্ষেপ।
- আইন, প্রবিধান এবং আন্তর্জাতিক অনুশীলনের প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন বা সম্ভাব্য পরিবর্তন।

অধিবেশন ০৯

প্রশিক্ষণের সমাপনী

অধিবেশন ০৯

প্রশিক্ষণের সমাপনী

উদ্দেশ্য	**প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন এবং সমাপনী**
আলোচ্য বিষয়	■ অংশগ্রহণকারীগণকে উৎসাহ দেয়া ■ প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ■ ভবিষ্যতে আরো কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে কিনা সেটি নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা ও মতামত গ্রহণ
পদ্ধতি	আলোচনা, প্রশ্নমালা ও প্রশ্ন-উত্তর
উপকরণ	প্রশ্নমালা
সময়	৩০ মিনিট

ধাপ	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
ধাপ-১	■ অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-২	■ প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যাচাই প্রশ্নমালা বিতরণ করবেন, কারও প্রশ্নমালা বুঝতে অসুবিধা হলে সেটি বুঝিয়ে দেবেন ও সেটি পূরণ করতে সহযোগিতা করবেন। ■ প্রশ্নমালা পূরণ শেষ হলে সেগুলো সংগ্রহ করবেন।	৫ মিনিট
ধাপ-৩	■ সমাপনী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের স্বাগত জানাবেন এবং অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। ■ প্রশিক্ষণের সারসংক্ষেপ অতিথিদের সাথে আলোচনা করতে বলবেন। প্রশিক্ষক এই অংশটি সঞ্চালনা করবেন।	১০ মিনিট
ধাপ-৪	■ অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে হতে ২ জনকে (১ জন নারী ও ১ জন পুরুষ) প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তাদের মতামত দিবেন। ■ অতিথিরা নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করবেন। ■ প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণকে অতিথিদের নিকট হতে প্রশিক্ষণ সনদ গ্রহণ করবেন। ■ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষক অধিবেশন সমাপ্ত করবেন।	১০ মিনিট

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উপকরণ নং ৯.১ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যাচাই প্রশ্নমালা

প্রশিক্ষক নিজে নিম্নলিখিত দশটি প্রশ্নমালা তৈরি করবেন এবং এটির সাহায্যে অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যাচাই করবেন:

নং	প্রশ্নমালা	কতজন সম্মত	কতজন অসম্মত
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			

উপকরণ নং ৯.২ মুড মিটার

প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে আপনার নিরপেক্ষ মতামত দিন (যে কোন একটিতে টিক দিন) । অংশগ্রহণকারীগণকে মূল্যায়নে নিরপেক্ষভাবে যে কেউ সহায়তা করতে পারেন ।

বিষয়	সম্মত	মাঝামাঝি	অসম্মত	মোট/মন্তব্য
প্রশিক্ষণে নতুন কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি				
প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয় কাজে লাগাতে পারব				
কাজের ক্ষেত্রে আরও নিরাপদভাবে কাজ করতে সক্ষম হব				
প্রশিক্ষণের সামগ্রিক বিষয়বস্তু কাজের সাথে মিল ছিল				
প্রশিক্ষণের উপস্থাপনা, অধিবেশনের সময় ও প্রশিক্ষণ কৌশল অংশগ্রহণকারীগণের জন্য উপযুক্ত ছিল				

প্রেজেন্টেশন স্লাইড

এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক

ITN-BUET

অধিবেশনের রুপরেখা – প্রথম দিন

সময়	অধিবেশন
৯.০০-১০.০০	**অধিবেশন ০১:** ESMF এর ভূমিকা, উদ্দেশ্য শেয়ারিং, ESMF এর পটভূমি, প্রকল্পের বর্ণনা
১০.০০-১১.০০	**অধিবেশন ০২:** মাল্টি-সেক্টরাল প্রজেক্টের জন্য প্রাসঙ্গিক GoB নীতি ও গাইডলাইন, WB গাইডলাইন ও নীতি এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি
১১.০০-১১.৩০	চা বিরতি
১১.৩০-১.০০	**অধিবেশন ০৩:** পরিবেশগত এবং সামাজিক (E&S) বেসলাইন প্রস্তুতি
১.০০-২.০০	মধ্যাহ্নভোজ ও নামাজের বিরতি
২.০০-৩.৩০	**অধিবেশন ০৪:** সামাজিক ও পরিবেশগত (E&S) প্রভাব
৩.০০-৪.০০	চা বিরতি
৪.০০-৫.০০	**অধিবেশন ০৫:** প্রশমন ব্যবস্থা

ITN-BUET

অধিবেশনের রুপরেখা – দ্বিতীয় দিন

সময়	অধিবেশন
৯.০০-১০.৩০	**অধিবেশন ০৬:** স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
১০.৩০-১১.০০	চা বিরতি
১১.০০-১২.৩০	**অধিবেশন ০৭:** বাছাই/স্ক্রীনিং প্রতিবেদন
১২.৩০-২.০০	মধ্যাহ্নভোজ ও নামাজের বিরতি
২.০০-৩.৩০	**অধিবেশন ০৮:** পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP)
৩.৩০-৪.০০	**অধিবেশন ০৯:** কোর্সের মূল্যায়ন

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ১ঃ
পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF) এর ভূমিকা, উদ্দেশ্য শেয়ারিং, পটভূমি ও প্রকল্পের বর্ণনা

কাঙ্খিত ফলাফল

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- ESMF এর পটভূমি যেখানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে প্রবেশ, তাদের জনসংখ্যা, DRP এর অস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সহায়তা, World Bank-WB এর মধ্যমেয়াদী কার্জক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ESMF সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রকল্প চক্রে ESMF অপারেশনাল সিস্টেম জানতে পারবেন।
- ESMF এর প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা।
- মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবগত হবেন।

ITN-BUET

ESMF এর পটভূমি

- ESMF হল একটি প্রতিবেদন যা একটি সংস্থা/বিভাগকে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ণের জন্য নির্দেশিকা এবং পদ্ধতি প্রদান করে ।
- ESMF সাধারণত উন্নয়ন অংশীদারের প্রয়োজনে তৈরী করা হয়। এটি বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বাধ্যতামূলক নয়।
- যখন কোন প্রকল্পের বিবিধ উপ-প্রকল্প থাকে এবং উপ-প্রকল্পগুলির নকশা, ও অবস্থান প্রকল্প অনুমোদনের সময় চূড়ান্ত থাকে না, তখন সাধারণত EIA প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে ESMF প্রস্তুত করা হয়।
- ESMF সাধারণত EIA প্রস্তুতকরণের নির্দেশনা ও গাইডলাইন দিয়ে থাকে।
- পরিবেশ ও মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য ESMF কখন একটি গাইড হিসেবে কাজ করে।

ITN-BUET

ESMF এর পটভূমি

ESMF প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত অংশসমূহ থাকে

- প্রকল্পের বিবরণ
- নীতি, আইনি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো
- পরিবেশগত এবং সামাজিক বেসলাইন
- সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব
- স্ক্রীনিং এবং প্রভাব নিরসন
- স্টেকহোল্ডার পরামর্শ
- বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

ITN-BUET

EMCRP এর পটভূমি

- আগস্ট ২০১৭ থেকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ (আনুমানিক প্রায় ৯০০,০০০) বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা কক্সবাজারে প্রবেশ করেছে।
- প্রায় ৯০% DRP (Displaced Rohingya Population) বর্তমানে অপরিকল্পিত ক্যাম্পে বসতি স্থাপন করেছে এবং বাকিরা হোস্ট কমিউনিটি মধ্যে বসবাস করছে।
- DRP কে অস্থায়ী বাসস্থান এবং অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয় দেয় এমন এলাকায় যেখানে-
  - অবকাঠামো খুব দূর্বল
  - মৌলিক সেবার প্রাপ্যতার ঘাটতি প্রকট
  - প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঘুর্ণিঝড় এবং বন্যার ঝুঁকি রয়েছে

ITN-BUET

EMCRP এর পটভূমি

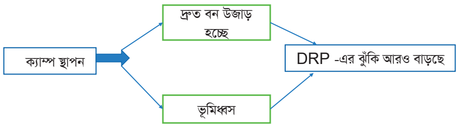

- World Bank কক্সবাজার জেলার মৌলিক অবকাঠামো পূরণের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক মধ্যমেয়াদী (৩ বছর) কার্যক্রম চালু করেছে।
- জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (JRP) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, WB-এর ধার্যকৃত মাঝারি মেয়াদে বেশ কয়েকটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করেছে
- বিদ্যমান প্রকল্পগুলির মাধ্যমে DRP কমিউনিটিকে সহায়তার জন্য অতিরিক্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছেঃ
  - Health Sector Support Project (P167672) (HSSP) (USD 50m)
  - Reaching Out of School Children (P167870) (ROSC) (USD 25m)

ITN-BUET

EMCRP এর পটভূমি

ব্যাংকের সাতটি কার্যক্রম DRP ডিআরপি এবং স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের বিভিন্ন মূল্যায়নের ভিত্তিতে চিহ্নিত ও নির্ধারিত করা হয়েছে :

(১) স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি;
(২) পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি;
(৩) সামাজিক সুরক্ষা;
(৪) দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
(৫) পরিবেশ;
(৬) জেন্ডার;
(৭) শিক্ষা;

ITN-BUET

ESMF এর প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য

- WB সেফগার্ডস পলিসিগুলির জন্য একটি সুরক্ষা উপকরণ হিসাবে ESMF প্রস্তুত করা প্রয়োজন যেখানে উপ-প্রকল্পগুলির সাইট এবং নকশা প্রকল্প প্রণয়ণের সময় জানা থাকে না।
- ESMF প্রতিটি উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা স্ক্রীনিং, ক্যাটাগরী নির্ণয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

ITN-BUET

ESMF কি এবং কেন?

কেন?
যখন উপপ্রকল্পগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে জানা সম্ভব হয় না

কি?
সমস্ত উপ- প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিকা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করা।

ফ্রেমওয়ার্ক
ESMF, EMF, ESSAF, RPF, IPPF

ITN-BUET

ESMF এর ধারণা

- যখন একটি প্রকল্পে একটি প্রোগ্রাম এবং/অথবা উপ-প্রকল্পের বিশদ চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত প্রভাবগুলি নির্ধারণ করা যায় না তখন ESMF প্রস্তুত করা হয়।
- ESMF প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে।
- ESMF এ পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করার জন্য নীতি, নিয়ম, নির্দেশিকা এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করে।
- প্রতিকূল প্রভাবগুলি হ্রাস, প্রশমিত করার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দেয়।
- প্রকল্পের প্রভাবগুলি মোকাবেলার জন্য সংস্থা বা সংস্থাগুলির ভূমিকা ESMF এ সন্নিবেশিত থাকে।

ITN-BUET

ESMF বাস্তবায়নে জড়িত পদক্ষেপ

- উপ-প্রকল্প বাছাই/স্ক্রীনিং
- EA চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন
- পৃথক উপ-প্রকল্পের জন্য EA এর সমস্ত অনুসন্ধান এবং ফলাফল পর্যালোচনা
- প্রশমন ব্যবস্থার বাস্তবায়ণ নিশ্চিত করণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে EMP প্রস্তুতকরণ)
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশ পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করা।

ITN-BUET

ESMF বাস্তবায়নে জড়িত পদক্ষেপ

একটি নির্দেশিকা নথি হিসাবে, ESMF নিশ্চয়তা প্রদান করে যে:

- উপ-প্রকল্প সকল সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে গ্রহণ করা হবে।
- উপ-প্রকল্প সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং জেন্ডার সংবেদনশীল হবে।
- প্রকল্প প্রণয়ন ও নকশা চলাকালীন, নির্মাণ ও বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব দেখা দিতে পারে যা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নত পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা নিশ্চিত করবে।
- পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ যথাযথভাবে প্রস্তুত ও অনুসরণ করা হবে।
- সুরক্ষার ব্যবস্থাসমূহ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন কার্যকরী নীতি ও পদ্ধতির, এবং জাতীয় আইন ও প্রবিধানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

ITN-BUET

প্রকল্প চক্রে ESMF

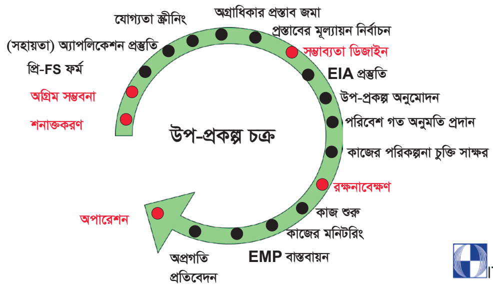

ITN-BUET

মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের বিবরণ

মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের নিম্নলিখিত উপাদান রয়েছে:

উপাদান ১ মৌলিক পরিষেবা এবং দুর্যোগ প্রতিরোধী অবকাঠামো সরবরাহকে শক্তিশালীকরণ
- উপ-উপাদান ১.A: পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন
- উপ-উপাদান ১.B: মৌলিক পরিষেবা, অবকাঠামো, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

উপাদান ২ কমিউনিটির স্থিতিস্থাপকতার শক্তিশালীকরণ
- উপ-উপাদান ২.A: কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার
- উপ-উপাদান ২.B: ইনক্লুসিভ কমিউনিটি সার্ভিসেস

উপাদান ৩ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
- উপ-উপাদান ৩.A: এলজিডি, এফএসসিডি এবং এলজিআইগুলির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
- উপ-উপাদান৩.B: MODMR এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

উপাদান ৪ কন্টিনজেন্ট ইমার্জেন্সি রেসপন্স কম্পোনেন্ট (CERC)

ITN-BUET

মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের কার্যক্রম

- পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি উপ-প্রকল্প
- বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন
- রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ, ড্রেন, স্ট্রিট লাইট এবং মার্কেট এর যথাযথ যোগাযোগ ব্যবস্থা
- গ্রামীণ বাজার মেরামত, পুনর্বাসন এবং নির্মাণ
- অবকাঠামো প্রতিরক্ষামূলক কাজ
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- প্রকল্পের প্রভাব এলাকা (PIA) উপ-প্রকল্প কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে
- কিছু উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমের পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে
- PIA-এর জন্য নির্দেশিকাগুলি প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি প্রতিটি উপ-প্রকল্প কার্যকলাপের ডিকমিশনিং পর্যায়গুলির জন্য বিভিন্ন নির্দেশিকা প্রদান করে
- প্রকল্পের প্রভাব এলাকার মধ্যে কাঁচামালের সোর্সিং অবস্থানগুলিও বিবেচনা করা প্রয়োজন

ITN-BUET

প্রকল্প প্রভাবিত এলাকা

- প্রকল্প প্রভাবিত এলাকা উপ-প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হবে। যদিও কিছু কার্যক্রম (যেমনঃ নলকূপ, পায়খানা) নির্ধারিত স্থানে হবে, তবে অন্যান্যগুলি হবে না (যেমন-প্রস্তাবিত স্থানান্তরযোগ্য ডিস্যালিনেশনপ্ল্যান্ট)
- যদি শুধু প্রত্যক্ষ প্রভাব বিবেচনা করা হয় তাহলে উপ-প্রকল্পের কিছু কার্যক্রমের এমন পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে যা বৃহত্তর প্রকল্প এলাকাকে প্রভাবিত করতে পারে

ITN-BUET

প্রকল্প প্রভাব এলাকার (PIA) মানচিত্র

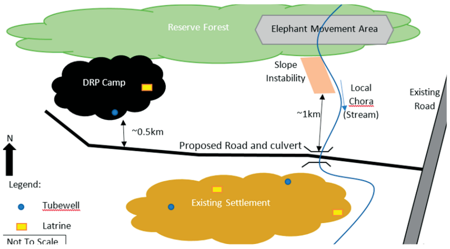

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ২ঃ

মাল্টিসেক্টরাল প্রজেক্টের জন্য প্রাসঙ্গিক GOB নীতিমালা, আইন, WB নির্দেশনা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি

কাঙ্খিত ফলাফল

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরাঃ

- মাল্টি-সেক্টরাল প্রজেক্টের জন্য প্রাসঙ্গিক সরকারি নীতিমালা, আইন এবং নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক World Bank (WB) নির্দেশনা এবং
- প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ITN-BUET

প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত আইন এবং বিধি

বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন, বিধি, কৌশল ও নির্দেশিকার মধ্যে রয়েছেঃ

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২)
- বন আইন (১৯২৭, সংশোধিত ১৯৯০ এবং ২০০০)
- জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা (১৯৯২)
- বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালে প্রণীত এবং ১৯৯৪ সালে সংশোধিত)
- জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NEMAP, ১৯৯৫)
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ECA, ১৯৯৫)
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ECR, ১৯৯৭)
- জাতীয় পানিসংক্রান্ত নীতিমালা (১৯৯৯)
- পরিবেশ আদালত আইন (২০০০, ২০১০ সালে পরিমার্জিত)
- জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০১, ২০০৪ সালে অনুমোদিত)

ITN-BUET

প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত আইন এবং বিধি

বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন, বিধি, কৌশল ও নির্দেশিকার মধ্যে রয়েছেঃ

- উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা (CJEDPO) (২০০৫) এবং উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল (২০০৬)
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন (২০১২)
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (২০১২)
- বাংলাদেশ পানি আইন (২০১৩)
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৬)
- বাংলাদেশ জীব বৈচিত্র্য আইন (২০১৭)
- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬
- বাংলাদেশ শ্রম বিধি ২০১৫

ITN-BUET

প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত আইন এবং বিধি

❑ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

পরিবেশ সুরক্ষার সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং এ বিষয়গুলির নিরাপত্তা যুক্ত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮এ অনুচ্ছেদ ২০১২ সালে (১৫ তম সংশোধনী) সংশোধন করা হয়।

❑ বন আইন (১৯২৭, সংশোধিত ১৯৯০ এবং ২০০০)

- সরকারকে বনভূমির যে কোনো এলাকা সংরক্ষিত হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার দেয়, যা সরকারকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে অনুমোদন করে।
- বেসরকারি বন অধ্যাদেশের মাধ্যমেও সরকার বেসরকারি বনগুলিতে কিছু নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারে।
- সংরক্ষিত বা প্রাকৃতিক বনের প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য ক্ষতিকর যে কোনও কাজ বর্জন বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেমন: বনভূমি অপসারণ, কাঠ কেটে ফেলা, দাবানল, গাছ কাটা, চাষাবাদ বা অন্য কোনো কারণে জমি বনশূণ্য করা, শিকার করা এবং পানি দূষণ।

ITN-BUET

প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত আইন এবং বিধি

❑ বাংলাদেশ জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা ১৯৯২

পরিবেশ সংরক্ষণের কাঠামো প্রদান করে থাকে। এই নীতিমালাটি পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে নজর রাখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলির টেকসই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও নীতিমালাটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

❑ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ECA, ১৯৯৫)

- সংকটপূর্ণ পরিবেশ এলাকা ঘোষণা
- যেসকল গাড়ি থেকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া নির্গত হয় সেগুলির জন্য প্রবিধান।
- সমস্ত শিল্প ইউনিট এবং প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ক্লিয়ারেন্স সনদ।
- শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ - নির্গমণ অনুমতি।
- বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বাতাস, পানি, শব্দ এবং মাটির গুণগত মান বা সীমা প্রবর্তন।
- বর্জ্য নির্গত করার জন্য নির্দিষ্ট মান বা সীমা প্রবর্তন।
- বিধান মেনে না চলার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

ITN-BUET

প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত আইন এবং বিধি

❑ পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা (ECR, ১৯৯৭)

- বিশুদ্ধ বায়ু, বিভিন্ন ধরনের পানি, শিল্প বর্জ্য নির্গমণ, শব্দ, যানবাহন নিষ্কাশন ইত্যাদির জন্য জাতীয় পরিবেশগত মান নির্ধারণ।
- পরিবেশগত ক্লিয়ারেন্স সনদ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এবং পদ্ধতি।
- শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বিভাগ অনুযায়ী প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষা (IEE) এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট, EIA) এর প্রয়োজনীয় বিষয়াদি।

❑ জাতীয় পানি সংক্রান্ত নীতিমালা (১৯৯৯)

- জলাভূমির অবক্ষয় এবং বনভূমির হ্রাস; জীব বৈচিত্র্য হ্রাস, জলাভূমি ক্ষতি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের আবাসস্থলের ক্ষতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে।
- এই নীতিটি পানি দূষণ, স্যানিটেশন এবং পানযোগ্য পানি সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতিও আলোকপাত করে।

ITN-BUET

প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত আইন এবং বিধি

❑ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP, ২০০১, ২০০৪ সালে অনুমোদিত)

বাংলাদেশে পানি সম্পদ উন্নয়নে প্রকল্প প্রস্তুত করার জন্য প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগ, এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি কাঠামো প্রদানের জন্য প্রণীত।

❑ উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা (CJEDPO) (২০০৫)

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম সংগঠন ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে।

❑ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন (২০১২)

বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য প্রণীত সর্বোচ্চ আইন। উক্ত আইনের অধীনে, কোনও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনভূমি, ভূমি বা জলাভূমিকে ইকো পার্ক, সাফারি পার্ক, বোটানিকাল গার্ডেন বা প্রজনন স্থল হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারে।

ITN-BUET

প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত আইন এবং বিধি

❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (২০১২)

দেশের দুর্যোগ সম্পর্কিত প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া এবং জরুরি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আইনী কাঠামো প্রদান করে। এই আইনটিতে দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ (SOD) সম্পর্কিত নির্দিষ্ট নিবন্ধন রয়েছে।।

❑ বাংলাদেশ পানি আইন (২০১৩)

জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ণের মাধ্যমে দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত।

❑ পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৬)

পরিবেশগতভাবে দুর্বল এবং সংবেদনশীল অঞ্চল এর ক্ষেত্রে ECA ১৯৯৫ এবং উঈজ ১৯৯৭ এর জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে।

❑ বাংলাদেশ জীব বৈচিত্র্য আইন (২০১৭)

জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠনের জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে ।

ITN-BUET

WB এবং আন্তর্জাতিক নীতি, বিধি, আইন

❑ মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক WB (World Bank) নীতিসমূহঃ

- Environmental Assessment (OP/BP 4.01)
- Natural Habitat (OP/BP 4.04)
- Pest Management (OP 4.9)
- Forest (OP/BP 4.36)
- Indigenous People (OP 4.10)
- Physical Cultural Resources (OP/BP 4.11)
- Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12)
- Project in Disputed Areas (OP 7.60)
- Safety of Dams (OP 4.37)

ITN-BUET

WB এবং আন্তর্জাতিক নীতি, বিধি, আইন

❑ পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা

প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমনঃ

- প্রবেশযোগ্য সড়ক নির্মাণ
- দুর্যোগ প্রতিরক্ষায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- বিশুদ্ধ পানি এবং স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা
- জ্বালানি কাঠের উপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে বিকল্প ধরনের রান্নার চুলার অন্তর্ভুক্তিকরণ

কার্যক্রমের ধরনের উপর ভিত্তি করে, ইএইচএস (EHS) ৩ ধরনেরঃ

- ➢ সাধারণ EHS নির্দেশিকা
- ➢ নির্মাণ উপাদানের জন্য EHS নির্দেশিকা
- ➢ বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশন জন্য EHS নির্দেশিকা

ITN-BUET

WB এবং আন্তর্জাতিক নীতি, বিধি, আইন

❑ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিসমূহঃ

- Convention on Protection of birds, Paris, 1950
- International Plant Protection Convention, Rome, 1951
- International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, Brussels, 1969
- Ramsar Convention 1971
- World Heritage Convention 1972
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) 1973
- Convention Concerning the Protection of Workers Against Occupational Hazards in the Working Environment due to Air Pollution, Noise and Vibration, Geneva, 1974

ITN-BUET

WB এবং আন্তর্জাতিক নীতি, বিধি, আইন

❑ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিসমূহঃ

- Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals, Bonn, 1977
- Convention Concerning the Prevention and Control of Occupational Hazards caused by Carcinogenic Substances and Agents, Geneva, 1979
- Convention Concerning Occupational Safety and Health and the Working Environment, Geneva, 1981
- Occupational Health Services (Geneva) 1985
- Vienna Convention for Protection of the Ozone Layer, Vienna, 1985
- Basel Convention on Control of Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Basel, 1989
- Civil liability on transport of dangerous goods (Geneva), 1989
- Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, London, 1990

ITN-BUET

WB এবং আন্তর্জাতিক নীতি, বিধি, আইন

❑ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিসমূহঃ

- London Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, London, 1990
- Rio Declaration, 1992
- Biodiversity Convention 1992
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), New York, 1992
- International Convention on Climate Changes (Kyoto Protocol), 1997
- Protocol on biological safety (Cartagena Protocol), 2000
- Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 2010
- Paris Climate Agreement, 2015
- International Health Regulation

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ৩ঃ
পরিবেশগত এবং সামাজিক (E&S) বেসলাইন

কাঙ্খিত ফলাফল

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- পরিবেশের বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আর্থ-সামাজিক বেসলাইন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ITN-BUET

পরিবেশগত বেসলাইন

একটি ESMF-এর জন্য, প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ও সমাজের প্রকল্প-পূর্ব অবস্থা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

❑ **ভৌত পরিবেশ**

- জলবায়ু: তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির তারতম্য।
- জল সম্পদ: ভূপৃষ্ঠের ও ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ এবং গুণগতমান।
- বায়ুর গুণমান এবং শব্দের পরিমাপ।
- মাটির গুণমান।

❑ **জীববৈচিত্র্য - উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বর্ণনা।**

ITN-BUET

ভৌত পরিবেশ বেসলাইন: জলবায়ু

- প্রকল্প এলাকা ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল
- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় সাধারণত এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে
- কক্সবাজারে বার্ষিক বৃষ্টিপাত জাতীয় গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় প্রায় ৪৫ মি.মি. বেশি। টেকনাফে বার্ষিক বৃষ্টিপাত জাতীয় গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় ৬৫ মি.মি. বেশি।

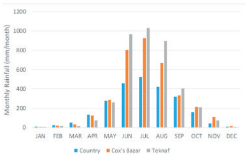

Source: BMD

ITN-BUET

ভৌত পরিবেশ বেসলাইন: হাইড্রোলজি

- পরিবর্তিত ভূমিরূপ এবং ভূসংস্থানের দরুণ প্রকল্পের এলাকার হাইড্রোলজি জটিল প্রকৃতির
- বৃষ্টিপাত এবং উঁচুভূমি থেকে প্রবাহিত পানি এবং সমতলের মাঝে বিক্ষিপ্ত উঁচু-নিচু অবস্থান বনাঞ্চলে ভূপৃষ্ঠস্থ হাইড্রোলজির ধরণ নিয়ন্ত্রণ করে
- প্রকল্প এলাকা পাহাড়ী ঢাল এলাকা হাইড্রোলজি দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যেখানে অনেকগুলি ঝিরি দিয়ে পানি পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগরে এবং পূর্ব দিকে নাফ নদীতে পতিত হয়।
- প্রধান খালগুলি হল: রেজু, ইনানী, মানখালী, রাজকোরা এবং মাঠভাঙ্গা। এখানে কিছু অগভীর খাদ এবং জলাভূমি রয়েছে যা পরিযায়ী পাখি, মাছ, এবং স্থানীয় জীবিকার উৎস।

ITN-BUET

ভৌত পরিবেশ বেসলাইন: হাইড্রোজিওলজি

- প্রকল্প এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশ ভিন্ন। অঞ্চলটি UNDP এর ১৯৮২ সালের শ্রেণীবিভাগের অধীনে জোন N এর অংশ
- এই অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির প্রকৃতি জটিল যা তলদেশের জটিল স্তরবিন্যাসকৃত টারসিয়ারি পলি দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থায় কোনও আর্সেনিক সমস্যা নেই এবং পানির উৎসগুলির দূষণের জন্য পয়:নিষ্কাশনজনিত দূষণ সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়।
- উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত ভূগর্ভস্থ পানিতে উচ্চ মাত্রায় লবণ বিদ্যমান। টেকনাফ এলাকাতে সাধারণত অগভীর কূয়া (৪০০ ফিটের চেয়ে কম) উপযুক্ত নয়।

ITN-BUET

ভৌত পরিবেশ বেসলাইন: পানির উৎস

- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পানির প্রধান উৎসগুলি: ভূপৃষ্ঠস্থ পানি (খাল, পুকুর, রাবার বাঁধ); ভূগর্ভস্থ পানি (উৎসকূপ, কুয়া) বা হাত নলকূপ
- DRP-দের প্রধান পানির উৎস প্রধানত টিউবওয়েলে এবং কিছু ক্ষেত্রে খাল।
- যেখানে পানির উৎসগুলি সাধারণ DRP এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী উভয়ই ব্যবহার করে, সেখানে সীমিত পানির উপর যথেষ্ট চাপ রয়েছে।

ITN-BUET

ভৌত পরিবেশ বেসলাইন: বাতাসের প্রকৃতি

- শিল্প এলাকা বা তীব্র যানবাহনের চাপ না থাকায় প্রকল্প এলাকার বায়ু অনেকটাই দূষণমুক্ত।
- ধুলাজনিত দূষণ শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর থেকে মে) নির্মাণ সাইট এবং ইট ভাটার কাছাকাছি ঘটে।
- পর্যটন মৌসুমে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত রাস্তায় শব্দদূষণ এবং যানবাহনজনিত দূষণ বৃদ্ধি পায়। বায়ু মানের বিস্তারিত বেসলাইন তথ্যে অপ্রতুলতা রয়েছে।

ITN-BUET

ভৌত পরিবেশ বেসলাইন: মাটি এবং ভূমিরূপ

- পাহাড়ের মাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঙ্করযুক্ত এবং দেশের অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় কম পরিপক্ক এবং ভূমিক্ষয় এবং ভূমিধ্বস প্রবণ
- এই অঞ্চলে ভূমিধ্বসের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।
- পর্যটন মৌসুমে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত রাস্তায় শব্দদূষণ এবং যানবাহনজনিত দূষণ বৃদ্ধি পায়। বায়ু মানের বিস্তারিত বেসলাইন তথ্যে অপ্রতুলতা রয়েছে।

ITN-BUET

ভৌত পরিবেশ বেসলাইন: প্রাকৃতিক দুর্যোগ

- প্রকল্প এলাকার নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক বিপদগুলির রেকর্ড রয়েছে:
  - নদী বন্যা
  - ফ্ল্যাশ বন্যা
  - ভূমিকম্প
  - ঝড়
  - লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ
- প্রকল্প এলাকায় নদীর বন্যা প্রধানত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ঘটে।
- ফ্ল্যাশ বন্যা এবং ভূমিধ্বস এপ্রিল এবং মে মাসে ঘটে।
- জলোচ্ছ্বাস মে, জুন, অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে হয়। লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ ডিসেম্বর থেকে মে পর্যন্ত ঘটতে থাকে।

ITN-BUET

জৈব পরিবেশ বেসলাইন: স্থলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী

- উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বনভূমি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ এবং আধা-চিরহরিৎ বন দ্বারা আচ্ছাদিত, যার প্রধান বৃক্ষ হচ্ছে গর্জন।
- মানব কার্যকলাপের দরুণ পাহাড় বনশূন্য হয়ে তা সান-ঘাস, গুল্ম এবং ঝোপঝাড় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এখনও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা রয়েছে, বিশেষত সুরক্ষিত এলাকায়।
- ১৯৮৯ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে, টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এর বনভূমি ৪৬% কমে গেছে, ৩৩০৪ হেক্টর থেকে ১৭৯৪ হেক্টরে পরিণত হয়েছে।
- তবে গুল্ম বনভূমি ২৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৬৩ হেক্টর থেকে ৭৮২৪ হেক্টর হয়েছে।

ITN-BUET

আর্থ-সামাজিক বেসলাইন

আর্থ-সামাজিক বেসলাইন কোন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জনসংখ্যা ও শিক্ষার হার এর উপর নির্ভর করে।

পরিসংখ্যান	উখিয়া	টেকনাফ
ইউনিয়নের সংখ্যা	৫	৬
মৌজার সংখ্যা	১৩	১২
গ্রামের সংখ্যা	৫৪	৪৬
জনসংখ্যা	২০৭,৩৭৯	২৬৪,৩৮৯
এলাকা (একর)	৬৪,৬৯৪	৯৬,০৪৫
জনসংখ্যার ঘনত্ব (লোক/বর্গকিমি)	৭৯২	৬৮০
গৃহস্থদের সংখ্যা	৩৭,৯৪০	৪৬,৩২৮
পুরুষ জনসংখ্যা	১০৪,৫৬৭	১৩৩,১০৬
মহিলা জনসংখ্যা	১০২,৮১২	১৩১,২৮৩
লিঙ্গ অনুপাত	১০২	১০১
গড় পরিবারের আকার	৫.৪	৫.৭
স্বাক্ষরতার হার	৩৬.৩	২৬.৭

ITN-BUET

আর্থ-সামাজিক বেসলাইন

পরিসংখ্যান	উখিয়া	টেকনাফ
ভোটার সংখ্যা	১০০,০০০	১১৭,০০০
মুসলিম (জনসংখ্যা)	১৮৯,৮২১	২৫৮,২৪৫
হিন্দু (জনসংখ্যা)	৪৩৪০	২৯৬৭
বৌদ্ধ (জনসংখ্যা)	১৩০০০	৩০৮৯
খ্রিস্টান (লোকের সংখ্যা)	৩১	৯
অন্যান্য (লোকের সংখ্যা)	৮৭	৭৯
বিবাহিত পুরুষ (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	৫৩.১	৫২.৬
অবিবাহিত পুরুষ (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	৪৬.৪	৪৭
বিবাহিত মহিলা (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	৬০.১	৬০.৩
অবিবাহিত মহিলা (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	৩৩.৭	৩৪.২
বিধবা পুরুষ (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	০.৪	০.৪
তালাকপ্রাপ্ত পুরুষ (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	০.১	০.১

ITN-BUET

আর্থ-সামাজিক বেসলাইন

পরিসংখ্যান	উখিয়া	টেকনাফ
বিধবা মহিলা (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	৫.২	৪.৭
তালাকপ্রাপ্ত মহিলা (১০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার%)	০.৯	০.৭
বাক অক্ষমতা (জনসংখ্যার%)	০.২	০.২
দৃষ্টি অক্ষমতা (জনসংখ্যার%)	০.২	০.৪
শ্রবণ অক্ষমতা (জনসংখ্যার%)	০.১	০.১
শারীরিক অক্ষমতা (জনসংখ্যার%)	০.৪	০.৬
মানসিক অক্ষমতা (জনসংখ্যার%)	০.১	০.২
অটিস্টিক (জনসংখ্যার%)	০.১	০.১
কুটির শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	৫১৯	৯৮
কুটির শিল্পে নিয়োজিত লোকের মোট সংখ্যা	১০৩৮	৩০৬
বাঁশ ও বেত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	৪৮০	৩৮
বাঁশ ও বেত শিল্পে নিয়োাজিত লোকের মোট সংখ্যা	১০০০	১১৪
কাঠের আসবাবপত্র ইউনিটের সংখ্যা	১৫০	৭০
কাঠের আসবাবপত্র ইউনিটে নিযুক্ত লোকের মোট সংখ্যা	৯৭০	২৮০

ITN-BUET

আর্থ-সামাজিক বেসলাইন

২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে নীচের টেবিলে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার অবকাঠামো ও সুবিধাসমূহের সারসংক্ষেপ

পরিসংখ্যান	উখিয়া	টেকনাফ
রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য (কিমি)	৪৫৯	৫১৩.১৪
পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিমি)	৯৪	৮০.৪৯
আধ-পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিমি)	১০৮	৭৪.৩৯
(কাচা) রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিমি)	২৮৪	৩৫৮.২৬
বাঁধ সড়কের দৈর্ঘ্য (কিমি)	০	২২
মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য (কিমি)	০	০
বর্ষায় পানিপথের দৈর্ঘ্য (নদী ও খাল, কিমি)	১৫	২৮
সারা বছর পানিপথের দৈর্ঘ্য (নদী ও খাল, কিমি)	১৫	২৮
সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা	০	০
বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা	১	৭
কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা	১৫	১২
পানীয় জলের উৎস- ট্যাপ (পরিবারের%)	০.৮	১.১
পানীয় জলের উৎস-টিউবওয়েল (পরিবারের %)	৮২.৮	৭৮.৭
বিদ্যুৎ সংযোগ	২৩.২	২৫.৫
ওয়াটার সিল সহ স্যানিটারি ল্যাট্রিন (পরিবারের %)	৬.১	৭.৭
ওয়াটার সিল ছাড়া স্যানিটারি ল্যাট্রিন (পরিবারের %)	২৮.০	৩৬.৭
নন-স্যানিটারি ল্যাট্রিন (পরিবারের %)	৪৩.৬	৪২.২
কোন স্যানিটেশন সুবিধা নেই (পরিবারের %)	২২.৩	১৩.৪

ITN-BUET

ভৌত ও সাংস্কৃতিক সম্পদ

প্রকল্প এলাকা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সমৃদ্ধ এবং জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রের অবস্থান।

উখিয়া উপজেলায় রয়েছেঃ

- জাদিমুরা বৌদ্ধ বিহার (রাজা পালং ইউনিয়নে)
- পাইনাশিয়া জামে মসজিদ
- উখিয়া জামে মসজিদ
- কালী মন্দির
- ১৮ কিমি দীর্ঘ ইনানী সি-বিচ এবং
- টেক পাথরের এর বৌদ্ধমূর্তি (পটুয়া) রয়েছে

টেকনাফ উপজেলায় রয়েছেঃ

- একটি বৌদ্ধ মন্দির (নাইটং হিল)
- মাথারিন কূপ (মথিনের কূয়া, ১৮৫৪)
- কানা রাজার সুড়ঙ্গ
- বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে রয়েছে

ITN-BUET

অবকাঠামোর উপর প্রভাব

- ❑ বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা আসার কারণে স্থানীয় অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব পড়েছে। শুরুর দিকে রোহিঙ্গারা সড়ক, বাঁধ এবং সেতুর উপরে আশ্রয় নিয়েছিল, যার ফলে স্থাপনাগুলির ক্ষতিসাধন হয়েছে।
- ❑ টেকনাফ-কক্সবাজার মহাসড়ক, বিশেষ করে রাজাপলং-উখিয়া বাজার-কুটুপালং-বালুখালী-ওয়াইকং-নোয়াপাড়া এলাকা থেকে এবং দক্ষিণ নীলা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সড়কে যানজট ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ❑ ত্রাণ পরিবহনের জন্য যানবাহন প্রায়ই সংকীর্ণ পথের রাস্তাগুলি ব্যবহার করে যার ফলে যানজট বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ❑ টেকনাফ ও উখিয়ার বাসিন্দারা জানায় যে তাদের নিজ নিজ এলাকায় সড়কে যানজট বেড়েছে এবং দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি রাস্তার অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

শ্রম ও মজুরি উপর প্রভাব

- ❑ বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা প্রবেশের কারণে শ্রম বাজারে মজুরি কমে গিয়েছে। মজুরির হার ৫০০ থেকে কমে ২০০ টাকা হয়ে গেছে যা জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করছে
- ❑ অন্যান্য উপ-জেলা যেখানে রোহিঙ্গা উপস্থিতি নেই শ্রম হার সেখানে শ্রমহার আগের মতোই আছে এমনকি কিছু ক্ষেত্রে বেশী

স্বাস্থ্য, পানি এবং স্যানিটেশন এর উপর প্রভাব

- ❑ ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ জলাধারের ক্ষতিকারক দূষণের কারণে বুলুখালী-কুটুপালং মেগা ক্যাম্পের আশেপাশে স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন অবস্থা বিশেষত উদ্বিগ্নের
- ❑ স্থানীয় লোকেরা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা যেমন: কাপড় ধোয়া, রান্না এবং গোসল করার জন্য পুকুর, খাল ও কূয়ার পানি ব্যবহার করে ফলে এই উৎসের পানি গুরুতর দূষিত হয়ে গেছে।
- ❑ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাসের ফলে তাদের কূপ, নলকূপ এবং অগভীর পাম্প শুকিয়ে যাওয়াতে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করার জন্য তাদের ৩০ মিনিটেরও বেশি সময় হাঁটাতে হয়
- ❑ পানি বাহিত রোগ (উদাঃ কলেরা, রক্তআমাশয়, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস ইত্যাদি) ক্যাম্প এবং স্থানীয় পরিবারগুলির জন্য বড় ঝুঁকি।
- ❑ হোস্ট কমিউনিটি লোকেদের এখন পরিষেবা পেতে আরো অপেক্ষা করতে হচ্ছে এবং গড় অপেক্ষা সময় প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষার উপর প্রভাব

- ❑ সংকটের শুরুর দিকে অস্থায়ী ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং শিক্ষার সরঞ্জাম হারিয়ে যায়।স্কুলের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমও কয়েক মাস ধরে ব্যাহত হয়
- ❑ ক্যাম্পে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের পরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়মিত কার্যক্রম, মেরামত ও সংস্কার পুনরায় শুরু করা যায়নি।
- ❑ উচ্চ অনুপস্থিতির হার এখন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান সমস্যা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, টেকনাফ ও উখিয়া স্কুল ও কলেজগুলিতে অনুপস্থিতি ৬০ শতাংশ বেড়েছে। স্কুল/কলেজগুলির ৭০ জন শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দিয়ে আরো লাভজনক NGO/INGO-তে চাকরি করছে
- ❑ ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের রেকর্ডও খারাপ

সম্ভাব্য সামাজিক সংঘাত

- ❑ হোস্ট কমিউনিটি রোহিঙ্গাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিল এবং আশ্রয় এবং নগদ অর্থ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করেছিল। তবে সময়ের সাথে সাথে অসন্তোষ বেড়েছে। টেকনাফ-উখিয়া উপদ্বীপে বিশেষত দরিদ্র পরিবারগুলির দিন-মজুরি কমে যাওয়া একটি প্রধান কারণ।
- ❑ স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে রোহিঙ্গা আগমনের পর থেকে অপরাধ, চুরি ও ডাকাতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে গেছে। স্থানীয় কমিউনিটি এবং রোহিঙ্গা এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষেরও খবর পাওয়া গেছে।
- ❑ স্থানীয় কমিউনিটিতে অনেক পরিবার দরিদ্র রয়েছে এবং তারা মনে করে যে, রোহিঙ্গাদের প্রতি সমস্ত সহায়তা ও মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং এই কারণে স্থানীয় কমিউনিটির সমস্যাগুলি অগ্রাধিকার পাচ্ছে না।

বন্য হাতির আবাসস্থলের উপর প্রভাব

- ❑ IUCN (২০১৬) অনুসারে, কক্সবাজার জেলা দক্ষিণ অঞ্চলে ৫০-৭৮ বন্য হাতি রয়েছে আকস্মিক রোহিঙ্গা আগমনের কারণে ৪০টি হাতি ক্যাম্প এলাকার আশেপাশে আটকা পড়েছে।

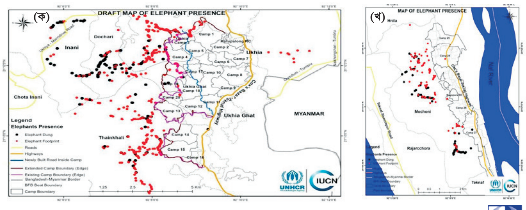

ক্যাম্পের কাছে বন্য হাতির উপস্থিতি (ক) উখিয়া (খ) টেকনাফ

অধিবেশন ৪ঃ

সামাজিক ও পরিবেশগত কার্যকরী (E&S) প্রভাব

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পগুলির সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পগুলির সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব

- শব্দ দূষণ এবং বিশৃঙ্খলা
- বায়ু দূষণ
- মাটির উপর প্রভাব
- কম্পন প্রভাব
- ভূপৃষ্ঠের পানির উপর প্রভাব
- ভূগর্ভস্থ পানির উপর প্রভাব
- উদ্ভিদের (Flora) উপর প্রভাব
- প্রাণীজগতের (Fauna) উপর প্রভাব

উপ-প্রকল্প অনুযায়ী প্রত্যাশিত পরিবেশগত প্রভাব

পরিবেশগত উপাদান (ভৌত এবং জৈব)	উপ-প্রকল্প								
	পানি ও স্যানিটেশন			বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র			সংযোগ ও বহিষ্করণের জন্য ব্যবহার উপযোগী রাস্তা, সেতু, স্থানীয় বাজার, রাস্তার আলো এবং বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা		
	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর
শব্দ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
বায়ু দূষণ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
মাটি	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
কম্পন	✓			✓		✓	✓	✓	
ভূপৃষ্ঠের পানি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ভূগর্ভস্থ পানি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
উদ্ভিদ	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
প্রাণী	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব

❑ উপ-প্রকল্প কার্যক্রমের নির্মাণ পর্যায়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর সম্ভাব্য প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে:

- তাঁবু অস্থায়ী ভিত্তিতে স্থানান্তর করতে হতে পারে
- অস্থায়ীভাবে ব্যক্তিগত জমি ব্যবহার করতে হতে পারে
- বহিরাগত শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ দ্বন্দ্ব বাড়তে পারে।
- বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রম কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে
- প্রকল্প প্রভাবিত এলাকায় যানজট হতে পারে
- উচ্চ শব্দের মাত্রা কর্মীদের শ্রবণে আঘাতের কারণ হতে পারে
- অনিরাপদ কাজের পরিস্থিতি কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে
- প্রকল্প প্রভাবিত এলাকার বাইরে থেকে শ্রমিক নির্বাচিত করলে শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ হতে পারে।
- দূষিত পানীয় জল এবং অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে

ITN-BUET

মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব

❑ পানি এবং স্যানিটেশন অবকাঠামোর পরিচালনা পর্যায়ে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলি হলঃ

- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে ত্রুটির কারনে আগুন, বিস্ফোরণ বা শ্বাসরোধের ঝুঁকি বাড়ায়
- ল্যাট্রিন এবং ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্টের নিরাপত্তাহীনতার কারণে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি হতে পারে

❑ নির্মাণ পর্যায়ে কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলি অন্তর্ভুক্ত:

- দুর্ঘটনা: সাইট থেকে ভারী যানবাহনের চলাচলের কারণে দুর্ঘটনা বা মৃত্যু ঘটতে পারে।
- শব্দ দূষণ: অত্যাধিক শব্দ প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে জনগোষ্ঠীর বিরক্ত কারণ হতে পারে।
- শ্রম প্রবাহ: স্থানীয় কমিউনিটি/রোহিঙ্গা জনগণ এবং নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা দেখা দিতে পারে।

ITN-BUET

মাল্টি-সেক্টরাল প্রকল্পের সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব

❑ পরিচালনা পর্যায়ে কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সম্ভাব্য প্রভাবগুলি অন্তর্ভুক্ত:

- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে জ্বলন্ত বা বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন হতে পারে যা আশেপাশের কমিউনিটিতে বসবাসরত মানুষের আহত/মৃত্যুর এবং সম্পত্তি ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- ল্যাট্রিন থেকে বায়ু / ভূমি / পানি দূষণ, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর অবশিষ্টাংশ এবং ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট এর বর্জ্য উপকরণ স্থানীয় কমিউনিটির ক্ষতি সাধন করতে পারে।

❑ পরিচালনা পর্যায়ে, সম্ভাব্য সামাজিক বিরূপ প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- অতিরিক্ত জনসংখ্যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাপ এবং দ্বন্দ্ব বাড়াতে পারে।
- আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময়, অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি স্থানান্তরের প্রয়োজন হতে পারে।
- বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে আশ্রয় নির্মাণের সময় ক্লাস চলাকালীন সময়ে শব্দ এবং ঝামেলা হতে পারে।
- ভয়াবহ দুর্যোগের সময় যেমন সাইক্লোন এর সময় রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় লোকজন উভয়কেই সাইক্লোন সেন্টার ব্যবহার করতে হতে পারে। যে ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এর সম্ভাবনা আছে।

ITN-BUET

অন্যান্য প্রভাব:মানব হাতি সংঘর্ষ

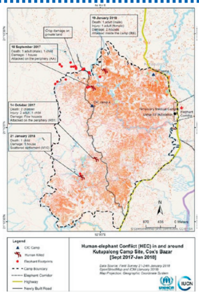

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আকস্মিক অনুপ্রবেশের কারনে প্রায় ৪০ টি বন্য হাতি ক্যাম্প এবং আশেপাশের এলাকাতে আটকা পড়েছে। এর কারণে জনগোষ্ঠী এবং হাতির সংঘর্ষ হয়েছে এবং মৃত্যু ঘটেছে। এপ্রিল ২০১৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোনও হাতি আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। যা মূলত IUCN কর্তৃক কয়েকটি গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল

- মাইগ্রেশন রুট বরাবর ২০০-৫০০ মিটার সম-দূরত্বে ওয়াচ-টাওয়ার নির্মাণ
- ক্যাম্পগুলির চারপাশে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত বৈদ্যুতিক বেষ্টনী
- হাতি রেস্পনস টিম প্রতিষ্ঠা
    - নৈশ প্রহরী
    - হাতির উপস্থিতি বন বিভাগ ও CIC কে জানানো
    - ভিড় ব্যবস্থাপনা
    - হাতির বনে ফিরে যাওয়ার জন্য কাজ করা

ITN-BUET

অন্যান্য প্রভাব:মানব হাতি সংঘর্ষ

- প্রশমন ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা সত্ত্বেও স্থানীয় কমিউনিটির বসতি এবং নিকটবর্তী এলাকায় হিউম্যান এলিফ্যান্ট কনফ্লিক্ট এর ঝুঁকি বিদ্যমান
- IUCN আটকে পড়া বন্য হাতিগুলি অনুসরণ করে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থানগুলিতে ফিরে যাওয়ার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে

ITN-BUET

অন্যান্য প্রভাব: শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ

- দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন, যার কারনে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ
- শ্রমিক অনুপ্রবেশ লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা (GBV: Gender based Violence) ঘটাতে পারে
- রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নারী ও মেয়েরা GBV এর মুখোমুখি হতে পারে
- শ্রমিক সম্পর্কিত সমস্যা হোস্ট কমিউনিটির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে
- নির্মাণ শ্রমিক ও পরিষেবা প্রদানকারীর উপস্থিতি জনসাধারণের মৌলিক পরিষেবাগুলির উপর অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি করতে পারে
- মানুষের প্রবাহ (রোহিঙ্গা এবং শ্রম উভয়) যৌন সংক্রামিত রোগ (STD) সহ প্রকল্প এলাকায় সংক্রামক রোগ নিয়ে আসতে পারে
- তরুণ নির্মাণ শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের অন্যায় এবং অপরাধমূলক কাজে জড়িত হতে পারে

ITN-BUET

অন্যান্য প্রভাব: শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ

- শ্রমিকদের কাছে পণ্য ও পরিষেবাদি বিক্রি করার জন্য শিশুশ্রমকে উৎসাহিত করতে পারে, ফলে স্কুল ড্রপ বেড়ে যেতে পারে
- রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধির পেয়েছে
- প্রকল্প কর্মীর আয় এবং আবাসনের প্রয়োজীয়তার উপর নির্ভর করে, আবাসনের জন্য চাহিদা বাড়তে পারে
- নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য প্রকল্প এলাকায় ট্রাফিক, সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধি, এবং পরিবহন পরিবহন অবকাঠামো উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ৫ঃ

প্রশমন ব্যবস্থাপনা

কাঙ্খিত ফলাফল

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- প্রভাব সনাক্তকরণ ও প্রশমন এর উপায় বাছাইকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ঝুঁকি ও এর পূর্বাভাস এবং পরিহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গ্রহণযোগ্য স্তরে ঝুঁকি এবং প্রভাব হ্রাসকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রভাব চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ITN-BUET

প্রভাব সনাক্তকরণ ও প্রশমন এর উপায় বাছাইকরণ

❑ প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা বা এড়ানোর জন্য নিরসন ব্যবস্থা প্রণয়ণ করা হয়,এই ব্যবস্থাগুলো একটি নেতিবাচক প্রভাবকে ঝুঁকি নিরসন অগ্রাধিকার অনুসারে একটা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় আনতে সাহায্য করে।

ITN-BUET

বাছাইকরণ ও ঝুঁকির প্রভাব হ্রাসকরণ

প্রতিটি উপ-প্রকল্প প্রাথমিক ভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। বাছাইকরণের লক্ষ্য গুলি হল-

(১) সামাজিক ও পরিবেশগত বিরূপ প্রভাবগুলি এবং উপ-প্রকল্পের ঝুঁকিগুলি প্রদর্শন করা

(২) নিরীক্ষণ ব্যবস্থা নির্ধারণ, মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সুরক্ষা ব্যবস্থা বাছাইকরণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়।

স্ক্রীনিং এর বিভিন্ন ধাপগুলো নিম্নরূপ:

১. উপ-প্রকল্পের বিবরণ।
২. সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবের সনাক্তকরণ।
৩. প্রশমন ব্যবস্থা নির্ধারণ।
৪. আরো মূল্যায়ন প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ।
৫. স্ক্রীনিং আউটপুট পর্যালোচনা।

EMCRP প্রকল্পের স্ক্রীনিং পদ্ধতি

বাছাইকরণ পদ্ধতি	দায়িত্ব	সময়
উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণ (পরিশিষ্ট ১ এ প্রদত্ত ফর্ম)	বাস্তবায়ণ সংস্থা (PIU) এবং পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান ফর্ম পূরণ করবে।	উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য স্থানসমূহ সনাক্ত করতে পারে।
উপ-প্রকল্পগুলির পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব বাছাইকরণ (পরিশিষ্ট ২ এ প্রদত্ত ফর্ম)	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান এবং PIU (এবং পরামর্শদাতা: পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ) প্রকল্প-স্থান পরিদর্শন এবং স্থানীয়/রোহিঙ্গা কমিউনিটির সাথে পরামর্শ সভা এবং প্রকল্প-স্থানে কাজ করে এমন অন্যান্য সংস্থার সাথে প্রাথমিক আলোচনা করে পরিবেশগত ও সামাজিক বাছাইকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে। পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বাছাইকরণ প্রক্রিয়ার রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত সুরক্ষা দল ফলাফলের নমুনা পর্যালোচনা করবে, বিশেষত এমন সব উপ-প্রকল্পের জন্য যাতে আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন/পরিকল্পনা প্রয়োজন।	উপ-প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য অবস্থানগুলি চিহ্নিত করার ২ সপ্তাহের মধ্যে।
উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ণের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা প্রস্তুতকরণ (যখন বিস্তারিত পরিবেশগত এবং সামাজিক মুল্যায়ন অথবা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজনীয় নয়)	পরিবেশগত সুরক্ষা সহাযতাকারী প্রতিষ্ঠান এবং PIU (এবং পরামর্শদাতা: পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; জেন্ডার বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ) উপ-প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা মূল্যায়ণ করবে (যখন বিস্তারিত পরিবেশগত এবং সামাজিক মুল্যায়ন অথবা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজনীয় নয়)। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থার নমুনা পর্যালোচনা করবে।	প্রভাব বাছাইকরণের ১ সপ্তাহের মধ্যে।

EMCRP প্রকল্পের স্ক্রীনিং পদ্ধতি

বাছাইকরণ পদ্ধতি	দায়িত্ব	সময়
উপ-প্রকল্পগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা (পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা, পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা, সংক্ষিপ্ত পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা, ইত্যাদি) - যেখানে বিস্তারিত পরিবেশগত ও সামাজিক গবেষণা দরকার (পরিশিষ্ট ৩, ৪, ৫ এবং পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা)	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ প্রতিষ্ঠান এবং PIU (পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; জেন্ডার বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, এবং পরামর্শকদাতা) পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ণ, পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রকল্পের বাস্তুতান্ত্রিক ও পরিবেশগত প্রভাব এবং মানুষ হাতি দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গবেষণা (জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, বৃদ্ধ, শিশু, অনাথ, অক্ষম ব্যক্তিদের, ও অন্যান্য চিহ্নিত দুর্বলতার জন্য ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ণ) প্রয়োজনীয় কিনা সে সিদ্ধান্ত নিবে। নির্দিষ্ট সুরক্ষা পরিকল্পনা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা এর সাথে সংযুক্ত টার্মস অব রেফারেন্স (ToR) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল সুরক্ষা বিষয়ক নথিগুলি পর্যালোচনা এবং অনুমোদন করবে।	ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা নির্ধারণের ১ সপ্তাহের মধ্যে, কোনও দরপত্র নথি জারি, চুক্তি স্বাক্ষর, বা নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে
প্রশমন ব্যবস্থা/পরিকল্পনা বাস্তবাযন	ঠিকাদাররা যাচাই বাছাই ফর্ম এবং অন্যান্য সুরক্ষা নথির ভিত্তিতে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশমন ব্যবস্থা/পরিকল্পনা/পদ্ধতি প্রস্তুত করবে যা PIU এবং ঠিকাদারের মধ্যে আইনি চুক্তির অংশ হবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা/পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ণের অবস্থা পর্যালোচনা ও তত্ত্বাবধান করবে।	নির্মাণ ও পরিচালনার সময়
পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং রিপোর্টিং	চওট পরিবেশ ও সামাজিক সহায়তা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা / ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা / পদ্ধতি বাস্তবায়ণ ও তত্ত্বাবধান করবে।চওট মাসিক পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করবে।	নির্মাণ ও পরিচালনার সময় নিয়মিতভাবে

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়রেখা এবং সুরক্ষা কার্যক্রম

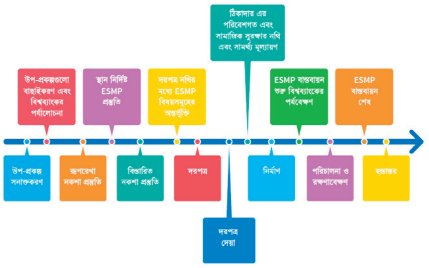

পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের ভূমিকা/দায়িত্ব

❑ **পরিবেশগত দিক**

- প্রাক নির্মাণ ও নির্মাণ পর্যায়ে ভারী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তখন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে
- গাছপালা অপসারণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে
- সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যেমন: নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, জরুরি প্রস্তুতি এবং সাড়াদান প্রস্তুত করা
- সকল শ্রমিককে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া ঠিকাদারকে নিশ্চিত করতে হবে
- উপ-প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণ-সময়কালীন পরিবেশগত সুপারভাইজার (OHS দিকগুলিও কভার করে) নিয়োজিত থাকতে হবে
- ঠিকাদার প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থানের পরিবেশের সুরক্ষার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে
- জনসাধারণের সম্পত্তি দূষণ, শব্দ বা পরিচালনার পদ্ধতিগুলির ফলে সৃষ্ট অন্যান্য অসুবিধার কারণে সৃষ্ট ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে
- পরিবেশগত কোন সমস্যা ক্ষেত্রে, ঠিকাদার অবিলম্বে PIU কে অবহিত করবে

পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের ভূমিকা/দায়িত্ব

❑ **সামাজিক দিক**

- প্রকল্পস্থল এর কাছাকাছি বসবাসকারী এবং কর্মরত জনগোষ্ঠীর অসুবিধা নিরসন করার জন্য ঠিকাদার পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে
- ঠিকাদারকে নিশ্চিত করতে হবে যে স্থানীয় কমিউনিটি ও রোহিঙ্গা কমিউনিটি মধ্যে তাদের কাজ/শ্রমের বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব নেই
- ঠিকাদার প্রাক-নির্মাণ ও নির্মাণ পর্যায়ে স্থানীয় লোকদের নিয়োগের চেষ্টা করবে
- ঠিকাদার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা এবং প্রকল্প স্থানের আশেপাশে জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য দায়বদ্ধ
- প্রকল্প এলাকায় সঠিক সাইনেজ এবং নিরাপত্তাবেষ্টনী সব সময় ব্যবহার করতে ঠিকাদার বাধ্য থাকবে

পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের ভূমিকা/দায়িত্ব

❑ **স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রভাব এড়ানোর জন্য ঠিকাদার নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করবে:**

- স্টাফ ও শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পূর্বসতর্কতা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে
- ঠিকাদার কর্মীদের, সরঞ্জাম, স্থান বা ক্যাম্পে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত পিআইইউকে লিখিত প্রতিবেদন দিবে
- কীটনাশক, ইঁদুর এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ঠিকাদার সতর্কতা অবলম্বন করবে
- ঠিকাদার কর্মী এবং শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য খাবার পানি এবং অন্যান্য পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করবে
- ঠিকাদার কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলিতে STI/HIV/AIDS সচেতনতা ও প্রতিকার কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করবে

ট্রাফিক, শ্রম, অভিযোগ এবং দরপত্র বিষয়ে ঠিকাদারের ঠিকাদারের ভূমিকা/দায়িত্ব

❑ **ট্রাফিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত**

- ট্র্যাফিক ও সড়ক পরিবহণে অসুবিধা কমিয়ে আনা ঠিকাদার নিশ্চিত করবে
- নির্মাণাধীন সময়ে যানবাহনের জন্য সড়ক খোলা থাকবে তা ঠিকাদার নিশ্চিত করবে
- নির্মাণ কার্যক্রমের পূর্বে, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা দ্বারা সড়কের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- সংকেত, ক্রসিং গার্ডস এবং অন্যান্য উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রেল এবং রাস্তা ক্রসিং এ অন্তর্ভুক্ত করা
- DRP, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অধিবাসীদের সাথে নির্মাণের জন্য যেকোন বিকল্প সড়ক প্রতিষ্ঠার আগে পরামর্শ করা হবে
- ডিসপসাল সাইট এবং চলাচল পথগুলি স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সনাক্ত এবং সমন্বয় করা হবে
- সড়কের ক্ষতি কমিয়ে আনতে নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনগুলি অস্থায়ী রাস্তা ব্যবহার করবে। অস্থায়ী রাস্তা ব্যবহার শেষে,রাস্তা মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ঠিকাদারের কর্তব্য

ট্রাফিক, শ্রম, অভিযোগ এবং দরপত্র বিষয়ে ঠিকাদারের ঠিকাদারের ভূমিকা/দায়িত্ব

❑ **শ্রম ও শ্রম প্রবাহ**

- ওয়ার্কফেয়ার প্রোগ্রামে নিশ্চিত করা হবে যে, ১৪-১৮ বছরের মধ্যে কোনও শিশুকে কোনও বিপজ্জনক কাজ দেওয়া হবে না
- তাদের শিক্ষাজীবন কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না
- ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশু ওয়ার্কফেয়ার প্রোগ্রামে বা অন্য কোনো শ্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না

❑ **অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত**

ঠিকাদার PIU-র সক্রিয় সহায়তায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার কার্যকরীতা নিশ্চিত করবে, যেখানে-

- সম্ভাব্য দ্বন্দ্বগুলি এড়াতে সম্ভব হয়
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দাবিগুলি সঠিকভাবে সমাধান করা হয়

ট্রাফিক, শ্রম, অভিযোগ এবং দরপত্র বিষয়ে ঠিকাদারের ঠিকাদারের ভূমিকা/দায়িত্ব

❑ **দরপত্র এর কাগজপত্র প্রনয়ণ**

PIU-কে দরপত্র নথি হিসেবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি বিল অফ কোয়ান্টিটি (BoQ)-তে অন্তর্ভুক্ত থাকে। দরপত্রে যা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

- নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতি
- নির্মাণ বর্জ্য উপকরণ নিরাপদ এবং সঠিক উপায়ে ব্যবস্থাপনা খরচ
- নিরসন ব্যবস্থার খরচ
- নিয়মিত শব্দ, বায়ুমান, পানির গুনগতমান এবং মাটি মানের পর্যবেক্ষণ সঙ্গে যুক্ত খরচ
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম
- সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট ও OHS ফোকাল পয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত খরচ
- কর্মীদের জন্য আচরণবিধি সহ জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিধানসমূহ
- ঠিকাদার এবং তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ।

EMCRP প্রকল্পের প্রশমন ব্যবস্থার কিছু চিত্র

চিত্র: লেবার শেড পিটিডাব্লিউ ১৮.০২

চিত্র: ক্যাম্প ৫.৭বি এর শ্রমিক গুলি তাদের পরিবেশগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা (হেলমেট) এবং পোষাক সহ

চিত্র: ক্যাম্প ১০ এ পাহাড়ি এলাকার উপরে মাটি ক্ষয় রক্ষা

EMCRP প্রকল্পের প্রশমন ব্যবস্থার কিছু চিত্র

চিত্র: ক্যাম্প ৯.৬.১ MPWSS এর জন্য জমি লিজ স্বাক্ষর

চিত্র: ক্যাম্প ২ ই GRC গঠন

অধিবেশন ৬ঃ

স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

কাঙ্খিত ফলাফল

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

স্টেকহোল্ডার/অংশীদারের পরার্শের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানবেন।

স্টেকহোল্ডার কি এবং কারা মূল স্টেকহোল্ডার?

- **স্টেকহোল্ডার:** যে সকল জনগোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান কোনো কাজ বা প্রকল্পের সুবিধাভোগী বা ব্যবহারকারী অথবা কোনো না কোনোভাবে ঐ কাজের বা প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করতে পারে তারাই স্টেকহোল্ডার।

- **মূল স্টেকহোল্ডারঃ**
  - প্রকল্প কার্যক্রম দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত মানুষ/কমিউনিটি
  - প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত মানুষ/ কমিউনিটি/সংগঠনগুলি
  - স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি (ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়)
  - সরকারি বিভাগ/সংস্থা: পরিবেশ ও বন বিভাগ
  - উন্নয়ন অংশীদারীরা
  - স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক NGO গুলি সঙ্গে কাজ করা স্থানীয় কমিউনিটি/DRP

স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্টের বিভিন্ন দিক

স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্টের ব্যবহারিক নির্দেশিকা

- প্রকল্পের খুটি-নাটি সম্পর্কে অবগত হতে হবে
- মিটিং এজেন্ডা যত্ন সহকারে পরিকল্পনা করতে হবে
- ডেটা উপস্থাপনা সহজ রাখতে হবে
- ইভেন্টের বক্তা/সুযোগকারীর বক্তৃতা দক্ষতার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকতে হবে
- এলাকার সাথে পরিচিত হতে হবে
- আন্তরিক, এবং স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর সমস্যা নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত

স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্টের ব্যবহারিক নির্দেশিকা

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

- সফল যোগাযোগ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া নিশ্চিত করতে লক্ষ্য গোষ্ঠী/স্টেকহোল্ডারদের সময়মত প্রোফাইলিং অপরিহার্য।
- পরিকল্পনা বা প্রকল্পে স্টেকহোল্ডারদের মতামতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আস্থা অর্জন করা যেতে পারে।
- বিষয়বস্তু উপস্থাপন সহজ, সরল ও সাবলীল হওয়া উচিত।
- ধৈর্য্য ধারণ করুন; অনেক গোষ্ঠীর সাথে তথ্য এবং ধারণগুলি আদান প্রদান করার জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন।
- কাউকে ছোট করে দেখা উচিত নয়, সব সময় নিরপেক্ষ ভাবে থাকতে হবে ।

EMCRP প্রকল্পে স্টেকহোল্ডাদের পরামর্শের দৃষ্টান্ত

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, আওতা এবং তাৎপর্য, আর্থ-সামাজিক প্রভাব খাস এবং অন্যান্য সরকারি জমির ব্যবহারকারী এবং ব্যক্তিগত ভূমি মালিকদের উপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব।
- নির্মাণ কাজ চলার সময় ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। ক্যাম্প এলাকার মধ্যে কোন ধরনের ভূমি অধিগ্রহণ চলবে না।
- নেতিবাচক প্রভাবগুলি কীভাবে কমিয়ে আনার জন্য স্থানীয় কমিউনিটি এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর মতামত সংগ্রহ করা ।
- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় কমিউনিটি কে সহায়তা/সমর্থনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত কাজের স্থান, বিরূপ প্রভাব এবং তাদের উৎসগুলি নিরূপণ।
- অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিকার কমিটি যা প্রকল্পের প্রাথমিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

EMCRP প্রকল্পে স্টেকহোল্ডাদের পরামর্শের দৃষ্টান্ত

প্রকল্প পর্যায়	অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম/অংশগ্রহণকারী	দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান
প্রস্তুতিমূলক পর্যায়	স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের এবং অংশীদারদের প্রকল্পের বিষয়ে, ESMF, কর্মপরিকল্পনা, সব পর্যায়ে বিশ্বব্যাংক এর কার্যক্রম এবং পরামর্শদাতাদের কার্যক্রম জানানো।	DPHE, LGED, MODMR এবং WB (কারিগরী দিকনির্দেশনা প্রদান করে)
	DRP, স্থানীয় কমিউনিটি এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করুন এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং কাজের সুযোগ সম্পর্কে অবহিত করুন।	PIU এবং পরামর্শক
	IOL-এর ফলাফল নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির সাথে প্রাথমিক প্রকাশ সভা এবং কীভাবে প্রভাবগুলি কমানো এবং প্রশমিত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ সংগ্রহ করা।	PIU এবং পরামর্শদাতা, স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সহায়তায়
	সমস্ত প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকল্প সুরক্ষা নথি প্রকাশ করা, বিভিন্ন উপাদানের উপর প্রকল্পের তথ্য প্রচার, বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রাথমিক পরিকল্পনার প্রকাশ, জীবিকার উপর অস্থায়ী প্রভাবের ক্ষেত্রে PAP-এর সাথে অস্থায়ী সারিবদ্ধকরণ/সাইট সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য ভাগ করে নেওয়া, রোহিঙ্গা জনগণের সাথে পৃথক পরামর্শ, প্রকল্পের কার্যক্রম এবং হস্তক্ষেপ, এবং সম্ভাব্য প্রভাব এবং অভিযোগের সমাধান করার পদ্ধতি।	PIU এবং পরামর্শক
	রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের সাথে আলাদা আলোচনা, ভাষার পার্থক্যের কারণে পরামর্শের সময় রোহিঙ্গাদের যুক্ত করা এবং অভিযোগের সমাধানের পদ্ধতি অবহিত করা।	PIU এবং পরামর্শক

ITN-BUET

EMCRP প্রকল্পে স্টেকহোল্ডাদের পরামর্শের দৃষ্টান্ত

প্রকল্প পর্যায়	অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম/অংশগ্রহণকারী	দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান
বাস্তবায়ণ পর্যায়	দ্বিতীয় প্রকাশের বৈঠক/ কমিউনিটির ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সাথে হালনাগাদ কৃত সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা, বাংলাদেশ সরকার ও WB-র নীতি, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পরামশ ।	PIU এবং বাস্তবায়নকারী NGO
	প্রাথমিক পর্যায়ে RAP প্রস্তুত করা হলে তাও প্রকাশ করা হবে।	PIU এবং NGO গুলো
	কাজের সুযোগ, শ্রম সংক্রান্ত বিষয়, কমিউনিটির শ্রমিকদের আচরণবিধি, DRP শ্রমিকদের আচরণবিধি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা।	ঠিকাদার, PIU এবং NGO গুলো
	নির্মাণ কাজ এবং সম্ভাব্য প্রভাব আলোচনা	ঠিকাদার, PIU এবং NGO গুলো
	রোহিঙ্গা নারীদের সাথে আলাদাভাবে পরামর্শ করুন এবং তাদের প্রকল্পের বিভিন্ন প্রধানত উপাদান ৩ (**EMCRP** তিনটি সরকরি সংস্থা বাস্তবায়ণ করছে) সম্পর্কে অবহিত করুন যেখানে মহিলা DRP জড়িত থাকবে।	ঠিকাদার, PIU এবং NGO গুলো
	অভিযোগের সমাধান করার পদ্ধতি	ঠিকাদার, PIU এবং NGO গুলো

ITN-BUET

রোহিঙ্গা ক্যাম্প, UNO অফিস, LGED অফিসে সংঘটিত স্টেকহোল্ডার মিটিং এর কিছু চিত্র

মিটিং ১

মিটিং ২

মিটিং ৩

মিটিং ৪

ITN-BUET

অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ার স্তর

সাধারণত অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ার তিনটি স্তর রয়েছেঃ

❑ **GRM এর প্রথম স্তর (স্থানীয় স্তর):**

- ক্যাম্প/ কমিউনিটি পর্যায়ে দ্রুত উক্ত ক্ষোভ প্রশমন করা
- ঠিকাদার এবং নির্ধারিত NGO সাইটে অভিযোগের সমাধান করার চেষ্টা করবে
- NGO ফোকাল ব্যক্তি নিম্নলিখিত তথ্য সম্পূর্ণরূপে নথিভুক্ত করবে:
  - ব্যক্তির নাম
  - অভিযোগ পাওয়ার তারিখ
  - অভিযোগের ধরণ
  - অবস্থান
  - কীভাবে অভিযোগটি সমাধান করা হয়েছিল

ITN-BUET

অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ার স্তর

❑ **GRM এর দ্বিতীয় স্তর (PIU স্তর):**

- অভিযোগ যদি অমীমাংসিত থাকে; NGO এবং ঠিকাদাররা প্রকল্প পরিচালকের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করবে
- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে অভিযোগের সমাধান করা হবে
- এনজিওর ফোকাল ব্যক্তি বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং অভিযোগের সমাধান করবেন
- ৭ দিনের মধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা মাঠ পর্যায়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে
- এনজিও ফোকাল পার্সন অভিযোগের সমাধান নথিভুক্ত করবেন

❑ **GRM- এর তৃতীয় স্তর:**

- অভিযোগ অমীমাংসিত থাকলে, প্রকল্প পরিচালক একটি অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটি (GRC) সক্রিয় করবেন।
- অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করবে PIU, ঠিকাদার, NGO এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সমাধান করবেন।
- GRC মাঠ পর্যায়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দেবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য স্পষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

ITN-BUET

অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ার স্তর

❑ **GRM এর দ্বিতীয় স্তর (PIU স্তর):**

- অভিযোগ যদি অমীমাংসিত থাকে; NGO এবং ঠিকাদাররা প্রকল্প পরিচালকের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করবে
- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে অভিযোগের সমাধান করা হবে
- এনজিওর ফোকাল ব্যক্তি বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং অভিযোগের সমাধান করবেন
- ৭ দিনের মধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা মাঠ পর্যায়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে
- এনজিও ফোকাল পার্সন অভিযোগের সমাধান নথিভুক্ত করবেন

❑ **GRM- এর তৃতীয় স্তর:**

- অভিযোগ অমীমাংসিত থাকলে, প্রকল্প পরিচালক একটি অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটি (GRC) সক্রিয় করবেন।
- অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করবে PIU, ঠিকাদার, NGO এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সমাধান করবেন।
- GRC মাঠ পর্যায়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দেবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য স্পষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

ITN-BUET

অভিযোগ প্রতিকারের স্তর: প্রথম স্তর (কমিউনিটি এবং ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ পেশ)

- অভিযোগ সমাধানের প্রথম এবং সহজ মাধ্যম হলো ক্যাম্প বা কমিউনিটি পর্যায়ে দ্রুত উক্ত ক্ষোভ প্রশমন করা।
- কম্পোনেন্ট ১ ও ২ এর অধীনস্থ ক্ষোভ ও অভিযোগগুলি এই ধাপে গ্রহণ করা হবে।
- প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী প্রথম ধাপে ক্ষোভ জানানোর ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে ঃ
  - বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা (DRP) কর্তৃক অভিযোগ
  - হোস্ট কমিউনিটি কর্তৃক অভিযোগ

ITN-BUET

অভিযোগ প্রতিকারের স্তর: দ্বিতীয় স্তরের GRM (ক্যাম্প পর্যায়ে)

- স্থানীয় পর্যায়ে যদি অভিযোগ নিস্পত্তি করা না যায়, তাহলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধিদের সহায়তায় বিশেষায়িত সংস্থার এ সম্পর্কিত ফোকাল পয়েন্ট ক্যাম্প পর্যায়ের ক্ষোভ প্রতিকার/প্রশমন কমিটির নিকট সংশ্লিষ্ট অভিযোগ জানাবেন।
- মাঝিগণ (স্থানীয় রোহিঙ্গা নেতা), সংশ্লিষ্ট রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী, ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ নিরসনে বিশেষায়িত সংস্থার দায়িত্বশীল ফোকাল পয়েন্ট এবং প্রকল্প বাস্তবায়ণ ইউনিট-এর সদস্যরা এই কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন।
- এই কমিটির প্রধান থাকবেন ক্যাম্প ইন চার্জ (CIC)।
- অভিযোগের প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী প্রযোজ্য ব্যক্তিকে এই কমিটির নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ITN-BUET

অভিযোগ প্রতিকারের স্তর: তৃতীয় স্তর (জেলা পর্যায়- RRRC GRC)

- ক্যাম্প পর্যায় বা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস পর্যায়ে যদি কোন অভিযোগ নিস্পত্তি করা না যায়, তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অথবা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর PIU ক্ষোভ প্রতিকার প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ অনুসরণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ লিখে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার এর কার্যালয়ের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি-র নিকট তা জানাবে।
- উপ প্রকল্প পরিচালক, সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শক, কর্মসূচি পরামর্শক এবং অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত পরামর্শকের সাথে আলাপ-আলোচনা করে উক্ত অভিযোগ সমাধান করবেন।
- পর্যালোচনা এবং নিস্পত্তির জন্য এই কমিটি জেলা পর্যায়ে গঠন করা হবে
- GRB পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, অভিযোগের অগ্রাধিকার ঠিক করা এবং তা সমাধান করার জন্য কয়েকটি অভিযোগ ক্যাটাগরি ঠিক করা হবে।

ITN-BUET

অভিযোগ প্রতিকারের স্তর: চতুর্থ স্তর (জাতীয় পর্যায়)

- জেলা পর্যায়ে যদি কোন অভিযোগ নিস্পত্তি না হয়, তাহলে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট নিয়ে যাওয়া হবে।
- প্রতিটি সংস্থা তাদের কাছে বিদ্যমান অভিযোগ নিস্পত্তি নীতিমালা অনুসারে উক্ত অভিযোগ নিস্পত্তি করবেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুরক্ষা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট অভিযোগ সমাধান করার ব্যবস্থা করবেন।
- স্তর ১ থেকে ৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল সভার কার্যবিবরণী শুনানিতে উত্থাপন করতে হবে। শুনানি এবং প্রামাণিক দলিলের উপর ভিত্তি করে কমিটি উক্ত অভিযোগগুলি সমাধান করবেন।
- শ্রম সংক্রান্ত কোন অভিযোগ আসলে শ্রমিকরা সরাসরি ঠিকাদারদের নিকট তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে ঠিকাদাররা শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তি করবে।

ITN-BUET

স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সুপারিশ

- টেকনাফ ও উখিয়ার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলায় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং এর অব্যাহত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- শ্রমবাজারে DRP এর অংশগ্রহণ বাড়ার কারণে শ্রম মজুরির উপর প্রভাব বাড়তে পারে।
- DRP কে নগদ সহায়তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবসা এবং পরিবারের আয়ের বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে ।
- DRP এর আকস্মিক প্রবাহ সবগুলো খাতের মধ্যে সবচেয়ে পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে কক্সবাজার জেলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য কার্যকর জনসেবা প্রদান এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ

ITN-BUET

স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা সুপারিশ

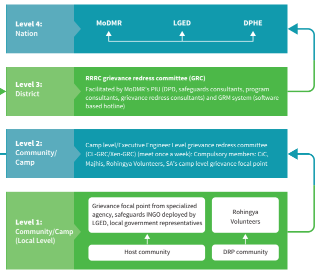

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ৭ঃ

বাছাই/স্ক্রীনিং প্রতিবেদন

কাঙ্খিত ফলাফল

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- বাছাই/স্ক্রীনিং প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ITN-BUET

পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং ফর্ম

- উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজ যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করতে হবে।
- বাছাইকরণ ফর্মটি সম্ভাব্য প্রভাবগুলির মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি নিরসন নির্দেশনা দেয়।
- উপ-প্রকল্প স্থান অনুসন্ধানের সময় পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলির প্রাথমিক ধারণা প্রদান করবে।
- প্রকল্পের ঝুঁকি নিরসন/ এড়ানোর সুযোগ সনাক্ত করতে সহায়তা করবে।
- যাচাই বাছাইকরণ ফর্ম বিস্তারিত মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রাপ্তির সময়সীমা নিরূপণ করতে সহায়তা করবে।
- আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন এর ক্ষেত্রে টার্মস অফ রেফারেন্স অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে
- যদি বাছাইকরণ ফলাফল নির্দেশ করে উপ-প্রকল্প কার্যকলাপ কম নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে

ITN-BUET

পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং ফর্ম

A বিভাগ: উপ-প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

উপ-প্রকল্প / অংশের কর্মকান্ডের বর্ণনা:

উপ-প্রকল্পের অবস্থান:
আনুমানিক নির্মাণকাল:
পরিকল্পিত ডায়াগ্রাম সহ প্রকল্প এলাকা এবং প্রকল্প প্রভাব এলাকার বর্ণনা (যেখানে প্রাসঙ্গিক, সংবেদনশীল পরিবেশগত এলাকার দূরত্ব নির্দেশ করুন যেমন বন্য হাতি করিডোর, জলাধার ইত্যাদি এবং ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক সম্পদ): এছাড়াও বিকল্প অবস্থানের সাপেক্ষে কোনো বিশ্লেষণ পরিচালিত হয়ে থাকলে দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

ITN-BUET

পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং ফর্ম

B বিভাগ: পরিবেশগত স্ক্রীনিং

B ১: উপ-প্রকল্পের অবস্থানের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য
B ২: প্রাক নির্মাণ ধাপ
B ৩: নির্মাণ ধাপ
B ৪: ক্রিয়াকলাপ ধাপ

C বিভাগ: সামাজিক স্ক্রীনিং

C ১: সাধারণ শ্রমিক প্রবাহ স্ক্রীনিং
C ২: ভূমি অধিগ্রহণ এবং স্টেকহোল্ডার স্ক্রীনিং
C ৩: সামাজিক পুঁজি বিন্যাসের উদ্দেশ্য

ITN-BUET

পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং ফর্ম

D বিভাগঃ পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং সারসংক্ষেপ

বিভাগ	প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব	প্রভাব গুরুত্ব*	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান	পর্যবেক্ষণ পরামর্শ	
					সূচক	সময়সীমা
১। উপ-প্রকল্প ক্রিয়াকলাপ						
২। প্রাক নির্মাণ ধাপ						
৩। নির্মাণ ধাপ						
৪। ক্রিয়াকলাপ ধাপ						

ITN-BUET

ITN-BUET

অধিবেশন ৮ঃ

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP)

কাঙ্খিত ফলাফল

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- ESMP কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ওয়াসা (WASH) উপ-প্রকল্পের ESMP এর উদাহরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ITN-BUET

পরিবেশ এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP)

❑ **ESMP:** ESMP উপ-প্রকল্পের (প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাতিল করা) বাস্তবায়নের পর্যায়ের কার্যক্রমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রভাবগুলি গ্রহণযোগ্য স্তরে হ্রাস পেয়েছে তা নিশ্চিত করে।

❑ **ESMP নিম্নোক্ত বিষয় গুলির উপর নির্ভর করে গঠিত:**

- সম্ভাব্য নীতিবাচক প্রভাবসমূহ সনাক্তপূর্বক গৃহীত প্রশমন ব্যবস্থাদি নির্দিষ্ট করা
- ইতিবাচক প্রভাবের জন্য উন্নত পরিকল্পনা
- সূচক, প্রক্রিয়া, ফ্রিকোয়েন্সি অবস্থানের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা
- সমস্ত কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ
- প্রতিটি কার্যক্রম এবং প্রশমন ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমার মধ্যে প্রতিটি কার্যক্রম এর সময়সূচীর সমন্বয়সাধন
- অভিযোগগুলির সমাধান সম্বলিত প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পদ্ধতি

উদাহরণ ESMP (WASH উপ-প্রকল্পের জন্য)

প্রাক-নির্মাণ পর্যায়ে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থাসমূহ

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
জমি / এবং অন্যান্য ভৌত সম্পদের ক্ষতি	▪ ক্যাম্পের ভিতরে জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না । ▪ জমি এবং অন্যান্য ভৌত সম্পদের অনিচ্ছাকৃত গ্রহণ এড়াতে বিকল্পগুলোর বিশ্লেষণ করা । ▪ সম্ভাব্য সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে পরামর্শ প্রয়োজন । ▪ অস্থায়ীভাবে তাবু/আশ্রয় স্থানান্তর করার প্রয়োজন হলে বাস্তুচ্যুত পুরুষ ও মহিলা রোহিঙ্গাদের সাথে পৃথক পরামর্শ করে নিতে হবে । ▪ সরকারি/খাস জমিকে প্রধান্য দিতে হবে । ▪ ক্যাম্পের বাইরে ভূমি অধিগ্রহণ এড়াতে সক্ষম না হলে ক্ষতিপূরণ দেবার মাধ্যমে তা করতে হবে ।	PIU	PIU, PSC - র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ

উদাহরণ ESMP (WASH উপ-প্রকল্পের জন্য)

জীবন-জীবিকার হানি	▪ ক্ষতিগ্রস্থ অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ঠিকাদার অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে । ▪ হোস্ট কমিউনিটির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে এমন কার্যকলাপগুলো এড়িয়ে চলুন । ▪ বাইরে থেকে আসা রোহিঙ্গা শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ
	▪ পুষ্টির জন্য সচেতনতা তৈরি করা, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, রান্নার জন্য দূষণহীন শক্তির উৎস সন্ধান । ▪ বিকল্প দূষণহীন রান্না প্রযুক্তির উপর গৃহস্থালী প্রশিক্ষণ । ▪ কমিউনিটি বৃক্ষরোপণে রোহিঙ্গা নারীদের সম্পৃক্তকরণ । ▪ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিকল্প জীবিকার সংস্থান এবং প্রশিক্ষণ । ▪ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য ক্রেডিট সিস্টেম পেমেন্ট সহ নির্মাণের সময় রোহিঙ্গা শ্রমিকদের নিযুক্ত করা । রোহিঙ্গা শ্রমিকদের নগদ অর্থ প্রদানের অনুমতি নেই ।		

উদাহরণ ESMP (WASH উপ-প্রকল্পের জন্য)

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ	▪ প্রকল্পের সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করা হবে । ▪ সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ HH থেকে পৃথক কমিউনিটি স্তরের পরামর্শ সভা । ▪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং কাজের সুযোগ সম্পর্কে DRP-র সাথে পরামর্শ সভা । ▪ সমস্ত সুরক্ষা নথি প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশ করা হবে । ▪ হোস্ট কমিউনিটি এবং ক্যাম্পের লোকদের জানানো হবে এবং GRM এর সাথে জড়িত হবে ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ
প্রবেশাধিকার হারানো	▪ স্থানীয় জনগণ অভ্যস্ত এমন যাতায়াত ব্যবস্থা/ প্রবেশাধিকারের বিকল্পগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটি নিশ্চিত করবে । ▪ অনিবার্য পরিস্থিতিতে, বিকল্প প্রবেশাধিকার দেয়া হবে ।	PIU	PIU, PSC - র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ

উদাহরণ ESMP (WASH উপ-প্রকল্পের জন্য)

সাইট প্রস্তুতি: মাটি ক্ষয়; পানি নিষ্কাশন পথ পরিবর্তন	▪ নির্মাণ সুবিধা জলাশয়, প্রাকৃতিক প্রবাহ পথ থেকে ১০০ মিটার দূরে (যেখানে সম্ভব) স্থাপন করা হবে । ▪ কাট এবং পূরণকরণ অপারেশন মিনিমাইজ করুন, সাইট ক্লিয়ারিং এবং গ্রাবিং অপারেশন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত । ▪ সামাজিকভাবে সংবেদনশীল এলাকায় যেখানে মানুষের আবাসস্থল এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে । ▪ সাইটে বিদ্যমান ঢাল এবং প্রাকৃতিক নিষ্কাশন প্যাটার্ন উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা উচিত নয় । ▪ নির্মাণ কাজের সময় ব্যক্তিগত জমিতে গাছ কাটা বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে বন/উদ্যান বিভাগ দ্বারা নির্ধারিত মালিককে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে । ▪ সাইট প্রস্তুতি কার্যক্রম যেন স্থানীয় বাসিন্দাদের কার্যকলাপে ব্যাঘাত না ঘটায় তা ঠিকাদার নিশ্চিত করবে ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

উদাহরণ ESMP (WASH উপ-প্রকল্পের জন্য)

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থাসমূহ

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
প্রাণিকূলের জন্য শব্দের ব্যাঘাত	▪ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামগুলোতে নয়েজ ড্যাম্পেনার রয়েছে তা নিশ্চিতকরণ । ▪ যতটা সম্ভব রাতের কার্যকলাপ এড়িয়ে চলুন । ▪ নিয়মিত তৃতীয় পক্ষ দ্বারা শব্দের মাত্রা পর্যবেক্ষণ ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ
বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে অনিচ্ছাকৃত গ্যাসীয় নির্গমন পার্শ্ববর্তী পশুপাখি ও মানুষের ক্ষতি করতে পারে	▪ প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচি অনুসরণ করা হয় তা নিশ্চিতকরণ । ▪ সম্ভাব্য গ্যাস নির্গমন পয়েন্টের নিয়মিত পরিদর্শন ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ
ল্যাট্রিন এর লিকেজ থেকে দূর্গন্ধ এবং দূষণ এবং মানব বর্জ্যর কারণে আশেপাশের জলাশয়, উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতকে প্রভাবিত করে	▪ প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচি অনুসরণ করা হয় তা নিশ্চিতকরণ । ▪ সম্ভাব্য লিকিং পয়েন্টগুলোর নিয়মিত পরিদর্শন ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC র পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ

উদাহরণ ESMP (WASH উপ-প্রকল্পের জন্য)

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকির দায়িত্ব
বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে অনিচ্ছাকৃত গ্যাস নির্গমন যা চারপাশের প্রাণীকূলের জন্য ক্ষতিকর	▪ কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা নিশ্চিতকরণ । ▪ প্রাপ্ত ভূমি এবং জলাশয়ের নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষণ ।	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ
অত্যধিক প্রত্যাহার কারণে ভূগর্ভস্থ পানির ড্রপ	▪ নিষ্কাশন হার পর্যবেক্ষণ ▪ অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার সাথে সমন্বয় ▪ ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের নিয়মিত তৃতীয় পক্ষ পর্যবেক্ষণ	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC র পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ
মোবাইল ডিস্যালিনেশন প্যান্ট থেকে পানি উত্তলনের কারণে পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন	▪ মোবাইল প্ল্যান্ট স্থাপনের আগে উপযুক্ত পানির উৎসের অবস্থান চিহ্নিত করুন ▪ নিষ্কাশন হার পর্যবেক্ষণ ▪ ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষণ	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
মোবাইল ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট থেকে ব্রাইন/লবনাক্ত ওয়াটার নিঃসরণের কারণে দূষণ হয়	▪ লবণাক্ত পানি যাতে খোলা জলাশয়ে সরাসরি নিষ্কাশিত না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে ▪ লবণাক্ত পানি কোন আধারে সংরক্ষণ করে এবং পানি বাস্পীভূত করে লবণকে পৃথক করতে হবে	PIU ও ঠিকাদার	PIU, PSC - র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

বহিরাগত শ্রমিক ব্যবস্থাপনা

- নির্মাণ কাজের সময় DRP-র বাইরেও অন্যান্য এলাকার শ্রমিক কাজে লাগতে পারে, সেক্ষেত্রে আবাসন ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্য সমস্যাগুলি নিরসনের ধাপগুলি সঠিকভাবে ঠিকাদার গ্রহণ করেছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে
- শিশু শ্রমের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে শ্রমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বয়স যাচাই করতে হবে
- নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য আলাদা সুযোগ থাকতে হবে
- সামাজিক নিরাপত্তা বিধিমালা মেনে চলা হচ্ছে কিনা তার দায়িত্বে থাকবে ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত সামাজিক সুরক্ষা অফিসার
- নির্মাণ কাজের সময়, স্ক্রীনিং/বাছাই পরিচালনা করতে হবে এবং বিশ্বব্যাংকের কাছে তা জমা দিতে হবে
- কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্টাফ এবং শ্রমিক নিয়োগ করার জন্য ঠিকাদারকে প্রাধান্য দিতে হবে
- ঠিকাদার সাইটে শ্রমিক নিয়োগের একটি সম্পূর্ণ এবং সঠিক প্রতিবেদন প্রতি মাসে MoDMR এবং DPHE এর কাছে জমা দিবে

ঠিকাদারের দরপত্র তৈরির জন্য নির্দেশিকা

- ঠিকাদারদের জন্য প্রাসঙ্গিক সমস্ত ESMP আইটেম দরপত্র নথিতে উল্লেখ করা থাকবে
- পরিবেশগত, সামাজিক পাশাপাশি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিবেচনার বিষয়ে সম্ভাব্য দরদাতাদের স্পষ্ট তথ্য প্রদান করতে হবে
- পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার নথিপত্র/সামগ্রী জমা দেওয়া এবং ESMP বাস্তবায়নের ট্র্যাক রেকর্ড দরদাতাদের নির্দেশাবলীতে উল্লেখ করা উচিত
- জমা দেওয়া দরপত্রের মূল্যায়নে ESMP প্রতিক্রিয়া এবং খরচের পর্যাপ্ততার মানদন্ড অন্তর্ভুক্ত করা উচিত

প্রাতিষ্ঠানিক এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা

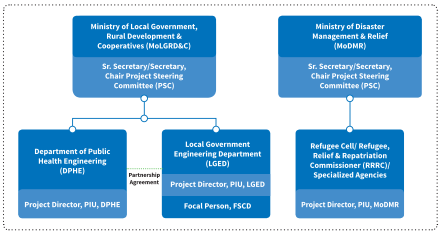

মনিটরিং এবং রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক

❑ **মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক**

পর্যবেক্ষণ কাঠামোর উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের পুরোটা সময় জুড়েই পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলির যে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিকূলতা প্রতিরোধ, হ্রাস করা এবং যেখানে সম্ভব সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব নিরসনে কার্যকর সমতাবিধান করার যে সকল উপায়সমূহ নির্দেশিত হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

❑ **নিম্নলিখিত তথ্য সম্বলিত তালিকাকারে সাপ্তাহিক এবং মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম হবে:**

- নমুনা পয়েন্ট
- নমুনা সংগ্রহের তারিখ এবং সময়
- পরীক্ষার ফলাফল
- নিয়ন্ত্রণ সীমা
- "কর্মসীমা" নিয়ন্ত্রণ সীমা লঙ্ঘণ প্রতিরোধে যে পর্যন্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত
- নিয়ন্ত্রণ সীমার কোন লঙ্ঘণ ঘটলে তার ব্যাখ্যা, যদি থাকে

পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা

প্রকল্পের পর্যায়	কি	কখন	কে	কিভাবে
প্রস্তুতি	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	টেন্ডার নথি প্রস্তুত করার আগে	PD	প্রশিক্ষণ রেকর্ড পর্যালোচনা
প্রস্তুতি	পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর স্ক্রীনিং নিশ্চিতকরণ	অবস্থান এবং প্রান্তিককরণ PD দ্বারা নিশ্চিত হওয়ার পরে	পরিবেশ ও সামাজিক পরামর্শদাতাদের সাথে PIU	সম্পন্ন স্ক্রীনিং শীট পর্যালোচনাকরণ
নির্মাণ	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	মাসিক	PD	প্রশিক্ষণ রেকর্ড পর্যালোচনা
নির্মাণ	অভিযোগ রেকর্ড	মাসিক	PD	GRM রেজিস্টার পর্যালোচনা করুন
নির্মাণ	ESMP-তে বর্ণিত পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশমন/বর্ধিতকরণ ব্যবস্থা (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ) এবং দরপত্র দলিল এবং অনুমোদিত চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কিনা।	মাসিক	PD	ESMP পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করুন
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	অভিযোগ রেকর্ড	মাসিক	PD	GRM রেজিস্টার পর্যালোচনা করুন
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশমন/ বর্ধিতকরণ ব্যবস্থা (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ) ESMP-তে বর্ণিত	মাসিক	PD	ESMP পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করুন

ESMP এর রিপোর্টিং

প্রতিবেদন/ নথিপত্র	বর্ণনা	প্রস্তুতকারক	যার কাছে জমা দিতে হবে	কবে
প্রশিক্ষণের রেকর্ড	প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত সমস্ত প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের নিবন্ধন	PIU বা পরামর্শদাতাদের পরিবেশ ও সামাজিক সেল	PD	যেকোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ৩ সপ্তাহের মধ্যে
পূরণকৃত সেফগার্ড স্ক্রীনিং ফর্ম	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করে	PIU বা পরামর্শদাতাদের পরিবেশ ও সামাজিক সেল	PD	ফরম পূরণ করার পর
GRM রেকর্ডস	প্রাপ্ত অভিযোগের রেজিস্টার এবং গৃহীত পদক্ষেপ	নির্মাণ পর্বের সময় GRC বা পরামর্শদাতা এবং তারপরে প্রাসঙ্গিক বাস্তবায়ন সংস্থার কর্মকর্তা	PD	মাসিক
ESMP পর্যবেক্ষণ রেকর্ড	ESMP-তে সংজ্ঞায়িত হিসাবে ডেটা পর্যবেক্ষণ করা	ঠিকাদার, PIU এর পরিবেশ এবং সামাজিক সেল এবং/অথবা পরামর্শদাতা	PD	মাসিক বা ESMP প্রয়োজন অনুযায়ী

দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ

বিষয়বস্তু	অংশগ্রহণকারী	দায়বদ্ধতা	সময়সূচি
সাধারণ পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা; প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা; ESIA-এর মূল ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); প্রশমন ব্যবস্থা; ESMP; স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ	নির্বাচিত LGI প্রতিনিধি এবং DPHE এবং PMU; PSC; PIU, ঠিকাদার	PSC	প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার আগে (প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করতে হবে)
সাধারণ পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক সচেতনতা; প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা; E&S স্ক্রীনিং; ESIA-এর মূল ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); ESMP; স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ	PSC; PIU; নির্বাচিত ঠিকাদারদের দল	PSC	মাঠ কার্যক্রম শুরু করার আগে (প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করতে হবে)

দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ

বিষয়বস্তু	অংশগ্রহণকারী	দায়বদ্ধতা	সময়সূচি
ESMP; আবর্জনার ব্যবস্থাপনা; HSE	ঠিকাদার, নির্মাণ দল	PIU	নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করার আগে (প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করতে হবে)
সড়ক নিরাপত্তা; আত্মরক্ষামূলক ড্রাইভিং; আবর্জনার ব্যবস্থাপনা; সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা।	চালক	ঠিকাদার	প্রকল্প পরিচালনার আগে এবং সময় (প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করতে হবে)
পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা আবর্জনার নিষ্পত্তি।	পুনরুদ্ধারকারী দল	ঠিকাদার	পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু করার আগেই
অপারেশন পর্যায়ের HSE	নির্বাচিত LGED, DPHE এবং MoDMR কর্মী	PSC	প্রকল্প পরিচালনার আগে এবং সময়

মাসিক প্রতিবেদনের বিষয়সমূহ

PIU PSC-কে জমা দেয়ার জন্য মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। এই রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে:

- ESMF এবং পরবর্তী ESIA, ESMP, ইত্যাদি বাস্তবায়নের অগ্রগতি
- পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির ফলাফল, বিশেষত নিয়ন্ত্রণ মান, কর্মের মাত্রা
- যে কোনো বিষয়সমূহ, যেখানে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা উপাত্ত পরিবেশগত/সামাজিক মূল্যায়নের সময় সংগৃহীত তথ্য বা উপাত্ত
- বহিরাগত সংস্থাগুলির দ্বারা গৃহীত কোন অভিযোগের সারসংক্ষেপ এবং গৃহীত পদক্ষেপ;
- আইন, প্রবিধান এবং আন্তর্জাতিক অনুশীলনের প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন বা সম্ভাব্য পরিবর্তন

ITN-BUET

অধিবেশন ৯:

কোর্সের মূল্যায়ন ঃ এমসিকিউ (MCQ)

আলোচ্য বিষয়

- অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ প্রদান
- প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন
- ভবিষ্যতে আরো কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে কিনা সেটি নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা ও মতামত গ্রহণ

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যাচাই প্রশ্নমালা

নং	প্রশ্নমালা	কতজন সম্মত	কতজন অসম্মত
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			

মুড মিটার

বিষয়	সম্মত	মাঝামাঝি	অসম্মত	মোট/মন্তব্য
প্রশিক্ষণে নতুন কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি				
প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয় কাজে লাগাতে পারব				
কাজের ক্ষেত্রে আরও নিরাপদভাবে কাজ করতে সক্ষম হব				
প্রশিক্ষণের সামগ্রিক বিষয়বস্তু কাজের সাথে মিল ছিল				
প্রশিক্ষণের উপস্থাপনা, অধিবেশনের সময় ও প্রশিক্ষণ কৌশল অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপযুক্ত ছিল				

ধন্যবাদ

ITN-BUET

ITN-BUET

Centre for Water Supply and Waste Management